প্রথম আলো

Prothom Alo North America

18 January 2024, Thursday, 7th Year, Issue 357, 40 Pages

১৮ জানুয়ারী ২০২৪, ৪ মাঘ ১৪৩০, ৬ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৭, পৃষ্ঠা: ৪০

এবারের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র বদলে যাবে!

নির্বাচন ২০২৪

আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন বাস্তবতায় জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন।

ইব্রাহীম চৌধুরী

চলতি বছরের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই দেশ হিসেবে আমেরিকার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে । গত প্রায় দুই শতাব্দীর চেনা যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বদলে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের এ বদলে যাওয়ার বাঁক বদলের নির্বাচন হতে পারে ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচন।

সাম্প্রতিক মার্কিন রাজনীতির ইতিহাসে এবারই প্রথম এক ব্যতিক্রম উত্তেজনায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইওয়া ককাসের মধ্য দিয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি শুরু হয়ে গেছে বছরের গোড়া থেকেই। সামনের কয়েকমাস প্রাইমারি নির্বাচন নিয়েই উত্তেজনা থাকবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। ফলে দলটির প্রাইমারি নিয়ে কোনো উত্তেজনা নেই। শেষ মুহূর্তে কোন ঘোষণা আসলে ভিন্ন কথা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের এগিয়ে থাকা প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নিয়ে উত্তেজনা রয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি ট্রাম্পকে কতটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন বা ট্রাম্পের রানিং মেট হয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কি না , এসব নিয়ে উত্তেজনা রয়েছে।

জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন বাস্তবতায় দুই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

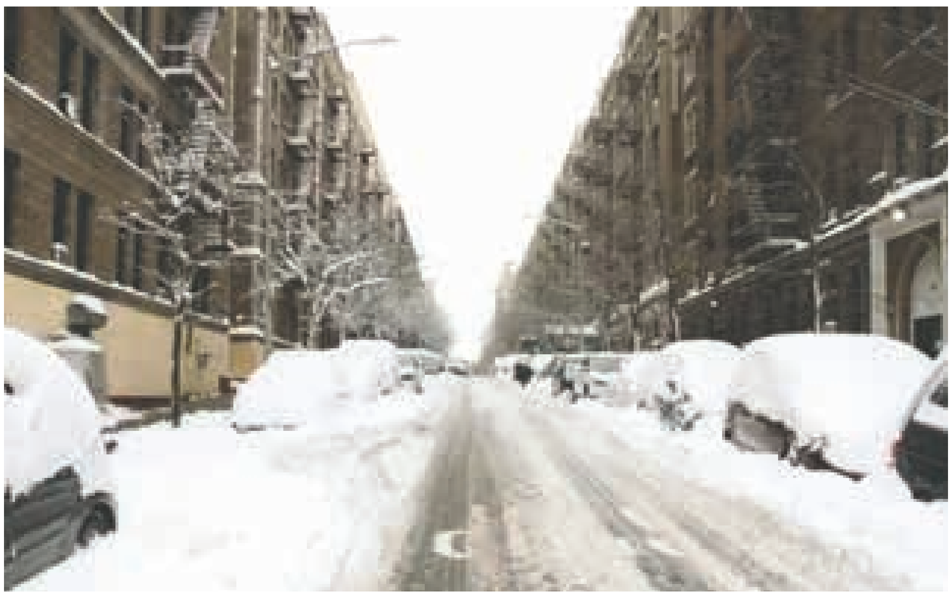

তুষারপাত গত দুই বছর নিউইয়র্কে তেমন তুষারপাত দেখা যায়নি। এবার সাদা বরফে ঢাকা পড়ছে সড়ক-জনপদ। লোকজনের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশিবহুল রিচমন্ডহিল এবং লিবার্টি এভিন্যু থেকে মঙ্গলবার দুপুরের ছবি। মাশফিক রহমান

জো বাইডেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে, ট্রাম্প পাচ্ছেন রিপাবলিকান সমর্থন

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা নামছেই। অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে সাফল্য সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের এ নিম্নমুখী জনপ্রিয়তা দলের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে রিপাবলিকান দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে এগিয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এবিসি নিউজ/ইপসোসের করা নতুন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

একপক্ষীয় নির্বাচনে অতলে হারিয়ে যাবে বিএনপি?

দ্বাদশ নির্বাচন

বিএনপির ভবিষ্যৎ কি? তাদের রাজনীতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে—এ নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র।

তানভীর সিদ্দিকী

- হাছান মাহমুদ-পিটার হাস সাক্ষাতে দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে আলাপ।
- ইউ রাষ্ট্রদূত জানান, ইইউ যে কাজ বাংলাদেশে করে, তার একটি অংশ উন্নয়ন সহযোগিতা।

ভোটরবিহীন, একপক্ষীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থামছে না। প্রতি দিন নতুন নতুন বিতর্ক দ্বাদশ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এর মধ্যে নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে এলাকায় এলাকায় আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের সংঘর্ষ। স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছে , এমন এলাকায় এখন মূল উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে আওয়ামী লীগ দলীয় কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। তবে এগুলোর বাইরে সবার প্রশ্ন নির্বাচত্তোর বিএনপি এখন কি করবে।

বিএনপির ভবিষৎ কি? তাদের রাজনীতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে? অন্যদিকে সব চেয়ে আলোচিত বিষয়, বর্তমান সরকারের প্রতি মার্কিন সরকারের কি নীতি হবে। নতুন করে কি কোন বিধি নিষেধ আসছে। নাকি যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যবসা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছে। তবে সব কিছুর মধ্যে ও এখনো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক হাত নিচ্ছেন। তিনি বলেছেন "আমেরিকার লজ্জা নেই, তারা কখন কাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে তার ঠিক নেই। তাদের গোয়েন্দা সাক্ষ্যতেই তারেক জিয়ার সাজা হয়েছে। এরা একজনকে এমন করবে, আবার কখন কাকে পছন্দ করে ক্ষমতায় নিয়ে আসে,তারও ঠিক নেই"।

গত ৭ জানুয়ারি বহুল আলোচিত সমালোচিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

'সরকারের সব অস্ত্র পরাভূত হবে'

ঢাকা অফিস

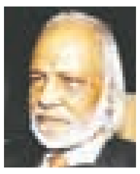

মঈন খান

বিএনপি'র আন্দোলন প্রসঙ্গে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, সরকার গুলি করবে। কিন্তু আমাদের বুকে বল আছে। এই সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত আমরা দেখে নিবো ইনশাআল্লাহ। আর এখন কথা বলার সময় নেই। এখন কাজের সময়। জনগণের শক্তি দিয়ে বর্তমান বাকশাল-২ সরকারের বন্দুক, বুলেট, গ্রেনেড, টিয়ারগ্যাস এবং জলকামানের শক্তিসহ সব শক্তিকে আমরা পরাভূত করবো। এই হচ্ছে আজকে আমাদের প্রতিজ্ঞা। গতকাল বিকালে রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে বিএনপি'র উদ্যোগে 'দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের (বীরউত্তম) ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন জরুরি ছিল: এডিবি

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনটিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। গতকাল বুধবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এসব কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি কে এম শাখাওয়াত মুন বলেন, টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর।

গিনটিং বলেছেন, এডিবি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন-সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। আগামী দিনগুলোতেও তারা একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের সঙ্গে জ্বালানি খাত ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর আরও বলেন, কক্সবাজারে জলবায়ু পুনর্বাসন প্রকল্পে তাঁদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য জেলাগুলোতেও তাঁদের একই কাজ করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের জন্য এডিবির সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আশা করি, আপনারা সমর্থন অব্যাহত রাখবেন।'

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অগ্রাধিকারমূলক খাতে মূল্য সংযোজন প্রকল্প গ্রহণের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ক্রমাগত সহায়তা করার জন্য এডিবিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এডিবিকে গত বছরে সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছানোর জন্যও ধন্যবাদ জানান।

দ্বাদশ নির্বাচন ছিল একপক্ষীয় পাতানো

টিআইবির গবেষণা

সংস্থাটি আরও বলেছে, এই নির্বাচন একাদশ সংসদ নির্বাচনের চেয়ে তিন গুণ বেশি অর্থ খরচ করেছে ইসি।

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একপক্ষীয় ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মন্তব্য করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলেছে, এটি দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত। এর ফলে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেস্ট কেস হিসেবে বিবেচিত হবে। সংস্থাটি বলেছে, নির্বাচনের ৫০টি আসনের ওপর চালানো গবেষণায় টিআইবি দেখতে পেয়েছে, ৫১ শতাংশ কেন্দ্রে বুথ দখল, জালভোট প্রদান ও প্রকাশ্যে সিল মারার ঘটনা ঘটেছে। সেইসঙ্গে, এসব আসনে ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ কেন্দ্রে ভোটারদেরকে জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং ভোট গণনায় জালিয়াতি করা হয়েছে ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ কেন্দ্রে।

'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং' শিরোনামে টিআইবির পর্যবেক্ষণ গবেষণায় এসব কথা বলা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডিতে মাইডাস সেন্টারে টিআইবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই গবেষণা তুলে ধরা হয়। এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন মাহ্‌ফুজুল হক, নেওয়াজুল মওলা ও সাজেদুল ইসলাম। গত বছরের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

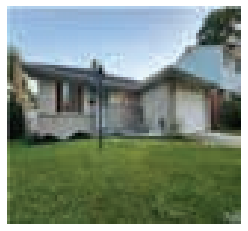

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

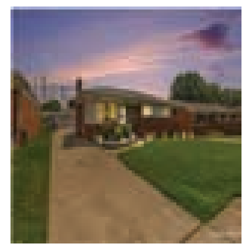

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে
বিশাল মূল্যছাড়!
Halal Live Chicken
যে কোন ধরনের
৫ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!
Buy 5 Chicken get one free
১০ টি কিনলে ২ টি ফ্রি!
Buy 10 Chicken get 2 Free
১৪ টি কিনলে ৩ টি ফ্রি!!
Buy 14 Chicken get 3 Free
১৯ টি কিনলে ৫ টি ফ্রি!!!
Buy 19 Chicken get 5 free
حلال
HALAL
এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে আল মদিনাতে
ডিসেম্বর 29 তারিখ থেকে জানুয়ারি 31, 2024 পর্যন্ত
শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কার্টিং সঙ্গে আনতে হবে
Please bring Ad copy or Ad short screen picture.
151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)
WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

BANGLADESH SOCIETY OF BRONX, NEW YORK, INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক, ইনক
25 Year Anniversary & Get Together
২৫ বছর পূর্তি ও মিলনমেলা
২৮ জানুয়ারী ২০২৪ রবিবার
সময়: বিকাল ৫:০০ ঘটিকায়
Golden Palace
1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
আমন্ত্রণে
মো: সামাদ মিয়া জাকারিয়া
সভাপতি
718 690 4556
মো: ইমরান আলী টিপু
সাধারণ সম্পাদক
917 769 8047
GUEST:
ELECTED OFFICIALS AND COMMUNITY LEADERS
অনুষ্ঠানমালা
Tofael Chowdhury

UP TO 10% Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

সম্পাদকীয়

‘বাঘ পালানো’ মাঘ শুরু, আর হাড় কাঁপানো শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত

পৌষের শেষ দিকে এসে দেশজুড়ে জেঁকে বসেছে শীত। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে ঘনকুয়াশা যোগ হওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। দিনের বেলায় কুয়াশা ভেদ করে উত্তাপ ছড়াতে পারছে না সূর্য। এমন শীত থেকে সহসা মুক্তি মিলছে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। শীতের এমন অবস্থার মধ্যে চলে এসেছে ‘বাঘ পালানোর মাস’ মাঘ।

হাড় কাঁপানো শীতের সঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপটও বেড়েছে। আর এর প্রভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ।

ঘন কুয়াশার কারণে ইরি-বোরো বীজতলা লাল বর্ণ ধারণসহ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন চাষিরা। কৃষি শ্রমিকরা কাজ করতে না পারায় ব্যাহত হচ্ছে চলতি মৌসুমের ইরি-বোরো চাষাবাদ।

শীতে লোকজন ঘর থেকে কম বের হওয়ায় আয় অর্ধেকে নেমেছে খেটে খাওয়া দিনমজুরদের। এর ফলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। শীতবস্ত্রের অভাবে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা গেছে অনেককে।

কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে গোটা জনপদ। ব্যাহত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তীব্র ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া মানুষ বাগানের চা শ্রমিকরা। ঘন কুয়াশায় শীতের তীব্রতায় কাবু হয়ে পড়েছে জেলার জনজীবন। ছাড়িদিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোটার মতো পড়ছে কুয়াশা। এখনো সরকারি বা বেসরকারিভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হয়নি। হাড়

কাঁপানো শীতে সর্দি-কাশি, ঠান্ডা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, হাঁপানিসহ শীতজনিত নানা রোগ নিয়ে শিশু এবং বয়স্করা ভর্তি হয়েছেন বিভিন্ন সরকারি ও প্রাইভেট হাসপাতালে।

সড়ক বিভাজন, ফুটপাত, স্টেশন ও খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল এবং নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। জনগণ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। অনেকে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। শীতের কারণে রাস্তায় জনগণের উপস্থিতি কমে গেছে। ভোরে ঘন কুয়াশা থাকায় সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহনগুলো ফগ বা হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে। প্রচণ্ড শীতের কারণে খেটে খাওয়া মানুষগুলো ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন না। এতে পরিবার নিয়ে তাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ঘন কুয়াশায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সিলেট, সৈয়দপুর, বরিশালে উড়োজাহাজ ওঠানামায় সমস্যা হয়েছে। ফেরি চলাচলেও বিঘ্ন ঘটেছে।

মূলত কুয়াশার কারণে দেশে তীব্র শীতের এলাকা বাড়ছে। একসময় জানুয়ারিতে দেশের উত্তরাঞ্চল ও সিলেট বিভাগে মূলত তীব্র শীতের অনুভূতি থাকত। উপকূলীয় জেলাগুলোতে শীত পড়ত কম। কারণ, সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। ফলে হিমালয় পেরিয়ে আসা শীতের শুষ্ক বাতাস উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত তীব্র শীত থাকছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, তা মূলত কুয়াশার কারণে ঘটছে।

বাংলাদেশে শীত নামে মূলত হিমালয় পেরিয়ে পঞ্চগড় দিয়ে শীতল বাতাস আসার কারণে। একইভাবে সিলেটে মেঘালয় থেকে আসা শীতল বাতাস প্রবেশ করে তাপমাত্রা কমায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালের পর থেকে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পাশাপাশি কুয়াশা বেড়ে যেতে দেখছি। দক্ষিণ এশিয়ার বড় অংশজুড়ে মাসের বেশির ভাগ সময় ওই কুয়াশা দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে না গেলেও তীব্র শীতের অনুভূতি থাকছে। কুয়াশার কারণে জানুয়ারিতে দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকাজুড়ে তীব্র শীতের অনুভূতি থাকছে, যা একসময় শুধু উত্তরাঞ্চল ও সিলেটে বেশি দেখা যেত। এতে সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়ে গেছে।

চলতি মাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশজুড়ে শীতের কষ্ট বেড়ে যাওয়া নিয়ে আবহাওয়া ও জলবায়ুবিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এই প্রবণতাকে আবহাওয়ার ধরনের বদলকে ইঙ্গিত করছে বলে মনে করছেন তাঁরা। বিশেষ করে জানুয়ারির শুরু থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত হয়ে বাংলাদেশের ওপর একটি ভারী কুয়াশার চাদর ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে দেশের ভেতরেও নিচু মেঘ বা লো ক্লাউড তৈরি হচ্ছে। বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধুলা ও ধোঁয়া এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে। এ কারণেই অস্বাভাবিক কুয়াশা তৈরি হচ্ছে, যা দিনের তাপমাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, কুয়াশার দাপটের কারণে সূর্যের আলো ভূমিতে আসতে পারছে না। ফলে রোদ কম আসায় দিনেও তীব্র শীতের কষ্ট বাড়ছে। অন্যদিকে ওই ঘন নিচু মেঘের কারণে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে নৌযান ও সড়কের যানবাহন চলাচলে সমস্যা বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে দিনে রোদ কম আসা ও শীতের অনুভূতি বেড়ে যাওয়াকে দায়ী করা হচ্ছে। মাঠে শীতকালীন ফসল ধান ও সবজির উৎপাদনেও সমস্যা বাড়াচ্ছে।

শীতকালে কোন এলাকায় শীত বেশি, তা এখন আর শৈত্যপ্রবাহ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কারণ, দিন ও রাতের তাপমাত্রা কমে এলে তা শৈত্যপ্রবাহের চেয়েও বেশি শীতের অনুভূতি হয়। এখন শৈত্যপ্রবাহ দেশের চার–পাঁচটি জেলায় থাকলেও তীব্র শীতের অনুভূতি দেশের দুই–তৃতীয়াংশ এলাকায় থাকছে। ফলে এ ধরনের শীত মোকাবিলায় আমাদের কৃষি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

তাঁরা কেন বলছেন ভোটে না এসে ‘বিএনপি ভুল করেছে’

তানভীর সোহেল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেছে। নতুন সরকারও গঠিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যা চেয়েছে, তাই হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকার বলছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এ দুটি পুরোনো চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি তাদের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অবশ্য ভোটের আগেও বিদেশি, বিশেষ করে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের চাপ মোকাবিলা করতে হয়েছে সদ্য বিদায়ী দলটিকে।

যেকোনো সরকারের জন্য তা নতুনই হোক বা পুরোনো হোক—প্রথম ১০০দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এবার আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সরকারও মনে করেছে রাজনীতি, অর্থনীতি (বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ) ও কূটনীতিক অঙ্গণে তাদের দৃশ্যমান কিছু সফলতা দেখাতে হবে। তাহলে আগামী ৫ বছর সরকার পরিচালনা অনেকটাই সহজ হবে।

আওয়ামী লীগ এবার নিয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে। আর ক্ষমতাসীন দলকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই চলতে হবে এটাই স্বাভাবিক। একটা বড় অংশের ভোট বর্জনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সরকার আমেরিকার চাপে পড়বে বলে যেটা মনে করা হচ্ছিল, সে ধরনের কোনো কিছুই এখনো দৃশ্যমান হয়নি। আমেরিকা ও পশ্চিমারা ভোট নিয়ে তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানালেও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন। পাশাপাশি অনেকের ধারণা ছিল ভোটের পরই কম্বোডিয়ার মতো বাংলাদেশের ওপরও আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা দেবে, সেটাও হয়নি। ভোট পরিচালনাকারীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়েও এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি দেশটি। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রায় সব দেশের কূটনীতিকদের উপস্থিতি এবং নতুন সরকারকে তাঁদের অভিনন্দন জানানোকে ইতিবাচক মনে করছে ক্ষমতাসীন দলটির নেতারা।

অন্যদিকে দেশের ভেতরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ব্যাপক চাপের সম্মুখীন সরকারকে এখনই হতে হবে—এমনটা মনে হচ্ছে না। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আপাতত কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। দলটি হয়তো আবার নিজেদের গুছিয়ে নিতে কাজ করবে। কিন্তু সরকার পতনের আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা দলটির ছিল, সেই সুতায় ছেদ পড়েছে।

ভোটের পর তাৎক্ষণিক দেশে–দেশের বাইরে বড় কোনো চাপের সম্মুখীন না হওয়ায় স্বাভাবিবকভাবেই অনেকে প্রশ্ন তুলছেন—বিএনপি কি নির্বাচন বর্জন করে ভুল করেছে? এমন প্রশ্নকে আরও উসকে দিয়েছে গণমাধ্যমে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা বা সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার ও লেখায় এই ব্যক্তিরা সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন না হওয়ার জন্য সরকারকে যেমন দোষারোপ করেছেন, তেমনি তাঁরা এও বলেছেন—নির্বাচনের মাঠ ফাঁকা করে দিয়ে বিএনপিও ভুল করেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র এক দিন আগে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম ছিল ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থাকলেও বিএনপির মাঠ ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি’।

সেখানে আলী ইমাম মজুমদার এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, প্রধানত বিএনপির কথাই আমি বলব, কোনো রাজনৈতিক ফর্মুলা নন-নেগোশিয়েবল হয় না। তারা একটাই ফর্মুলা দিয়ে রাখছে, সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা কোনো আলোচনায় যাবে না, ইলেকশন করবে না। এই রকম নন-নেগোশিয়েবল কিছু হয় না। আমি মনে করি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও যদি তারা নির্বাচনে যেত, সেটা তাদের জন্য ভালো হতো।’

অবশ্য আলী ইমাম মজুমদার এমন একটা সময় এ কথা বলেছেন, যখন বিএনপির পক্ষে আর নির্বাচনে আসার সুযোগ ছিল না। অথচ যখন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল, সে সময় আরও ৪৭ জন নাগরিকের সঙ্গে তিনি এই নির্বাচনী তফসিল বাতিল করে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছিলেন।

শুধু আলী ইমাম মজুমদারই নন, বিএনপির নির্বাচনে আসা উচিত ছিল বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমেনা মহসিন। গত ১১ জানুয়ারি ডেইলি স্টারে এ নিয়ে কলাম লেখেন তিনি।

আমেনা মহসিনের লেখার মূল কথা হলো—বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কারণে ভোট অংশগ্রহণমূলক হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে হলেও বিএনপির ভোটে অংশ নেওয়া উচিত ছিল। তিনি এও লেখেন, বিএনপি সব সময় বলে আসছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাবে না। কিন্তু দলটি সাধারণ মানুষের জন্য কি কোনো ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছে?

অবশ্য নির্বাচনে না যাওয়া ইস্যুতে বিএনপি নেতৃত্ব মনে করে তাদের সিদ্ধান্তে ভুল নেই। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এটা বিএনপি নেতা বিশ্বাস করেন। এবারও বিএনপি ভোটে গেলে একই অবস্থা হতো। শুধু আওয়ামী লীগের পাতানো নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ভোটে যাওয়া কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে না বলে মনে করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। তিনি বলেন, ‘যে যাই বলুক, মানুষ ভোট বর্জন করেছে। এখানে কেবল একটি দল ও তাদের আনুকূল্য পাওয়া দলগুলো অংশ নিয়েছে। ফলে এটা কোনো ভোট হতে পারে না। বিএনপি তাদের যে এক দফা দাবি (সরকার পতন) সেখানে অটল আছে।’

অবশ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ মনে করেন, ‘সরকারের প্রধান কাজ ছিল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া এবং নির্বাচন কমিশনের চাওয়া বাস্তবায়ন করা। ভোটের সময় থাকা সরকার সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছে বলে মনে করি।’ তিনি বলেন, বিএনপিকে ভোটে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা আসেনি। এটা তাদের সিদ্ধান্ত।

বিএনপি সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন করছিল। কিন্তু সেই দাবি দলটি আদায় করতে পারেনি। একপর্যায়ে দলটি ভোট বর্জনের দাবিতে কর্মসূচি পালন শুরু করে। নির্বাচনে প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। কম ভোট পড়াতে দলটি তাদের আহ্বানে জনগণ সাড়া দিয়েছে বলে দাবি করেছে। তবে বিএনপি নেতৃত্ব সরকার পতনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ে কী করছে, সে ব্যাপারে কোনো কিছু জানাতে পারেনি। কোনো কোনো নেতা মনে করেন এখন অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা কারাগারে আছে। তাঁরা ছাড়া পেলে বিএনপি নতুন করে আন্দোলনের কর্মসূচি পালন শুরু করবে।

অবশ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার পর গত ১৩ জানুয়ারি তাঁর পত্রিকায় কলাম লেখেন।

‘এক দল থেকে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা: যা ছিল “কার্যত”, এখন তা “আইনসিদ্ধ”’ শীর্ষক ওই লেখায় তিনি লিখেছেন, ‘গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন নির্বাচনের ওপরও শেখ হাসিনার কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তার আরেকটি উদাহরণ হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন—বিরোধী দল বর্জন করায় যেটা তাঁর জন্য আরও সহজ হয়ে যায়। বেশির ভাগ বিষয়ে আগে থেকেই রফা হয়ে যাওয়ায় নির্বাচনের দিন তেমন কোনো বাধা-বিঘ্নের ঘটনা ঘটেনি। বিএনপি প্রমাণ করেছে যে, তারা শেখ হাসিনার কৌশলি চিন্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম না এবং নির্বাচন বর্জন করায় তাদেরকে যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে চড়া মূল্য চোকাতে হবে, সে বিষয়েও খুব সামান্যই ভেবেছে।’

মাহফুজ আনাম তাঁর লেখায় এও বলেন, ‘নির্বাচন বর্জনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিএনপির প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।’

জ্ঞানচর্চার হতাশা

কাজী জহিরুল ইসলাম

আড্ডায় পরচর্চা, দলীয় রাজনীতির বিভিন্ন স্থুল বিষয়, বিত্ত, সামাজিক অবস্থান, নিজের এবং সন্তানের সাফল্য ইত্যাদি বিষয় উঠে আসা খুব স্বাভাবিক। একটু যারা বয়স্ক তারা স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা করেন। স্থুল কৌতুক, যৌনতা এসবও আসে। এই ধরণের আড্ডা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না তা নয়, কিছু সময় পর্যন্ত ভালোই লাগে কিন্তু পুরো আড্ডাটাই যদি এইসব বিষয় নির্ভর হয় তখন আড্ডা থেকে উঠে আসার পরে খুব হতাশা অনুভব করি। মনে হয় অনেকটা সময় অযথা নষ্ট হলো। আড্ডা থেকে আমি কিছু আহরণ করতে চাই। খুব সামান্য বিষয়ের মধ্যেও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়ে যাই, তবে না পেলে পরাজয়ের গ্লানি আমাকে তাড়িত করে। যদি জ্ঞানচর্চার আড্ডা হয় তখন কিছু না কিছু পাওয়া যায়ই, তাই জ্ঞানচর্চা করা যায় এমন মানুষের সঙ্গে আড্ডা দিতেই বেশি পছন্দ করি। অনেক ভেবে দেখেছি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমি কিছু শিখতে চাই, না হয় অন্যকে শেখাতে চাই। এর বাইরে আর যা কিছু, সবই সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। হয়ত আমার শিক্ষকতা করাই উচিত ছিল। শিক্ষকেরাই শুধু সারাজীবন শেখা এবং শেখানোর মধ্যে থাকার সুযোগ পায়।

একথা ঠিক যে জ্ঞানচর্চা করার মত আড্ডা গড়ে তুলতে হলে সেইরকম লোকের দরকার হয় এবং সব সমাজেই তেমন মানুষের সংখ্যা কম। আমার বর্তমান আবাস নিউইয়র্কে একেবারে যে সেইরকম মানুষ নেই তা নয়, তবে এই বৃহৎ শহরে আমাদের সকলের পায়েই ব্যস্ততার শেকল পরানো থাকে, চাইলেই আমি বা আপনি পছন্দের মানুষটিকে বা মানুষদের হাতের কাছে পাই না। একথাও ঠিক আমি গিরগিটির মত রঙ পাল্টে অন্য রঙের মানুষের ভিড়েও মিশে যেতে পারি। জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই আমি মানুষের সান্নিধ্যে বা ভিড়ের মধ্যে থাকতে পছন্দ করেছি, তবে খুব সাম্প্রতিককালে আড্ডা থেকে উঠে আসার পরে বারবারই মনে হয় কি শিখলাম, এবং তা আমাকে প্রায়শই হতাশ করে।

এই হতাশা থেকে সম্ভবত আমাকে মুক্তি দিয়েছেন জালালুদ্দিন রুমি। রুমির দর্শন আমাকে টানে, তার কবিতা, রুবাইয়াত অনুবাদ করে আমি দুটি গ্রন্থ লিখেছি। সেইসব লেখার সময় রুমি-সমুদ্রে প্রায় ডুবেই ছিলাম। ডুব দিয়ে সেই সমুদ্র থেকে বহু কিছু তুলে এনেছি এবং আমার সাধ্যমতো আপনার মধ্যেও তার কিছু কিছু বিতরণ করেছি।

রুমি কী করে আমাকে জ্ঞানচর্চার হতাশা থেকে মুক্তি দিলেন সেই কথা বলি। তিনি বলেছেন, “কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবো না। তোমার মধ্যেই তাবৎ মহাবিশ্ব আছে।” এই কথা আমিও বলার চেষ্টা করি, দেহকাব্যের বিভাস রচিত হয়েছে এই দর্শনের ওপরই। রুমির এই দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে অনেক আগেই কিন্তু হঠাৎ এক হতাশ বিকেলে তিনি যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার স্কালবের ওপর হাত রেখে বললেন, এখানেই তোমার আরাধ্য সঙ্গী আছে, তাকে বের করে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হতাশা কেটে গেল এবং একে একে আমি পৃথিবীর তাবৎ প্রয়াত, জীবিত এবং যারা ভূমিষ্ঠ হয়নি এখনও এমন সকল জ্ঞানী মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। যেন তারা সকলেই আমার আমন্ত্রণের অপেক্ষায় আছেন, ডাকলেই সামনে এসে দাঁড়াবেন, চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসে পড়বেন। কথাটা আমার স্ত্রীকে বলি, তিনি আমাকে মোটেও পাগল ভাবেননি, বরং সায় দিয়ে বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি তুমি চাইলেই তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারো।

আজকাল আমি এই চর্চাটি করছি। এখন আমি চাইলে আমার ভেতর থেকে আরো একজন আমিকেও বের করে আনতে পারি এবং দুই আমিতে দিব্যি আড্ডা চলে। আমি ঠিক করেছি দুই আমি’র একটি কথোপকথন খুব শিগগিরই লিখে ফেলবো।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ডে

রহমান মাহবুব

১৫ জানুয়ারি সোমবার। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ডে। যুক্তরাষ্ট্রে দিবসটি এমএলকে ডে নামেও পরিচিত। অন্যতম ফেডারেল হলি ডে। সরকারি ছুটির এ দিনটি আমেরিকায় প্রতি বছর জানুয়ারির তৃতীয় সোমবারে পালিত হয়ে আসছে ১৯৮৬ সাল থেকে।

১৯২৯ সালে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে জন্মগ্রহণ করেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তাঁর প্রকৃত জন্মদিন ১৫ জানুয়ারি ছিল। কাকতালীয়ভাবে ২০২৪ এর তৃতীয় সোমবার পড়েছে ১৫ জানুয়ারী।

১৯২৯ সালের সেই দিনটি অবশ্য একটি মঙ্গলবার পড়েছিল। আমেরিকার সিভিল রাইট ম্যুভমেন্ট ছিল একটি ঐতিহাসিক নাগরিক অধিকার আন্দোলন। একটি অহিংস সামাজিক আন্দোলন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন চলেছিল। তখন আমেরিকায় জাতিগত বিচ্ছিন্নতা বৈধ ছিল! বর্ণে বর্ণে বৈষম্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভোটের অধিকার থেকে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা তখনও বঞ্চিত ছিলেন। এসব বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও কুসংস্কার বাতিলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে ওয়াশিংটনের লিংকন স্মৃতিসৌধের পাদদেশে আড়াই লক্ষ সমর্থকের উপস্থিতিতে কিং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে, চাকুরিতে সমান অধিকার প্রতিষ্টার পক্ষে, ফেডারেল ও নানা অঙ্গরাজ্যের জাতিগত বৈষম্যমূলক আইন এবং বর্ণবৈষম্যসহ সকল কালো আইনের বিরুদ্ধে অংহিস আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল ছিল বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা ৬:০৫ মিনিটে কিং যখন লরেন মোটেলের তাঁর দ্বিতীয় তলার কক্ষের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন সেখানে একটি মাত্র গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আততায়ীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন কিং। নেতাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর এক ঘন্টা পরে মারা যান আমেরিকার সিভিস রাইট ম্যুভমেন্ট নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

রামমন্দির : কংগ্রেস কী আরও বেসামাল হলো?

সেলিম খান

বাংলাদেশে ফেসবুক সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হলেও প্রতিবেশি ভারতে এক্স বা সাবেক টুইটার লোকপ্রিয়তার নিরিখে এগিয়ে। বিশেষ করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে। যারা আসলে দেশের কলকাঠি নাড়েন বা ভাগ্যনিয়ন্তা। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের স্থানে সরকারি উদ্যোগে তৈরি রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মন্দিরের উদ্বোধনে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চলেছেন।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাম মন্দির ট্রাস্ট। কোনো কোনো দল অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। দোলাচলে ছিল বিজেপিবিরোধী অন্যতম বড় ও ভারতের সবচেয়ে পুরোনো দল কংগ্রেস। তারা শেষমেষ জানিয়েছে, রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে না তারা। কারণ তারা মনে করে, এটা একান্তই বিজেপি ও আরএসএস-এর অনুষ্ঠান। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত আসার পর থেকেই এক্স হ্যান্ডেলে এর পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যের স্রোত বয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বলা, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিপক্ষের মতই গরিষ্ঠ। তারা কংগ্রেস দলটাকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরোধী বলে প্রমাণে তৎপর।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ভারতে ক্ষমতায় বসার পর যেভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভারতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা নড়ানোর ক্ষমতা এই মুহূর্তে ভারতের কোনো দলের নেই। কংগ্রেসসহ কোনো রাজনৈতিক দল সে চেষ্টাও করেনি। বরং মোদির এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব দিনে দিনে বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীর মনের গভীরে প্রোথিত হয়েছে। এর বিপরীতে রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস একটু লজ্জা লজ্জা করে নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়েছে। এ ব্যাপারে বিজেপি যত চড়াও হয়েছে, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও অন্য কংগ্রেস নেতাদের মন্দির-যাত্রা তত বেড়েছে। বিজেপির চ্যালেঞ্জের মুখে নিজেদের হিন্দু প্রমাণে তাঁরা মরিয়া। কিছু দিন মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতাদের এই নরম হিন্দুত্বের লাইন সেখানকার মানুষ নেয়নি। বরং বিজেপির অনেক বেশি খুল্লাম-খুল্লা ভাব তাদের পছন্দ।

কংগ্রেস নেতারা মুখে ধর্মনিরেপক্ষতার কথা বলেন। কিন্তু এটা বলতে তাঁরা কী বোঝান, সেটা সাধারণ মানুষ বোঝে না। এমনকি নিজেরাও বোঝেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের কথায়, ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুল্যারিজমকে তাঁরা পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সব ধর্মের সমান অধিকার। খুব ভালো কথা। কিন্তু যা মুখে বলেন, তা তাঁরা বিশ্বাস করেন? আদৌ না।

'বিতর্কিত' বাবরি মসজিদের কথায়ই আসি। একে বিতর্কিত করেছে কে? কংগ্রেস। ভারতের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে মসজিদের ভেতরে রামলালার মূর্তি রেখে একে বিতর্কিত করে তোলা হয়। উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কংগ্রেসের বিরাট নেতা, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম সেনানি হয়েও এই মসজিদে তালা লাগিয়ে দেন। এবং স্থায়ীভাবে এর গায়ে বিতর্কিত স্থানের লেবেল সেঁটে দিলেন। অথচ তার আগের দিনও সেখানে নামাজ হয়েছে। এত কথার বলার মূল উদ্দেশ্য হলো, ৭৫ বছর আগে বিষয়টি বিতর্কিত করে তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুও কিছু করতে পারেননি এর বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে, ভারতে নিষিদ্ধ ছিল হিন্দু মহাসভা। এই প্রতিষ্ঠানই এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএস নামে অধিক পরিচিত। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির আদর্শ-নির্ধারণী সংগঠন হলো আরএসএস।

এই বিতর্কের মধ্যে ফৈজাবাদের জেলা আদালতে পূজা করার অধিকার চেয়ে মামলা করেন মহন্ত রঘুবীর দাস। মামলা চলতে থাকে দশকের পর দশক। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের আনুকুল্যে মসজিদের তালা খোলার অনুমতি দেয় আদালত। রাজীব অযোধ্যা সফর করে 'মাচান বাবা'র পদধুলি নিয়ে নিজেকে অনেক বেশি হিন্দু প্রমাণে মরিয়া চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর ওই সিদ্ধান্তই বুমেরাং হয়ে আসে। এরপর বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনায় নামে আরএসএস। আর ১৯৯০ সালে তা বাস্তবায়ন করেন বিজেপির তৎকালিন সভাপতি লালকৃষ্ণ আদভানি। তিনি কলিকালের রাম সেজে আধুনিক গাড়িকে রথে পরিণত করে ভারতজুড়ে রথযাত্রা শুরু করেন। সেই রথের চাকা আটকে দেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। গ্রেপ্তার হন আদভানি।

আর এর পরে বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির সংক্রান্ত মামলা চলে যায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কাছে। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের স্থানে করসেবার অনুমতি চায় বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। উত্তর প্রদেশের তৎকালীন বিজেপি সরকার এর অনুমতি দেয়। কিন্তু এজন্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মুচলেকা দিতে হয় যে, কেউ বাবরি মসজিদের কাঠামোর ধারে-কাছে যেতে পারবে না। একই মুচলেকা আদালতকে দিতে হয় ভারতে সরকারকেও। তখন ভারতের শাসন ক্ষমতায় পিভি নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস জোট সরকার। কিন্তু কেউই সেদিন মুচলেকায় দেয়া কথা রাখেনি। সবার চোখের সামনে বাবরি মসজিদের গম্বুজ একে একে ভেঙে ফেলে উন্মত্ত করসেবকেরা। সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া মেলেনি। এমনকি মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভেঙে যাওয়া মসজিদটির কাঠামো আগের অবস্থায় ফেরত আনার সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শও কানে তোলেনি কংগ্রেস সরকার। ভাবখানা ছিল, ল্যাটা চুকে গেছে। আর কোনো ঝামেলা নেই। এবার বিজেপি মরুক গিয়ে! কিন্তু তাদের হিসেব যে কতটা ভুল ছিল, উত্তর ভারতে বিজেপির রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা তার প্রমাণ।

এবার দেখা যাক, বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির সংক্রান্ত মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তরুণ গগৈর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের রায়। এই বিষয়ে মামলা ছিল একাধিক। একটা ছিল সেখানকার বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির মালিকানা আসলে কার? মহন্ত রঘুবীর দাশের না সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের? দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, মসজিদ কাঠামো ধ্বংসের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার কোনো প্রতিফলন ছিল না। বলা হলো, ওই ২.৭৭ একর জমি রাম জন্মভূমি ট্রাস্টকে দেওয়া হোক। সেখানে সরকারি উদ্যোগ ও অর্থে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি বেশ কিছু দূরে অযোধ্যার ভেতরে সুন্নি ওয়াকাফ বোর্ডকে জমি ও অর্থ দিতে হবে। যাতে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে।

এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন লিখেছিলেন, 'এই রায়টা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো, সবটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেই আদালত একটা রায় দিলে তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

তিনি লিখেছিলেন, '৪০০-৫০০ বছর ধরে একটা মসজিদ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই মসজিদকে আজ থেকে ২৭ বছর আগে ভেঙে দেওয়া হলো বর্বরদের মতো আক্রমণ চালিয়ে। আর আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলল, ওখানে এবার মন্দির হবে। ...সাংবিধানিক নৈতিকতা বলে তো একটা বিষয় রয়েছে! এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যাতে দেশের সংবিধানের উপর থেকে কারও ভরসা উঠে যায়।'

অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন। মন্দির বা মসজিদ নিয়ে টুঁ শব্দটিও করলেন না। দলটির তৎকালীন মুখপাত্র রণদীপ সূর্যওয়ালাকে বলেছিলেন, 'যুগে যুগে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্য আমাদের সমাজকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, তা পুনরায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের।' ভাবখানা এমন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিরাট একটা ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া গেছে। তবে এ নিয়ে কংগ্রেসের শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থান হিন্দু বা মুসলমান কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এ বিষয়টি ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখর গুপ্ত বেশ ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন, যে কংগ্রেস তালা ঝুলিয়ে বাবরি মসজিদ বিতর্কের সূত্রপাত করল; আবার তালা খুলে বিতর্ক উসকে দিল; কংগ্রেসের আমলে বাবরি মসজিদের কাঠামো ধ্বংস হলো, কংগ্রেস মন্দির নির্মাণে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল - এই কংগ্রেসই এখন আরএসএস-বিজেপির অনুষ্ঠানের অভিযোগ তুলে রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

এসব কথা উঠে আসছে কারণ ২০২৪-এর এপ্রিল-মে মাসে ভারতে লোকসভা নির্বাচন। সেখানে এবার অবশ্যই রাম মন্দিরকে ইস্যু করবে বিজেপি। গোটা ভারত নয়, শুধু উত্তর ভারতে যদি বিজেপিকে রুখে দিতে হয় তাহলে অবশ্যই কংগ্রেসের জন্য এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মন জয় করা জরুরি। না হলে রামও থাকবে, অযোধ্যাও থাকবে, বিজেপিও থাকবে, কিন্তু কংগ্রেস থাকবে না।

আদর্শ নেতার আবশ্যক ১০ গুণ

ধর্ম

ড. এ এন এম মাসউদুর রহমান

আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজাহানের মালিক। তিনি এর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে। তাই মানুষকে 'খলিফা' বা প্রতিনিধি বলা হয়। আর জনপ্রতিনিধিকে বলা হয় 'খলিফাতুন নাস'। পরিবার, সমাজ, গ্রাম-মহল্লা, রাষ্ট্র—প্রতিটি স্তরেই যিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে তাদেরই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তিনিই জনপ্রতিনিধি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন।' (সুরা ফাতির: ৩৯)। জনপ্রতিনিধি সম্মান ও মর্যাদার পদ। এই পদের দায়-দায়িত্ব গুরুগম্ভীর হওয়ায় যে কেউ এর যোগ্য হতে পারে না। বরং জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরা হলো:

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: জনপ্রতিনিধি প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান হওয়া আবশ্যক। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল নেতৃত্বের যোগ্য হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম।' (সুরা নিসা: ৫)। মহানবী (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়।' (নাসায়ি)

সুস্থ হওয়া: শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হওয়া নেতা হওয়ার অন্যতম শর্ত। কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ। যেমন অন্ধ, বধির, বোবা ব্যক্তি জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।' (সুরা বাকারা: ২৪৭)

যোগ্য হওয়া: রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব উত্তমভাবে পালনের যোগ্য হওয়া জনপ্রতিনিধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনের জন্য জনপ্রতিনিধির স্বভাবগত যোগ্যতা একান্ত অপরিহার্য। আলী (রা.) বলেন, 'মানুষের নেতৃত্বদানের অধিকারী হবে সে, যে তাদের সবার তুলনায় অধিক দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী হবে।' সায়িদ হাভি বলেন, 'জনপ্রতিনিধির জন্য শর্ত হলো, তাকে অবশ্যই জনগণের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হতে হবে।' (আল-ইসলাম: ২ / ১৪৮)

ন্যায়পরায়ণ হওয়া: জনপ্রতিনিধিকে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। অন্যথায় সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। ন্যায়বিচার একটি মানসিক অবস্থাবিশেষ, তা জনপ্রতিনিধিকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে যেমন দূরে রাখে, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা, প্রতারণা ও নির্যাতনমূলক কার্যক্রম থেকেও পবিত্র থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

আইনে পারদর্শী হওয়া: জনপ্রতিনিধিকে রাষ্ট্রের আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। ইসলামি রাষ্ট্র হলে আল্লাহর আইন সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। সমাজের অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের মতো জনপ্রতিনিধিও সমভাবে আইনের আওতায় থাকবেন। (অভিযুক্ত হলে তাঁকে বিচারের আওতায় আনার সুযোগ থাকতে হবে। ইসলামে জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা ও কার্যাবলি লাগামবদ্ধ করা হয়েছে।) সায়িদ হাভি বলেন, 'রাষ্ট্রের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সর্বপ্রথম আবশ্যক। কেননা, তিনি তাঁর রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করে থাকেন।' (আল-ইসলাম: ২/ ১৪৮)।

জন্মসূত্রের পবিত্রতা: জনপ্রতিনিধিকে অবশ্যই জন্মসূত্রে পবিত্র হতে হবে। ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য এমন শর্তারোপ করা হয়েছে। ব্যভিচারপ্রসূত ব্যক্তিকে যদি রাষ্ট্রের উচ্চতর আসনে বসানো হয়, তাহলে তা গোটা জাতির জন্য কলঙ্কের বিষয়। ফলে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়।

মানবিক হওয়া: জনপ্রতিনিধিকে অবশ্যই উন্নতমানের মানবিক ও ইসলামি চারিত্রিক গুণে ভূষিত হতে হবে। কোরআন মজিদে এই গুণসমূহের সমন্বিত গুণ তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।' (সুরা হুজুরাত: ১৩)

অর্থ-পদের মোহ না থাকা: জনপ্রতিনিধি জনগণের রায়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। তিনি ওই পদ পাওয়ার জন্য কারও দ্বারস্থ হবেন না অথবা পদের মোহে অর্থ খরচ করবেন না। এমন করলে তা তার অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। এমনকি তিনি যখন জনগণের রায়ে নির্বাচিত হবেন, তখনো আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছ থাকবেন এবং অনিয়ম করবেন না, যার দ্বারা অর্থ আত্মসাৎ বা এ-জাতীয় কোনো দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আদর্শিক হওয়া: জনপ্রতিনিধি জনগণের উদ্দেশ্যে যা কিছু বলবেন, তা অবশ্যই ব্যক্তিগত জীবনে পালন করবেন। যদি তাঁর কথা ও কাজে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে তিনি সমাজে মূল্যহীন হয়ে পড়বেন। ফলে তাঁর কথা কারও ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদের বেলায় ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। তোমরা কি বোঝো না?' (সুরা বাকারা: ৪৪)। তিনি আরও বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তা কেন বলো, যা তোমরা নিজেরা করো না? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে বড়ই ক্রোধের বিষয়।' (সুরা সফ: ২-৩)

আল্লাহর ওপর ভরসা করা: জনপ্রতিনিধিকে অবশ্যই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। কেননা, আল্লাহ ছাড়া কারও ওপর ভরসা করা তাঁর জন্য সমীচীন নয়। কাজে-কর্মে আল্লাহর ওপর ভরসা ও তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করবেন। আল্লাহ বলেন, 'এরপর (সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর) যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে।' (সুরা আল ইমরান: ১৫৯)

রাম মন্দির উদ্বোধন যতটা ধর্মের তারচেয়ে বেশী রাজনীতির

পার্থ সারথী দেব

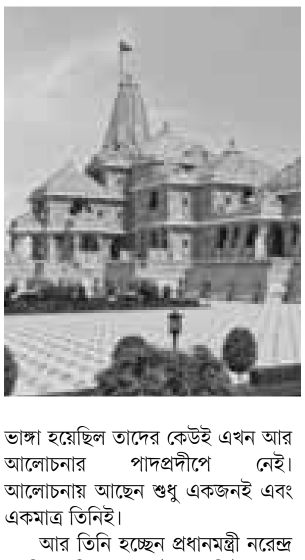

আগামী ২২ জানুয়ারী অযোধ্যায় বিতর্কিত রাম মন্দির এর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এ দিনই গর্ভগৃহে রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে খবরে প্রকাশ। এ নিয়ে বিজেপি এবং বিজেপি পন্থী পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও মন্দিরের কাজ এখনো শেষ হয়নি। মন্দির পুরোপুরি তৈরি হতে এখনো আরো দুই বছর লাগবে।

ভারতেরর চার শঙ্করাচার্যের কেউই ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা যাবেন না। কারণ, তাঁরা মনে করছেন ওই দিন অযোধ্যায় যা হতে চলেছে, তা সনাতন ধর্মবিরোধী। পুরী গোবর্ধনপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, তিনি অযোধ্যার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না। উত্তরাখন্ডের জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী জানান, দেশের চার পীঠের চার শঙ্করাচার্যই ঠিক করেছেন ওই অনুষ্ঠানে না যাওয়ার। হরিদ্বারে তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় সনাতন ধর্মের লঙ্ঘন হতে চলেছে। চার শঙ্করাচার্যের কেউই সেখানে উপস্থিত থাকবেন না। তিনি বলেন, মন্দির তৈরি হওয়ার পরই বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অযোধ্যায় মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ রাম মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। এটা সনাতন ধর্মবিরোধী কাজ।

এদিকে এই উদ্বোধনী অনুষ্টানে যাচ্ছেন না কংগ্রেস দলের নেতারা। কারণ তাদের আমলেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। তাই তারা আর পাপের ভাগীদার হতে চান না। চান না ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের গায়ে আরো আচর লাগুক। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যাদের নেতৃত্বে অর্থাৎ লালকৃষ্ণ আদভানী, মুরলি মনোহর জোশী, উমা ভারতীসহ বিজেপির যে নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছিল তাদের কেউই এখন আর আলোচনার পাদপ্রদীপে নেই। আলোচনায় আছেন শুধু একজনই এবং একমাত্র তিনিই।

আর তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দিরের গর্ভগৃহে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন মোদী। ইতিমধ্যেই তিনি ব্রত পালন শুরু করেছেন, মানুষের মূলত ভোটারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি প্রায় প্রতি দিনই এই মন্দির নিয়ে কিছু বলছেন নয়তো করছেন। কারণ সামনে লোকসভা নির্বাচন। বিজেপির ভোটারদের প্রতি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল রাম মন্দির নির্মাণ। রাম মন্দিরকে বিজেপি তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করে চলেছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন বিজেপির রাজনৈতিক কার্যক্রমের একটি অংশ। রাম মন্দিরের দীর্ঘ আন্দোলনের রথে গেরুয়া শিবিরের অনেকেই ছিলেন। ছিলেন না মোদি। সেসময় সবচেয়ে বেশী যে নামটি উচ্চারিত হয়েছিল তিনি হচ্ছেন লাল কৃষ্ণ আদভানী কিন্তু এই বর্তমান সময়ে তার নাম তেমন উচ্চারিত হচ্ছে না যদিও তার দেখানো পথেই হাটছে বিজেপি। বিজেপির প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আজ কোণঠাসা। সব আলো যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে মোদীকে কেন্দ্র করে, তিনিই আলোকিত হবেন রাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতব্য রামলালার মূর্তির আলোয়।

এ মন্দিরের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি খেলে চলছে রাজনীতির বিভিন্ন ছক। তার একটি হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের প্রতিটি বুথে রাম মন্দিরের আবেগ পৌঁছে দেয়া। গেরুয়া শিবির থেকে প্রতিটি বুথ থেকে একজন করে রাম মন্দিরে নেয়া হবে। ফেরত ওই ব্যক্তি রাম মন্দিরের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে মন্দির সংক্রান্ত প্রচার ও ভোটের প্রচার করবে।

বাবরি মসজিদ রাম জন্মভূমি মামলায় মুসলিম পক্ষের প্রধান মামলাকারীদের একজন ইকবাল আনসারি, তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্টানে উপস্থিত থাকার জন্য। অর্থাত বিজিপি সব কার্ডই খেলছে।

এদিকে বহুত্ববাদী, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার দেশ ভারতে ধর্মকে রাজনীতিকরনের যে ঘৃণ্য চর্চা বিজেপি শুরু করেছে তার প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ, সমাবেশ, বিক্ষোভ অনুষ্টিত হচ্ছে। ভারতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতার বিশিষ্টজনেরা।

মন্দির উদ্বোধনের দিন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও সভা করবেন বলে জানান উদ্যাক্তারা। বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীরা গতকাল সোমবার সাংবাদিকদের জানান, তারা আগামী ২০ জানুয়ারী রানুছায়া মঞ্চে সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার্থে সরব হবেন। গতকাল সোমবার ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনের পক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা বলেন, 'বর্তমানে দেশের অবস্থা জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ'। অভিনেতা কৌশিক সেন বলেন, "বিজেপি ভারতের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক"।

ভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের যে ভয়ংকর খেলা শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় ভবিতব্যই জানে তবে তা যে কারোর জন্যই শুভ নয় তা বলাই বাহুল্য।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আওয়ামী লীগের জয় কেন ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

প্রধানমন্ত্রী কোনো নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করেন না : কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাবে আওয়ামী লীগ সরকার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতির পরোয়া করেন না।'

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আজ শনিবার দুপুরে নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ আছে। নির্বাচনের ইশতেহার বাস্তবায়নেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। কারণ, তারা (বিএনপি) পিছু হটেনি। তারা (বিএনপি) আজকে নতুন করে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। এ সরকার যাতে থাকতে না পারে, এ জন্য তারা (বিএনপি) বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে, আর কবে কম্বোডিয়ার মতো একটা নিষেধাজ্ঞা এখানে আসে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, তিনি কোনো নিষেধাজ্ঞা, কোনো ভিসা নীতির পরোয়া করেন না।'

বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর সরকারবিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'রাজনীতি চলবে, তবে আমরা বিরোধী দলকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে চাই। তবে রাজনীতিতে যদি কেউ সন্ত্রাস, সংঘাত, সহিংসতা উপাদান যুক্ত করে, তবে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে লাভ নাই। তারা গর্জন করবে বন্দুক নিয়ে, আর আমরা জুঁই ফুলের গান গাইব—এটা তো হবে না।'

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিতদের অভিনন্দন

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২০২৪-এ সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় এডভোকেট অশোক পুরকায়স্থ, সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম ইয়াহ-ইয়া চৌধুরী (সুহেল) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি জনাব তাহমিন আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব ফালাহ উদ্দিন আলী আহমদ ও সহ সভাপতি জনাব মোঃ আতিক হোসেন আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানিয়েছেন। চেম্বার নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন- নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্বশীল নেতৃত্বে সংগঠনটির কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আসবে এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের আইনী সেবা প্রদানে সংগঠনটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বিবিসির বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারত কী অবস্থান নেয়, সেদিকে নজর ছিল সবারই। নভেম্বর মাসে ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের সচিব যেদিন ঘোষণা করে দিলেন, দিল্লিতে এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সচিবদের সামনে নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেছে যে বাংলাদেশের মানুষই স্থির করবে নির্বাচন কিভাবে হবে। তখনই ভারতের অবস্থানটা বোঝা গিয়েছিল যে তারা তাদের চিরাচরিত মিত্রের পেছনেই দাঁড়াচ্ছে।

তাই আওয়ামী লীগ বিপুল আসনে জয়ী হওয়ার পরে প্রথম যে কয়েকজন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের ফোন আসবে ঢাকায়, তাদের মধ্যে যে নরেন্দ্র মোদির নাম থাকবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার পরে মোদি তার এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানালাম।'

বাংলাদেশের সাথে চলমান অংশীদারিত্ব আরো দৃঢ় করার বার্তাও দিয়েছেন মোদি।

বাংলাদেশে স্থিতিশীল সরকার চায় ভারত বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে সবসময়েই ভারত স্বস্তিতে থাকে। ভারত আর আওয়ামী লীগের মধ্যে সুসম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিকভাবে থেকেছে, তেমনই শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার গত দেড় দশকে তা আরো দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বিনা সিক্রি বলছিলেন, 'দু'দেশের সম্পর্কের মধ্যে যদি একটা ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে অংশীদারিত্ব জোরদার হয়। আর ভারত সবসময়েই চাইবে যে প্রতিবেশী দেশগুলোতে একটা স্থিতিশীল সরকার থাকুক। এর ফলে কূটনৈতিক সম্পর্ক বলুন বা বাণিজ্য অথবা যৌথ প্রকল্পগুলো- সবক্ষেত্রেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। শেখ হাসিনা আবারো জিতে আসাটা দু'দেশই লাভবান হবে, এমন অনেকগুলো যৌথ প্রকল্প তো চলছে, তাই ভারতের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

সেই বার্তাটাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিয়েছেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেই।

বিনা সিক্রির কথায়, নির্বাচনের এই ফলাফল ভারতের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বড় বিষয় হলো যে 'বাংলাদেশের মানুষই তো ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারো ফিরিয়ে এনেছেন।'

এই প্রসঙ্গে তার কাছে যখন জানতে চাওয়া হয় যে ভোটদানের হার তো বেশ কমই ছিল। বিনা সিক্রি বলেন, 'বাংলাদেশে যে বিপুল হারে ভোট পড়েছে তা বলব না। কিন্তু বহু দেশেই এরকম অথবা আরো কম হারে ভোট পড়ে থাকে। তাই এটা অস্বাভাবিক কিছু বলে আমি মনে করি না।'

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ

ভারতের উত্তর-পূর্বের বেশিরভাগ রাজ্যের সাথেই বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এই অঞ্চলে একসময়ে আসামের আলফা বা ত্রিপুরার সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মতো অনেক সংগঠনই বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল বলে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করত, কিন্তু বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকার তা মানতে চাইত না।

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২০০৭ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতের ১১২ জন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা-নেত্রীর একটি তালিকা তুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের হাতে, যারা ওই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। আরেকটি পৃথক তালিকা দেয়া হয়েছিল বিএসএফের পক্ষ থেকে, যেখানে ১৭২টি শিবিরের উল্লেখ ছিল, যেগুলো উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো পরিচালনা করে বলে বিএসএফ দাবি করেছিল।

আবার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুরনো শিবিরগুলোতে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা (আইএসআই) যাতায়াত করছে আর তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন একটি তালিকাও বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছিল বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা। তিনি বলেছিলেন, নির্দিষ্ট কোঅর্ডিনেট দিয়ে বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দলকে জানানো হয়েছে যে কোথায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে গুপ্তচর নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে আইএসআই।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন, আগে ভারতের পক্ষ থেকে বার বার এই বিষয়গুলো তোলা হলেও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

ভারতের এলিট কম্যান্ডো বাহিনীর (এনএসজি) অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক দিপাঞ্জন চক্রবর্তি বলছিলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আর উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর যেসব তৎপরতা একসময়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে চলত, সেসব তো শেখ হাসিনা বন্ধ করেছিলেনই, আর সেই অবস্থাটা বজায় রাখার জন্য শেখ হাসিনার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা খুবই জরুরি ছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'এছাড়াও নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে ভারতে, সেটা বন্ধ করতে হলেও শেখ হাসিনার সহযোগিতা প্রয়োজন ভারতের। তাই তার নির্বাচনে জিতে ফিরে আসাটা ভারতকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা স্বস্তি দিয়েছে।'

বিএনপি-ছাড়া নির্বাচন

ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বিনা সিক্রি বলছিলেন, বাংলাদেশের দ্বাদশ নির্বাচনে যে সব থেকে বড় বিরোধী দল বিএনপি যোগদান করেনি, সেটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এর জন্য নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না।

তার কথায়, 'একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে কোনো দল অংশ নেবে কি-না সেটা সম্পূর্ণভাবেই তাদের সিদ্ধান্ত। যদিও আমি মনে করি, নির্বাচনে সবদলেরই অংশ নেয়া উচিত। কিন্তু বিএনপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যোগ দেবে না, যতক্ষণ শেখ হাসিনা সরকারে থাকবেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিই তো বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। যে বিষয়টা বাংলাদেশের সংবিধানেই নেই, সেটা কী করে কেউ দাবি করতে পারে?'

তিনি বলেন, 'তবে বিএনপি নির্বাচন বয়কট করলেও তাদের দলের ৩০ জনের মতো নেতা তো প্রার্থী হয়েছিলেন! আসলে আমার মনে হয় বেগম খালেদা জিয়া খুবই অসুস্থ, তারেক রহমানও বাইরে থাকেন। তাই দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোভাব ঠিক কতটা ধরতে পেরেছিলেন, সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

চীন প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের নির্বাচন

দ্বি-পক্ষীয় প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিতে বা দ্বি-পক্ষীয় সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিকতা থাকা যেমন দরকার ভারতের স্বার্থেই দরকার, তেমনই ভারত আর বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্ককে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট থেকেও বিচার করা দরকার বলে মনে করছেন ভারতীয় বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস এক প্রতিবেদনে লিখেছে, '২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দুই হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে সব থেকে বড় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকারী হিসেবে উঠে এসেছে বেইজিং। চীনা ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ তাদের বড় বড় বেশ কয়েকটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। এছাড়াও কয়েক ডজন মহাসড়ক, ২১টি সেতু আর ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চীন জড়িত রয়েছে।'

বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তাও দিয়ে থাকে চীন। কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরী বলছিলেন, 'সম্প্রতি বাংলাদেশে যেভাবে চীনের উপস্থিতি বেড়েছে, যেভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এসেছে বাংলাদেশে, সেদিক থেকে দেখলে চীন সেখানে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। চতুর্থবার ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে চীনা সহায়তাকে ঘিরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভারত কতটা তার মোকাবিলা করতে পারে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

বাংলাদেশকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ দরকার

নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মধ্যে একটা ভারতবিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে খোলাখুলিই লিখেছে যে ভারতের ইচ্ছা বলেই নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থান নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছেন শেখ হাসিনা।

অবশ্য এই ক্ষোভ এবারের নির্বাচনের আগে যে নতুন করে দেখা যাচ্ছে, তা নয়। বিগত নির্বাচনগুলোর আগে-পরে, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একাংশের মানুষকে বিষোদ্গার করতে দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরী বলছেন, কোনো দেশের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের একাংশের ক্ষোভ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, 'ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে নানা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেগুলো সময় মতো যদি রক্ষিত না হয়, তা হলে জটিলতা তো দেখা দেবেই। বাংলাদেশের মানুষের মনে তখনই প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে ভারত-বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কের ফলে তারা কতটা লাভবান হলেন বা হতে পারেন। এই প্রশ্নও তাদের মনে ওঠা স্বাভাবিক।

সূত্র : বিবিসি

সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন হয়েছে

চার মার্কিন সিনেটরের বিবৃতি

নিউজ ডেস্ক

চার মার্কিন সিনেটর মনে করছেন বাংলাদেশের নির্বাচনে কয়েক লাখ মানুষের শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকলেও সহিংসতা এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে নির্বাচন এবং নির্বাচন–পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাঁরা দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেছেন নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের অংশ না নেওয়ার বিষয়টিকে।

মার্কিন সিনেটের সংখ্যারে গরিষ্ঠ দলের হুইপ ডিক ডারবিন, মার্কিন সিনেটর জেফ মার্কলি, টিম কেইন এবং পিটার ওয়েলচ এক বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করেছেন। ১০ জানুয়ারী বুধবার ডিক ডারবিনের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সদস্য এবং নাগরিক সমাজের কর্মীরা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাঁদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা নির্বাচন-পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করেছে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার বন্ধ করে গণতন্ত্রের সুরক্ষা নিশ্চিতের অঙ্গীকার পূরণ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিবৃতিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মার্কিন সিনেটরেরা অর্থপূর্ণ সংলাপে বসার জন্য সব দলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা সব দলকে উদ্বুদ্ধ করছি, তারা যেন অর্থপূর্ণ সংলাপে বসে, সহিংসতা পরিহারের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনে।'

নির্বাচন–পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার চর্চার স্থানগুলোকে সুরক্ষিত রাখার ওপর বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

টাকার সরবরাহ কমানোকে গুরুত্বারোপ

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

ঢাকা ডেস্ক

আসন্ন মুদ্রানীতিতে টাকার সরবরাহ কমানোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে। এ জন্য আর টাকার জোগান কমাতে ঋণের সুদহার বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য ট্রেজারি বন্ড বিলের সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সুদের হার বাড়লে ঋণ কমবে। এতে বিনিয়োগে টান পড়বে। অপর দিকে উৎপাদন বাড়াতে কৃষি, সিএসএমই ও অর্থায়ন স্কিমের সুদের হারে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, দেশের উচ্চ মূল্যস্ফীতির নেপথ্যে ডলার-সংকট গুরুত্বপূর্ণ। ডলারের রেট বাজারভিত্তিক করতে ক্রলিং পেগ (নিয়ন্ত্রিত হলে পরিবর্তনশীল) পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। রেমিট্যান্স বাড়াতে থাকছে উদ্যোগ। পাশাপাশি পণ্যের মূল্য কমাতে মনিটরিং সেল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে; যা ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডে অনুমোদন পেতে যাচ্ছে। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ১৫ জানুয়ারি মনিটরি পলিসি স্টেটমেন্ট বা মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে পারেন।

দেশের আর্থিক খাতের প্রধান সমস্যা এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ডলার-সংকট ও স্থানীয় মুদ্রার সংকট, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা। এসব সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। তবে সরকার ঘোষিত জিডিপি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের (জানুয়ারি-জুন) জন্য একই থাকছে।

নানা কারণে পুরোপুরি তদারকি করতেও চাপে পড়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। বছরে দুবার মুদ্রানীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী সপ্তাহে ৬ মাসের (জানুয়ারি-জুন) জন্য নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণার প্রস্তুতিও ছিল। এ বিষয়ে কাল শনিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, মুদ্রানীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে নতুন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নতুন বছরের প্রথম ৬ মাসের মুদ্রানীতিতেও নীতি সুদহার আরও বাড়িয়ে টাকার অবমূল্যায়ন কমানো হবে। এতে সুদহার বেড়ে মূল্যস্ফীতি কমে আসে। আর বাকি নীতি চলবে আগের মতোই।

মুদ্রানীতি চূড়ান্ত করার আগে আগামীকাল মুদ্রানীতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন মুদ্রানীতি কমিটিতে গভর্নর, অর্থনীতিবিদ সাদিক আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক বিনায়ক সেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান মাসুদা ইয়াসমীন রয়েছেন।

আগামী জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য আছে। যদিও গত নভেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯

বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের বৈঠক মুলতবি

ঢাকা অফিস

নির্বাচনের পর গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বিএনপির প্রথম বৈঠক দেড় ঘণ্টা চলার পর মুলতবি করা হয়েছে। পরবর্তী করণীয় নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে না পারার কারণেই বৈঠক মুলতবি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মিডিয়া ছেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৈঠকের তথ্য জানিয়েছেন।

বৈঠক সূত্র বলছে, নির্বাচন পরে চলমান আন্দোলন নিয়ে বৈঠকে বসে দুপক্ষ। সেখানে আন্দোলনে বিগত সময়ের ভুল ভ্রান্তিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। দেড় ঘণ্টা আলোচনার পরও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি তাঁরা। এ অবস্থায় বৈঠকটি মুলতবি করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক নেতা আজকের পত্রিকাকে বলেন, গণতন্ত্র মঞ্চ এবং বিএনপি উভয় পক্ষই মনে করছে, চলমান আন্দোলনের ভুল ভ্রান্তিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও পর্যালোচনা দরকার। এ অবস্থায় দুপক্ষই নিজেদের এবং সামষ্টিক ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করার বিষয়ে একমত হয়। এ কারণেই বৈঠক মুলতবি করা হয়েছে। দুই পক্ষের পর্যালোচনা শেষে আবারও বৈঠক হবে। সেখানে আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান ও নজরুল ইসলাম খান অংশ নেন। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মধ্যে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদউদ্দিন মাহমুদ স্বপন, গণ সংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি প্রমুখ বৈঠকে অংশ নেন।

পাসপোর্টের সুচকে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে

ঢাকা ডেস্ক

এ বছর বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে । শক্তিশালী পাসপোর্টের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৯৭তম।

২০২৩ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৮তম। এবারের তালিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে একই অবস্থানে আছে উত্তর কোরিয়াও।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স প্রকাশিত সূচকে এসব তথ্য জানা গেছে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ওয়েবসাইটে সূচকটি প্রকাশ করা হয়েছে।

সূচকে প্রকাশ করা তথ্য বলছে, এখন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৪২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। গত বছর বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারতেন। ওই সময় সূচকে বাংলাদেশের সঙ্গে একই অবস্থানে ছিল লিবিয়া ও উত্তর কোরিয়া।

এ বছরের সূচকে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট ছয়টি দেশের। দেশগুলো হলো ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সিঙ্গাপুর ও স্পেন। দেশগুলোর পাসপোর্টধারীরা ১৯৪টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। গত বছরের সূচকে এককভাবে শীর্ষে ছিল সিঙ্গাপুর।

গত বছরের সূচকে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল জাপান। এবারের সূচকে ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইডেন এই অবস্থানে আছে। এসব দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৯৩টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।

ইউএস বাংলা অনলাইন প্রেস ক্লাবের অভিষেক সম্পন্ন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকার অনলাইন গণমাধ্যম কর্মীদের সংগঠন ইউএস বাংলা অনলাইন প্রেস ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ১২ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রংকসের বাংলাবাজারের নিরব রেষ্টুরেন্টের পার্টি হলে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএস বাংলা অনলাইন প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা এবং সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কলামিষট এবিএম সালেহ উদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন সাপ্তাহিক আজকালের সহযোগী সম্পাদক, এনওয়াইকাগজডটকম সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আজাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এম রহমান টিটু, বিহংগ প্রিন্টিং এর পরিচালক মামুন রশীদসহ আরো অনেকে।

শুরুতে আয়োজক কমিটির আহবায়ক প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার রিপোর্টার ও প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ শফিকুর রহমান অনুষ্ঠান শুরু করেন । শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ও ইউএসবাংলাদেশ২৪ ডট কমের তৌহিদ সজীব। তারপর নব নির্বাচিত সভাপতি, বাংলানিউজইউএসডটকম, সাপ্তাহিক সুসময় ও মাসিক মদিনা ইউএসএ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মাহফুজ আদনান কে পরিচয় এবননহ সভা পরিচালনার দায়িত্বভার দেয়া হয়। সভাপতি মাহফুজ আদনান উপস্থিত অতিথিদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানান। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলানিউজইউএসডটকম ডেপুটি এডিটর, গ্লোবালভিউ২৪ এর প্রাক্তন সম্পাদক ও ক্লাব সহসভাপতি কবি মাছুম আহমদ । মাছুম আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, ২০১৬-২০১৭ সাল থেকে আমরা কমিটি ছাড়া ২০২০ সাল পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। পরে ২০২০ সাল থেকে এই নিয়ে পরপর ৩য় মেয়াদে ২০২৪-২০২৫ সালের কমিটি গঠন হল। এর মধ্যে আমরা করোনা সময়ে বেশ কয়েকবার হ্যানড স্যানিটাইজার, মাসক বিতরণসহ, সভা সেমিনার, পিকনিক এর আয়োজন করি। তিনি তার বক্তব্যে কমিটির সবার পরিচয় তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, প্রতিকুল পরিস্থিতিতে একতা, সততা ও সমাজসেবার ইচ্ছা নিয়ে যেভাবে এই সংগঠন চলছে সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কবি ও সাংবাদিক এবিএম সালাউদ্দিন বলেন, যা সত্য ও যা প্রচার করলে সমাজের, দেশের জন্য ভালো তা প্রচার করাই হোক সাংবাদিকদের কাজ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগঠনের উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন সংগঠনের সুচনা লগ্ন থেকে চলমান কর্মসুচির উপর সন্তুষ্ট প্রকাশ করে বলেন, আমার জানামতে এটি আমেরিকার প্রথম অনলাইন প্রেস ক্লাব।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

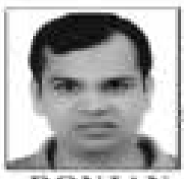
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নারীসহ বাংলাদেশি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র গ্রেফতার!

নিউইয়র্কের কুইনস

১১ জানুয়ারি আদালতে এসব লোকজনের নামে অভিযোগ গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ছয় বাংলাদেশি সদস্যকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলাদেশি পরিচয় না দিয়ে আদালতে এসব লোকজনকে একই কমিউনিটির লোকজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ, মারধর ও যৌন নীপিড়ণের অভিযোগ আনা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী আদালতে দায়ের করা প্রতিবেদনে বলেছেন, এদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিচারে এসব লোকজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে।

ব্রুকলিনের ইস্টার্ন ডিসট্রিক্ট আদালতে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্তরা হচ্ছেন রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আবু চৌধুরী, আনজু খান, সুলতানা রাজিয়া ও ইফফাত লুবনা। এদের মধ্যে আবু চৌধুরী ও লুবনা স্বামী-স্ত্রী।

১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার আদালতে এসব লোকজনের নামে অভিযোগ গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, এক ব্যক্তিকে অপহরণ ও অপহরণের ষড়যন্ত্রের একটি অভিযোগ রয়েছে এদের ছয় জনের বিরুদ্ধেই। আর আবু চৌধুরী ও তার স্ত্রী লুবনার বিরুদ্ধে পৃথক একটি অভিযোগ রয়েছে অপহরণের।

ওই অপহরণের ঘটনায় এই দম্পতি আগেই দোষী সাব্যস্ত ছিলেন। বাংলাদেশি কমিউনিটিরই অপর ব্যক্তিকে তারা অপহরণ করেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা অপহৃত ব্যক্তিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ও যৌন নিপীড়ণ করে।

ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্কের রাষ্ট্রীয় কৌসুলি ব্রেয়ন পিস বলেছেন, একই কমিউনিটির মানুষের মধ্যে এই জঘন্য অপরাধ পরিচালিত হয়েছে এবং একটির পর একটি অঘটন ঘটিয়েছে চক্রটি। প্রথম অপহরণের ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ। সেদিন রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আবু চৌধুরী, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়া একযোগে ষড়যন্ত্র করে ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে অপহরণ করেন। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৮১ স্ট্রিটের কাছ থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। আবু চৌধুরী এসময় অপহৃত ব্যক্তিকে জোরপূর্বক একটি হোন্ডা এসইউভি গাড়িতে তুলে নেন এবং বেদম মারধর করতে থাকেন। এসময় তার স্ত্রী গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছিলেন। পরে গাড়ি থেকে নামিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উলঙ্গ করে তা ক্যামেরায় ধারণ করেন তারা। রুবেল, শাহেদ, আনজু ও রাজিয়ার সঙ্গে তাদের ফোনে যোগাযোগ হচ্ছিলো। অপহৃতকে তারা মারধর করেন ও হত্যার হুমকিও দেন। এমনকি পানি পান করতে চাইলে অপহৃতকে তারা তার মধ্যে চেতনানাশক মিশিয়ে দেন। এতে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পরের দিন স্থানীয় একটি হাসপাতালে তার ঘুম ভাঙ্গে।

ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্টে গত বৃহস্পতিবার বিবাদী পক্ষের আইনজীবি সারাহ স্যাকস সুলতানা রাজিয়ার হয়ে আদালতে শুনানি করেন। তিনি দাবি করেন অপহৃত ওই ব্যক্তির হাতে তার মক্কেল গত ৫ বছর ধরে হয়রানির শিকার হয়ে আসছেন। আর সে কারণে আত্মরক্ষায় রাজিয়া এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলেই যুক্তি তুলে ধরেন আইনজীবি। তার দাবি অপহৃত ব্যক্তি রাজিয়ার চুল ধরে টানছিলেন আর তিনি আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন।

অপহরণের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১১ মে ২০২৩ তারিখে। সেদিন আবু চৌধুরী ও লুবনা অপর একজনকে অপহরণ করে। অপহৃত ব্যাক্তিটি উডসাইডের ব্রডওয়ে এভিনিউর ৭২ স্ট্রিটের কাছে লুবনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এসময় আবু চৌধুরী জোর করে অপহৃতকে একটি মিনিভ্যানে তুলে নেন এবং তাকে পেটাতে শুরু করেন। পরে তারা অপহৃতকে একটি হোটেলে নিয়ে যান এবং আবু চৌধুরী তার সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক করেন। অপহৃত ব্যক্তির বাবার কাছে ফোন করে আবু চৌধুরী ২০ হাজার ডলার মুক্তিপণ দাবি করেন বলেও আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে। অপহরণে তৃতীয় দিনে আবু চৌধুরী অপহৃত ব্যক্তিকে চোখ বেঁধে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ফেলে রেখে যান বলেও এতে বলা হয়েছে। পরে অপহৃত ব্যক্তি তার চোখ খুলে একটি জানালা দিয়ে বাইরে আসেন এবং নেইবারহুডের লোকজনের কাছে ৯১১ কল করতে বলেন।

রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়াকে বৃহস্পতিবার আটক করা হয়। আর আবু চৌধুরী ও লুবনাকে আগেই আটক করা হয়। এই ঘটনায় ৭ম একজন আসামি পলাতক রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

আটক লোকজন কমিউনিটিতে পরিচিত। গ্রেফতারের শিকার হওয়ায় তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। নিউইয়র্কের মুল ধারার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নিউজটি এসেছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে এমন ভয়ংকর অপরাধের সংবাদে কমিউনিটিতে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। যদিও এর পেছনে কোন পারিবারিক সহিংসতা বা কোন পূর্ব ঘটনার জের আছে কি না, তা জানা যায়নি।

নিউইয়র্কে পৌঁছে বিপাকে পড়ছেন নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টরা

বিশেষ প্রতিনিধি

দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে আসা নথিপত্রহীন ইমিগ্রেন্টদের বিপত্তি বেড়েছে। এ নিয়ে নিউইয়র্ক সিটিরও এখন বেহাল অবস্থা। মেয়র এরিক অ্যাডামসের জারী করা নতুন নিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন ইমিগ্র্যান্টরা। জীবন বাজী রেখে স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিয়ে ভিন্ন এক বেপরোয়া লড়াই এখন এসব সীমান্ত পাড়ি দেয়া লোকজনের।

নতুন বিধি অনুযায়ী, অভিবাসীরা একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৬০ দিনের বেশি সময় থাকতে পারবেন না। পুরোনো আশ্রয়কেন্দ্র না ছাড়া পর্যন্ত তারা নতুন আবাসনের জন্য আবেদনও করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই এসব ইমিগ্রেন্টদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে হবে। সেদিন থেকেই তাদের ভিন্ন আবাসন খুঁজতে হবে। প্রতিদিন নতুন করে আসা ইমিগ্র্যান্টদের সাথে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে দুই বছর আগে আসা লোকজনকে।

নিউইয়র্কের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে কিছু সীমান্ত পাড়ি দেয়া ইমিগ্র্যান্ট একই জায়গায় দুই বছর পর্যন্ত বসবাস করছেন। তাদের আবাসনের কোন স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় আইনের খড়গ নেমে এসেছে তাদের উপর। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সাল্লিরা নামের কলম্বিয়ান বংশোদ্ভূত একজনের ভোগান্তির গল্প। তার মা কারোল

হারনান্দেজ, বাবা সেবাস্তিয়ান আরানগো। ১৮ মাসের আরেক সন্তানসহ নতুন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন হারনান্দেজ-আরানগো দম্পতি। তাঁরা ভারী ব্যাগ টানতে টানতে বৃষ্টি ও হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁদের ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। গত ৯ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতে টানা বৃষ্টির কারণে ব্রুকলিনে তাঁবুতে থাকা দুই হাজার মানুষকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার নাগরিক ২২ বছর বয়সী অ্যাঞ্জেলো চিরিনো গত নভেম্বরে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানকে নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছান। তিনি বলেন, '৬০ দিন খুব বেশি সময় নয়। কাজের অনুমতি কিংবা থাকার জন্য সাময়িক অনুমতি-সংক্রান্ত (টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস) আইনি কাগজপত্র ঠিক করতে আরও বেশি সময় লাগবে।'

নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টদের নিয়ে এমন সংকটের শুরু প্রায় দুই বছর আগে। দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে এরমধ্যেই ১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে নিউইয়র্ক সিটিতে ঠেলে দেয়া হয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস নথিপত্রহীন এসব অভিবাসীদের ঢেউ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। আমেরিকায় আশ্রয় চাওয়া এসব বেপরোয়া লোকজনের আবাসন, চিকিৎসা , খাদ্য এবং শিশুদের শিক্ষা সামাল দিতে গিয়ে সিটির বাজেটে হাত পড়েছে। অভিবাসীদের এমন প্রবাহ বন্ধের সমস্ত আহ্বান উপেক্ষা করা হচ্ছে টেক্সাস সহ সীমান্ত এলাকার শহরগুলোর পক্ষ থেকে। উপায়ান্তর মেয়র অ্যাডামস এখন যেসব কোম্পানির বাসে করে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা নিউইয়র্কে আসছে , সেসব কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিনি। মামলায় এসব ইমিগ্র্যান্টদের আবাসনের ব্যয় বাবদ ৭০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে। মেয়র অ্যাডামস ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও অর্থসহায়তা চেয়েছেন। এ নিয়ে ওয়াশিংটন সফর করে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন সিটি মেয়র। দাবী জানাচ্ছেন, আশ্রয়প্রার্থী মানুষদের কাজের অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়া যেন সহজ করা হয়। কাজের অনুমতি পেলে নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টরা কাজকর্ম করে নিজেরাই নিজেদের সামাল দিতে পারবে বলে বলা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটি ঐতিহাসিকভাবেই ইমিগ্র্যান্টদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত।

জমকালো আয়োজনে তিন সংগঠনের বার্ষিক নৈশভোজের সাথে মিট অ্যান্ড গ্রিট

রওশন হক

তিনটি বাংলাদেশি আমেরিকান সংগঠন বর্ণাঢ্য আয়োজনে ১৩ জানুয়ারি শনিবার তাদের বার্ষিক নৈশভোজ ও মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'অ্যানুয়াল ডিনার, মিট এন্ড গ্রিট ২০২৪' নামের এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশিবহুল জামাইকার আল আসকা রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলে সুধীজনের ঢল নেমেছিল। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে লোকজন ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠানমালায় যোগ দেন। মার্কিন কংগ্রেসউওম্যান গ্রেস ম্যাং সহ রাজ্য ও সিটির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাঞ্জল উপস্থিতিত ছিল লক্ষণীয়।

কানায় কানায় পূর্ণ মিলনায়তনে স্বদেশই জনসমাজের সাথে এশীয় অন্যান্য দেশের লোকজনের উপস্থিতি ছিল। বিশেষ করে নেপালী লোকজনের সাংস্কৃতিক পর্ব অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছে। বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের যুব তরুণদের কণ্ঠে বাংলার চিরায়ত সঙ্গীতের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন থাকতে দেখা গেছে লোকজনকে।

অভ্যর্থনায়, আতিথেয়তায় সমন্বিত ছিল বার্ষিক নৈশভোজ এবং আওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান।নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান ইয়থ ফোরাম অব নিউইয়র্ক এবং নিউ আমেরিকান উওম্যান ফোরাম অফ নিউইয়র্ক যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট মোরশেদ আলমকে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠতে দেখা যায়। গত চল্লিশ বছরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের উত্থান ও এর ধারাবাহিকতা নিয়ে তিনি কথা বলেন। সংগঠনের পুরো বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন নুসরাত আলম। অনুষ্ঠানটি পর্ব আকারে উপস্থাপনা করেছেন নুসরাত আলম,পল গোপাল,অসিম সাহা এবং আহনাফ আলম।

আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন আলভীন চৌধুরী ও সঙ্গীত মজুমদার। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ওমেন্স ফোরামের রুবাইয়া রহমান, ইয়ুথ ফোরামের আনুভা হোসেন।

নিউইয়র্কের ৪ আশ্রয়কেন্দ্রে কারফিউ জারি

নথিপত্রহীন অভিবাসী

ডেস্ক রিপোর্ট

নথিপত্রহীন অভিবাসী সংকট, নিউইয়র্কের পুরানো ও বড় সমস্যা। এবার নথিপত্রহীন অভিবাসীদের জ্বালাতনে অতিষ্ট হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন সাধারণ জনগণ। আর সেসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিটির ৪ আশ্রয়কেন্দ্রে কারফিউ জারি করা হয়েছে। ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার থেকে এ কারফিউ কার্যকর করা হয়। আর এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ জনগণ। তাদের মতে, এটি শুরু থেকে করা উচিত ছিলো।

জানা গেছে, কুইন্সের ৩৫তম অ্যাভিনিউতে জুডো সেন্টার, নর্থ বাউন্ডারি রোডে জেএফকে সেন্টার এবংব্রুকলিনের স্টকটন স্ট্রিটে স্টকটন সেন্টার এবং ম্যানহাটনের উত্তর সেন্ট্রাল পার্কের লিংকন ম্যানহাটন সেন্টারে এই কারফিউ জারি করা হয়েছে।

সিটি হলের তথ্য অনুসারে, এই ৪ আশ্রয় কেন্দ্রের অভিবাসীদের এখন থেকে রাত ১১ টার মধ্যে তাবুতে প্রবেশ করতে হবে এবং সকাল ৬টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে হবে। কেউ যদি মাসে ৩ বার কারফিউ লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হবে। তবে স্কুল, আইনি এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার জন্য এই কারফিউতে শিথিলতা রয়েছে।

সিটি হল মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি একটি জাতীয় মানবিক সংকট মোকাবেলা করছে। আমরা অভিবাসীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি শহরের জনগণকে নিরাপদে রাখতে বদ্ধ পরিকর। আশ্রয়প্রার্থীরা রাত-দিন মানুষের দরজায় গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করছে। এতে শহরের মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠেছে। তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এই কারফিউ অন্য কোন কেন্দ্রে জারি হবে কি-না তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানান তিনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি ছাত্র নিহত

ডেস্ক রিপোর্ট

ক্যালফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে মহারাজ কৌশিক (২০) নামের এক বাংলাদেশি ছাত্র সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। অপর দিকে পেনসিলভেনিয়ার ডেলোয়ারে সড়ক দুর্ঘটনায় ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর (৫৫) প্রাণ হারিয়েছেন।

কৌশিকের দেশের বাড়ি কুমিল্লার বড়ুরা উপজেলায়। তিনি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইনিভার্সিটি, ক্যালিফোনির্য়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। মহারাজ কৌশিক স্টুডেন্ট ভিসায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র আসেন এবং ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইনিভার্সিটি, ক্যালিফোনির্য়ায় ভর্তি হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি একটি সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। গত ১০ জানুয়ারি বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তিনি স্থানীয় মেডিসন এভিনিউ ও ভেভালি বুলেভার্ট ক্রস স্ট্রিটে দূর্ঘনার শিকার হন।

গত সপ্তাহান্তে শো টাইম মিউজিক আয়োজিত পিঠা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। জলি আহমেদ

বিবিসিসিআই নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নের জমকালো গ্র্যাণ্ড গালা ডিনার

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্রিটিশ বাং লাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই) নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নের আয়োজনে ১৪ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় হোটেল হিলটনের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যাণ্ড গালা ডিনার।

এম এ মালিক আহাদ ও মুজাহিদ খান ডি এল এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা।

পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আতিক চৌধুরী।বিবিসিসিআই এর ডিরেক্টর ও নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিজানুর রহমান মিজানের স্বাগত বক্তব্যের পর আলোচনায় অংশ নেন সেন্ট্রাল প্রেসিডেণ্ট সাইদুর রহমান রেনু,সাবেক প্রেসিডেণ্ট শাহগীর বখত ফারুক, সাবেক প্রেসিডেণ্ট বশির আহমেদ, ডিরেক্টর ও নর্থ ইস্ট রিজিয়নের প্রেসিডেণ্ট মাতাব মিয়া, ভাইস প্রেসিডেণ্ট কাউন্সিলার জাহাঙ্গীর হক, ডিরেক্টর গেস্ট স্পিকার ড. সানাওয়ার চৌধুরী, ডিরেক্টর আবদুল হামিদ চৌধরী, ম্যানচেস্টার সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলার লুৎফুর রহমান ও কাউন্সিলার জিম ফিজপ্যাট্রিক প্রমুখ।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ‘ডামি নির্বাচন’ আখ্যায়িত করে অবিলম্বে এই নির্বাচন বাতিলের দাবি জানিয়েছে । ৮ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ দাবি জানান তারা।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহ্বায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জাসাসের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম ফারুক শাহীন, ভিপি জসিম, গোলাম হোসেন, দেওয়ান কাউছার, শাহাদাত হোসেন রাজু প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ডামি নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। একতরফা নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ বর্জন করেছে। তারা বলেন, সরকারের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ------------------------মঙ্গলবার ------------(দু.:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ --------শনিবার--------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd Fl), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

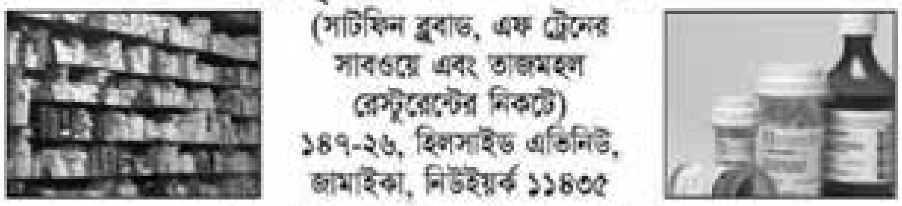

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক্র্যাপসি ও এসাইলাম আবেদনে সহায়তা করছে গেহি এন্ড এসোসিয়েট

উত্তর আমেরিকা অফিস

সভ্যতার বিবর্তনে আদিকাল থেকেই অভিবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বৈরী আবহাওয়া, দুর্যোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক সংঘাত সহ নানা কারণে তা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ও উপরোক্ত কারণের জন্য অভিবাসীরা নিজ দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাতে চান। সে ক্ষেত্রে অনেক বাংলাদেশি অভিবাসি হয়েছেন। কিন্তু যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে পারেন না বলে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েও অনেকে সহজে গ্রিনকার্ড বা নাগরিকত্ব পান না।

তবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য আইনি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গেহি এন্ড এসোসিয়েট। এই প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর বাংলাদেশিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অসংখ্য অভিবাসন প্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড লাভ করছেন।

গিহি এন্ড এসোসিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বস্ত ও সুনামধন্য আইনি সেবা দাতা প্রতিষ্ঠান। যেটি ইমিগ্রেশন,

নরেশ গেহি

ব্যাংক্র্যাপসি, ক্রেডিট কার্ড মেটার, ডিভোর্স, সিটিজেনশিপ, চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন ও সব ধরনের ভিসা এবং ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং সেবা তুলনামূলক কম ফি'তে দিয়ে থাকে।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, ওজোন পার্কের লিভারটি অ্যাভিনিউ ও জামাইকা অ্যাভিনিউতে প্রতিষ্ঠানটির অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশি কমিউনিটি তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা; ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, তিব্বত, নেপালের কমিউনিটির কাছে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

গেহি এন্ড এসোসিয়েটের কর্নধার নরেশ গেহি জানান, রাজনৈতিক সংঘাত, ব্যাংক্র্যাপসি, বর্ডার ক্রসসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যারা যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, আমরা তাদের গ্রিনকার্ডের জন্য সহায়তা করে থাকি৷ ব্যবসায়িক কারণে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, ঋণ খেলাপি, রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে যারা এসাইলাম আবেদন করেন, আমরা তাদের গ্রিনকার্ড লাভে সহায়তা করে থাকি। গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে এক্ষেত্রেও আমাদের প্রতিষ্ঠান গ্রিনকার্ড লাভে যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়া বর্ডার ক্রস করে যারা যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, যারা ইংরেজি জানেন না, যাদের বয়স ৬০ এর কাছাকাছি তাদের গ্রিনকার্ড লাভে আমরা সহযোগিতা করি।

নরেশ গেহি আরও বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশি কমিউনিটি তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা; ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, তিব্বত, নেপালের কমিউনিটির অসংখ্য মানুষ গ্রিনকার্ড লাভ করেছে।

শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে পিঠা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে এই বছরের বৃহৎ ও জমকালো পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জানুয়ারী রোববার কুইন্স প্যালেসে এই পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে এ উৎসবে যোগ দেন নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। উৎসবে বহু মানুষের উপস্থিতি আলাদা এক প্রান নিয়ে আসে। মধ্যরাত পর্যন্ত পিঠা ও গানের আস্বাদন নিয়ে বাসায় ফেরেন প্রবাসীরা। আর এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম প্রতি নিয়ত বাংলাদেশি শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে অনুষ্ঠান করেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে দর্শকের খড়াও পড়ে। বিশেষ করে ঝুড়ি ভর্তি কথিত পদক বিতরনে সমালোচনার মুখোমুখিও হন তিনি। কিন্তু রোববারের এই পিঠা উৎসবে আলম সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, অতিথি ও দর্শক উপস্থিতির বিবেচনায় বছরের সেরা পিঠা উৎসব প্রবাসীদের উপহার দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া হল পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফোবানার (একাংশ) চেয়ারম্যান ও জেবিবিএ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ এটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী,বিশিষ্ঠ রিয়েলটর সারোয়ার খান বাবু,রাজনীতিক এম এন হায়দার মুকুট, সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন ও সোসাইটির কর্মকর্তা মাইনুল উদ্দিন মাহবুব। এই পিঠা উৎসবের টাইটেল স্পন্সর ছিলেন রিয়েল স্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম।

নাগরিক সংগঠন 'ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)'র আত্মপ্রকাশ

ঢাকা প্রতিনিধি

আত্মপ্রকাশ করেছে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক নাগরিক সংগঠন 'ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)।'

সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী এবং ঘোষণাপত্র উপস্থাপন ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, রোমান ক্যাথলিক চার্চের আর্চবিশপ বিজয় নিসফরাস ডি'ক্রুজ, ব্রতীর প্রধান নির্বাহী শারমীন মুরশিদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ প্লানার্সের সভাপতি অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা এম এস সিদ্দিকী, নাগরিক আন্দোলনের সংগঠক আব্দুল করিম চৌধুরী কিম, আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক সমন্বয়ক ফাদার জোসেফ গোমেজ, সহ অন্যান্য নাগরিক নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের বৃহৎ দুইটি রাজনৈতিক দলের দুইজন জনপ্রতিনিধি খুলনা-৬ সংসদীয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ রশীদুজ্জামান এবং ঢাকা ৭৫ নং ওয়ার্ডের কমিশনার মোঃ আকবর হোসেন যোগ দিয়ে এই উদ্যোগের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সভাপতি রাশেদা কে চৌধূরী এই সংগঠন তৈরির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং দেশের নদী ও জলাশয়সমূহ দখল ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে আরো বেশি সোচ্চার হবার আহবান জানান। তিনি স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ তুলে ধরে আরো বলেন, "আমাকে বানিশান্তায় কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের সময় একজন নারী জানতে চেয়েছেন নদী কেন ২ দিকেই ভাঙ্গে। তিস্তা রক্ষার জনসভায় একজন গ্রামবাসী আমাকে নারী নির্যাতনের চেয়ে নদী নির্যাতন নিয়ে আমাদেরকে আরো বেশি সোচ্চার হতে অনুরোধ করেছেন।"

শরীফ জামিল সংবাদ সম্মেলনে নতুন সংগঠন ধরা'র ঘোষণাপত্র পাঠ করেন এবং সংগঠনের মোট ১১টি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। সুলতানা কামাল সংগঠনটির ৫ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি, ১৩ সদস্যের আহবায়ক কমিটি ও ৮ টি নবঘোষিত কর্মসূচী ও তার সমন্বয়কদের নাম ঘোষণা করেন। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যেবৃন্দ হলেন সুলতানা কামাল (সভাপতি), উপদেষ্টা, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার; ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন; আর্চবিশপ বিজয় নিসফরাস ডি'ক্রুজ, আর্চবিশপ, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ঢাকা; ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, এমডি, এফএএসএন, অধ্যাপক, টেম্পল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র; এবং অজয় এ মৃ, সাবেক সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ, মধুপুর।

আহবায়ক কমিটির সদস্যেবৃন্দ হলেন রাশেদা কে. চৌধুরী (আহবায়ক), নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান; শারমিন মুরশিদ (সহ-আহবায়ক), নির্বাহী পরিচালক, ব্রতি; এম এস সিদ্দিকী. (সহ-আহবায়ক), বেসরকারি উপদেষ্ঠা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; শরীফ জামিল (সদস্য সচিব), সমন্বয়ক, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, স্থপতি সালমা এ. শাফি (সদস্য), স্থপতি নগর উন্নয়ন, সঞ্জিব দ্রং (সদস্য), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; আকতার মাহমুদ (সদস্য), অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; আদিল মোহাম্মদ খান (সদস্য), সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, ফাদার জোসেফ গোমেজ, ওএমআই (সদস্য), মানবাধিকার ও পরিবেশকর্মী, মোঃ মারুফ হোসেন (সদস্য), পরিবেশকর্মী, ফজলুল কাদের চৌধুরী (সদস্য), নির্বাহী পরিচালক, গ্রীণ কক্সবাজার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন; আব্দুল করিম কিম (সদস্য), সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার; এবং আরাফাত জুবায়ের (সদস্য), পরিবেশকর্মী।

নবঘোষিত কর্মসূচী ও কর্মসূচীর সমন্বয়কদের মধ্যে আছেন লাঠিটিলা রক্ষায় আমরা, আব্দুল করিম চৌধুরী কিম; চুনুতি রক্ষায় আমরা, সানজিদা রহমান; হাওর রক্ষায় আমরা, তোফাজ্জল সোহেল; উপকূল রক্ষায় আমরা, নিখিল চন্দ্র ভদ্র; সুন্দরবন রক্ষায় আমরা, নুর আলম শেখ; চলনিবল রক্ষায় আমরা, জাহাঙ্গীর আলম; যমুনা রক্ষায় আমরা, জিয়াউর রহমান এবং বরেন্দ্র রক্ষায় আমরা, মোঃ আফজাল হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, "এই ধরিত্রী রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। সবাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের জায়গা হতে নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলেই আমরা বাংলাদেশ ও এই ধরিত্রী রক্ষা করতে পারব "।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার তার বক্তব্যে বলেন, "আমাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে কথা বলার পাশাপাশি সশরীরে গিয়ে কাজ করতে হবে, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। "ধরা" এর মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় কাজ করার একটি নতুন পথ সৃষ্টি হলো। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সবাইকে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করতে হবে"।

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে বেসামরিক কাজের সুযোগ

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (NYPD) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম মিউনিসিপ্যাল পুলিশ বিভাগগুলির মধ্যে একটি, যেখানে প্রায় ৩৬ হাজার অফিসার এবং ১৯ হাজার বেসামরিক কর্মচারী রয়েছে। NYPD-১৮৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং আজকের দিন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে, জননিরাপত্তা, আইন প্রয়োগকারী, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস দমন এবং জরুরি প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা পালন করে NYPD ৮.৫-মিলিয়ন ব্যক্তির শহরটিকে নিরাপদ রাখার জন্য দায়িত্ব পালন করছে।

শহরের নিরাপত্তায় NYPD আরো বেশি বেসামরিক কর্মী নিয়োগ করছে, যেখানে ইতোমধ্যে বাঙালিরা নিযুক্ত হয়েছে।

আরো কিছু পদে আজ কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। যেমন- স্কুল ক্রসিং গার্ড, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, পুলিশ কমিউনিকেশনস টেকনিশিয়ান এবং স্কুল সেফটি এজেন্ট। আমরা যে কেউ যোগ্যতার আওতায় এ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারি।

স্কুল ক্রসিং গার্ড- এটি NYPD পজিশনে একটি পার্টটাইম চাকরি। এই চাকরিতে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে ব্যস্ত মোড়ে আপনাকে সকালে, দুপুরের খাবারের সময় এবং স্কুলের ছুটির সময় চারপাশে ট্রাফিক প্রবাহ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই চাকরিতে ঘন্টাপ্রতি $১৫.৪৫। এর জন্য আপনার যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা হল-অ্যাপয়েন্টমেন্টের ৯০ দিনের মধ্যে আপনাকে নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে। এই চাকরির জন্য আপনার কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে আপনাকে অবশ্যই ভালো ইংরেজি বলতে ও বুঝতে হবে। এই পদের জন্য কোন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। স্কুল ক্রসিং গার্ড চাকরিতে আপনি নিজ এলাকায় কাজ করতে পারবেন।

http://www.NYPDRECRUIT.com -সাইটে গিয়ে আপনাকে আবেদন করতে হবে। আপনার স্থানীয় এলাকা বাছাই করতে নিম্নলিখিত ওয়েবপৃষ্ঠায় যেতে হবে-

https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/find-your-precinct.page

স্কুল ক্রসিং গার্ড চাকরিতে নাগরিক সুবিধাগুলো হল-বেতন সহ ৩ সপ্তাহের ছুটি পাবেন, অসুস্থতায় ছুটি ভাতা সহ ছুটির দিনে বেতন পাবেন, পেনশনের ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসায় প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা আছে, প্রমোশনের সুযোগ আছে, বেতন বাড়ার সম্ভাবনা আছে, এখানে সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা কাজ।

সিভিল সার্ভিস নিয়োগের জন্য আপনাকে একটি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার তথ্য ও আবেদন ফর্ম http://www.nyc.gov/oasys - এখানে পাওয়া যাবে।

ডিপার্টমেন্ট অফ সিটিওয়াইড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস (DCAS) এর কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং

আবেদন কেন্দ্রেগুলের লোকেশন হচ্ছে-

MANHATTAN-2 Lafayette Street, 17th Floor, New York, NY 10007

BROOKLYN- 210 Joralemon Street, 4th Floor, Brooklyn, NY 11201

QUEENS- 118-35 Queens Blvd, 5th Floor, Forest Hills, NY 11375

STATEN ISLAND-135 Canal Street, 3rd Floor, Staten Island, NY 10304।

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট চাকরিটি বাৎসরিক $৪১,৪৯৩ দিয়ে শুরু। ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্টরা বিভিন্ন ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এলাকায় কাজ করে। তবে প্রয়োজনে তারা আদালতে সাক্ষ্য দেয়, প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরি করে এবং যানবাহন চালায়। এই চাকরিতে বেশ কয়েকটি অ্যাসাইনমেন্ট স্তরে প্রমোশনের সুযোগ রয়েছে। এই চাকরির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা হল-অ্যাপয়েন্টমেন্টের ৯০ দিনের মধ্যে আপনাকে নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে। আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে কিছু শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা যেমন-ড্রাগ/অ্যালকোহল স্ক্রীনিং এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে। চার বছরের হাই স্কুল ডিপ্লোমা থাকতে হবে বা তার সমতুল্য যোগ্য পেপার বা জিইডি। আপনার বৈধ নিউইয়র্ক স্টেট ড্রাইভার লাইসেন্স থাকতে হবে। নিয়োগের সময় আপনার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। প্রমোশনের পরীক্ষা ছাড়া, উচ্চ পদে প্রবেশ করতে আপনার পূর্বের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পাশাপাশি পদের জন্য চাকরির প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করবে।

পুলিশ কমিউনিকেশনস টেকনিশিয়ান-এই চাকরির প্রারম্ভিক বেতন $৩৯,৩২৯। তবে স্প্যানিশ ভাষাভাষী এবং রাইটিং অপারেটরদের জন্য অতিরিক্ত বেতন রয়েছে। এই চাকরিতে থাকাদের ডিপার্টমেন্টের কমিউনিকেশন সেকশনে 911-ইমারজেন্সি অপারেটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা পুলিশ সংস্থার রেডিও ডিপার্চার হিসাবে কাজ করেন এবং জরুরি পরিষেবার বিধান সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশ কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানদের সন্ধ্যা বা রাত এবং প্রয়োজনে শনিবার, রবিবার এবং ছুটি সহ শিফটে কাজ করতে হয়। প্রতি শিফট বেতনের পাশাপাশি রাতের শিফটের বেতন রয়েছে।

এই চাকরিতে যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে নির্দিষ্ট কিছু মেডিকেল প্রয়োজনীয়তা পাস করতে হবে। যার মধ্যে ড্রাগ/অ্যালকোহল স্ক্রীনিং এবং মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন রয়েছে। চার বছরের হাই স্কুল ডিপ্লোমা বা তার সমতুল্য সনদ থাকতে হবে। এক বছরের বেতন সহ ক্লারিক্যাল দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা অথবা জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ এবং তথ্য প্রাপ্তির সাথে জড়িত এমন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, অথবা মোট ৩০টি কলেজ ক্রেডিট থাকতে হবে অথবা সম্মানজনক ডিসচার্জের সাথে ২ বছরের সক্রিয় মিলিটারি ডিউটির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিয়োগের সময় আপনার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

স্কুল সেফটি এজেন্ট-পদে প্রারম্ভিক বেতন $৩৪,৮৩৮।

স্কুল সেফটি এজেন্টরা নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল ভবন এবং আশেপাশের প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তারা স্ক্যানিং সরঞ্জাম পরিচালনা সহ পরিচয় যাচাই করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে যে ভিজিটররা স্কুল বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে পারবে কিনা। তারা নিশ্চিত করে অননুমোদিত কর্মী বা ব্যক্তি যেন স্কুল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারে। এই চাকরিতে যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তায় রয়েছে, চার বছরের হাই স্কুল ডিপ্লোমা বা তার শিক্ষাগত সমতুল্য সনদ। প্রার্থীদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে কিছু শারীরিক এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ড্রাগ/অ্যালকোহল স্ক্রীনিং এবং মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন। প্রার্থীদের নিয়োগের পরে বিশেষ প্যাট্রোলম্যানের স্টেটাস পাওয়ার যোগ্য হতে হবে এবং নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে বিশেষ প্যাট্রোলম্যান হিসাবে প্রত্যয়িত হতে হবে। এই চাকরিতে কর্মসংস্থানের সময়কালের জন্য এই শংসাপত্রটি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। নিয়োগের সময় প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ৯০ দিনের মধ্যে প্রার্থীকে নিউইয়র্ক সিটির রেসিডেন্ড হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই, মার্কিন নাগরিক হতে হবে এবং নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাস করতে হবে।

এই পদে NYPD-তে চাকরির জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেমন-প্রার্থীকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে একটি চারিত্রিক ব্যাকগ্রাউন্ট তদন্তে উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রার্থীকে নির্দিষ্ট পদের জন্য ড্রাগ স্ক্রিনিং পাস করতে হবে। প্রার্থীকে তদন্ত প্রক্রিয়ার আঙুলের ছাপ দেওয়ার জন্য $৭৫ ফি দিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির মালিকানা ও ট্যাক্স সেভিংসের ওপর সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হাউজওনারশীফ অর্থাৎ বাড়ির মালিকানা ও ট্যাক্স সেভিংসের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশেষজ্ঞরা প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

রোববার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিপুল পরিমাণ দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে কী-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাকির চৌধুরী সিপিএ। তিনি ট্যাক্স সেভিংসের ওপর বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। এছাড়া আইনি ও বাড়ি কেনার বিষয়ে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন, এটর্নী এন মজুমদার, রিয়েলটর ইমাম হোসাইন, ও লোন প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর আজাদুল ইসলাম প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা, চেইন অব টাইটেল অর্থাৎ বাড়ির মালিকদের পরস্পরা, বাড়ির কাজ শেষে বুঝে নেওয়ার পদ্ধতি, পূর্বের মালিকের লোন আছে কিনা, বাড়ি কেনার পদ্ধতি, বাড়ি বিক্রির পদ্ধতিসহ বাড়ি কেনা-বেচার বিভিন্ন আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাড়ি কেনার আগে বাড়ির নামে পূর্বের মালিকের লোন আছে কিনা তা যাছাই করতে হবে। অন্যথায় এই লোন নতুন মালিককে পরিশোধ করতে হবে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করেন সিবিএন টিভি ইউএসএ ও ইউএসএ নিউজ অনলাইন।

চলতি বছর নিউইয়র্কে দেখা যাবে প্রথম সূর্যগ্রহণ

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রায় ১শ বছরের মধ্যে এবার প্রথম নিউইয়র্কে সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যেতে পারে। চলতি বছরের ৮ এপ্রিল সিটির বাসিন্দারা এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে বেলা ৩ টা ১৫ থেকে ৩টা ৩০ এর মধ্যে গ্রহণটি দিনকে রাতে পরিণত করবে। যা সাড়ে তিন মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রায় ১০০ মাইল প্রশস্ত পথটি নিউইয়র্কের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ২৯টি কাউন্টি জুড়ে থাকবে। জেমসটাউন, বাফেলো, রচেস্টার, সিরাকিউজ, ওয়াটারটাউন, ওল্ড ফোর্জ, লেক প্লাসিড এবং প্ল্যাটসবার্গ থেকে সূর্যগ্রহণের চমৎকার দৃশ্য দেখা মিলবে।

জানা গেছে, গত ১৫ মাস ধরে, প্রায় দুই ডজন রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃসংস্থা টাস্ক ফোর্স নিউইয়র্কের বাসিন্দা এবং দর্শকদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্মরণীয় সূর্যগ্রহণ দেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা এবং প্রস্তুতির তথ্য সংগ্রহ করছে।

এদিকে দিনটিকে নিরাপদ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে পার করতে প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে সিটি প্রশাসন।

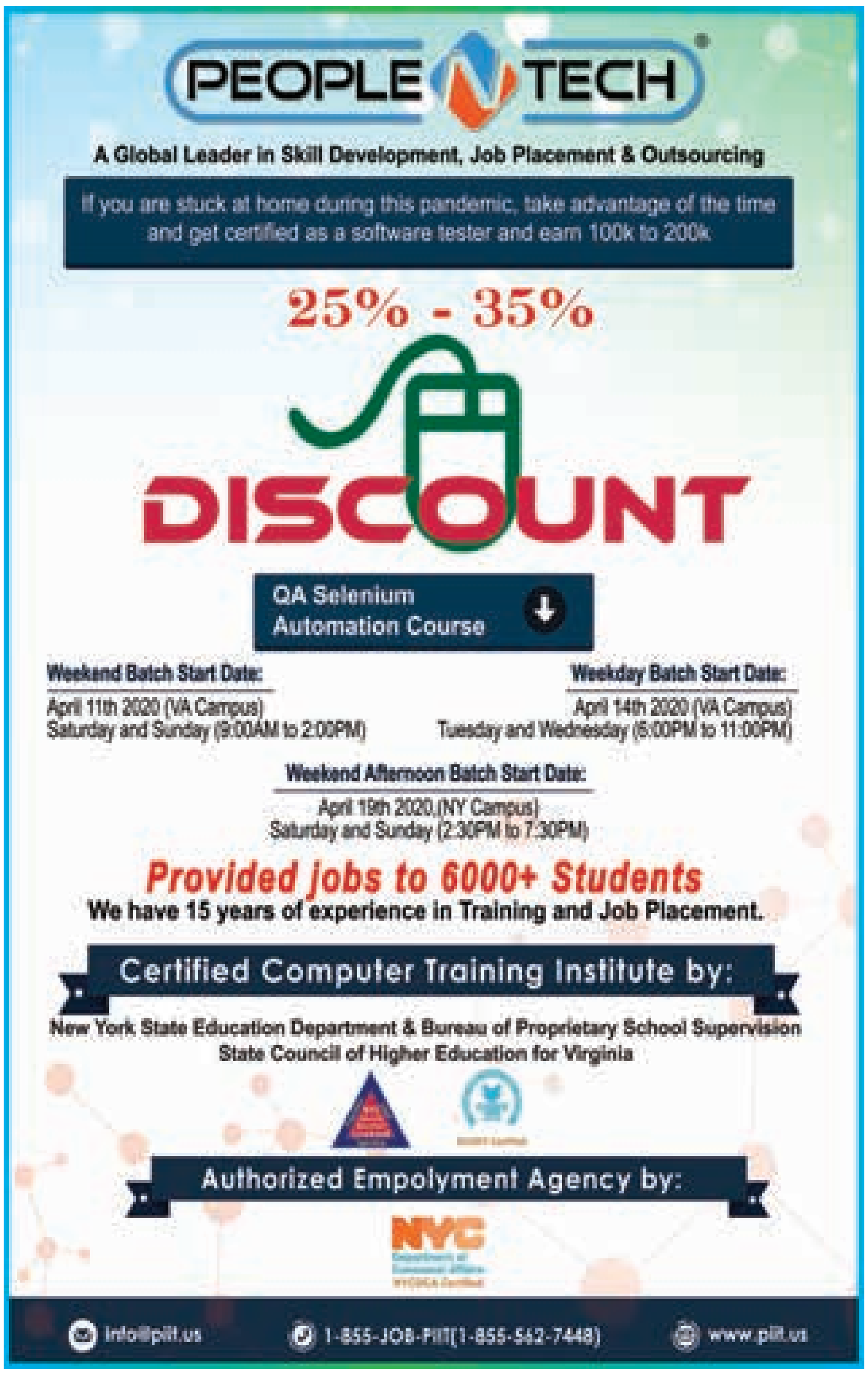
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

নতুন সুপার মার্কেট 'মার্কেট ফ্রেশ' এর উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন সুপার মার্কেট ‘মার্কেট ফ্রেশ’ জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউতে উদ্বোধন হয়পছে। এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় ১২ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমা। আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ অর্ধ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য কমিউনিটির ক্রেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আদনান। এর পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মার্কেটটির কর্ণধার, বিশিষ্ট রাজনীতিক ইলিয়াস খান। এছাড়াও কমিউনিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও জাকির এইচ চৌধুরী। এময় মার্কেটটির অপর কর্ণধার ভুলু ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলের প্রথম পর্বে দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম আব্দুল মুকিত এবং দ্বিতীয় পর্বে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল। উল্লেখ্য, জ্যামাইকার কাওরানবাজার সুপার মার্কেটের কর্ণধার ইলিয়াস খান ও ভুলু ‘মার্কেট ফ্রেশ’-এরও কর্ণধার।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইলিয়াস খান বার্তা সংস্থা ইউএনএ’র সাথে আলাপকালে বলেন, কাওরান বাজার সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় শাখায় ডাকাতি হওয়ার পর

মার্কেটটি দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের গ্রাহক সহ জ্যামাইকাবাসীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা ‘মার্কেট ফ্রেস’ নামে সপরিসর আকারে মার্কেটটি চালুর সিদ্ধান্ত নেই। নিউইয়র্কের শরিয়া বোর্ড অনুমোদিত হালার মাংস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই এই মার্কেটে পাওয়া যাবে। বলা যায় এটি একটি ‘ওয়ান স্টপ’ সাপর মার্কেট, যেখানে এক ছাতার নীচে সবকিছুই পাওয়া যাবে। তিনি জানান মার্কেটটির উদ্বোধনী দিনে গ্রাহকদের জন্য ‘মেগা সেল’ ছাড়াও আগামীতে বিশেষ সেল থাকবে ‘মার্কেট ফ্রেশ’।

নিউইয়র্কে হোম বায়িং সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রাচীনতম রিয়েল এস্টেট ব্রোকার শরাফ সরকারের তত্বাবধানে হোম বায়িং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়।

গত ১৩ জানুয়ারি জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে ১৬৫-১৯ এর হলে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে অসংখ্য বাড়ি ক্রেতা এবং আগ্রহীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে এস এম এলটি রিয়েল স্টেট ব্রোকারের মালিক শরাফ সরকার বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। সেই সাথে সেমিনারের অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এতে লোন ও মর্টগেজ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেন মর্টগেজ লোন ডিপো ব্যাংকের সেলস ম্যানেজার ব্রোকার ক্রিস রুদ্র। রিয়েল এস্টেট ক্রয়ে আইনজীবীদের ভূমিকা তুলে ধরেন অ্যাটর্নি লুক বিগলো।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন—রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ডা. লতিফ, এস এম এনটি ব্রোকারেজের এসোসিয়েট ব্রোকার রফিকুল আলম। রিয়েলটর তমাল মিয়া বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে আরও সেমিনার আয়োজনের ইচ্ছা পোষণ করেন।

WE ACCEPT EBT
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 19 - 25, 2024) | Promo Code : PSP15
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $3.99/LB LIMITED 10LB PER FAMILY PRE CUT FROZEN GOAT
NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG
SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
3 KG SALE $13.99/EA ROHU CROWN FARM
2 KG SALE $12.99/EA MRIGEL CROWN FARM
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM KOI BLOCK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM KESKI BLOCK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM CHAPILA BLOCK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM TAKI BLOCK
SALE $5/EA TAPOSHI PACK
SALE 2/$5.00 500 GM HAOR KOLISHA PACK
SALE $9.99/EA 21/25 2 LB BAG EZ PEELED SHRIMP
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 10 LB SUPER FRESH KALIJEERA RICE
300 GM SALE 3/$5.00 OWNER DRY CAKE
SALE 3/$4.00 26 OZ RED CROSS IODIZED SALT
SALE $11.99/EA 96 OZ MAZOLA CORN & VEGETABLE OIL
SALE 2/$5.00 12 PC JACK'S MED WHITE EGG
SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON
SALE 3/$5.00 1 LTR SUPER FRESH MANGO JUICE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 19 - 25, 2024) | Promo Code : PSP55
SALE $6.99/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE $2.79/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $3.99/LB SIZE 1 KG KORAL
SALE 2/$5.00 250 G M SHAHAJALAL KOI
SALE 2/$10.99 200/300 (3 IN 1) HILSHA
SALE $14.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE 2/$10.99 SIZE 1.5 KG ROHU
SALE $14.99/EA SIZE 3 KG ROHU
SALE $3.49/LB WHOLE PANGASH
SALE $5.99/LB 100-200 WHITE POMFRET
SALE $14.99/EA 20 LB CAROLINA GOLD PARBOILED RICE
SALE $8.99/EA 10 LB PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE 2/$4.00 300 GM SHAHI KACHUR LATI
SALE $5.99/EA 16 PCS SAWERA TANDORI NAN FP
SALE 2/$6.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA 1 GALLON CRISCO CANOLA / VEGETABLE OIL
SALE 2/$4.00 ESSENTIAL DRY CAKE
SALE 3/$5.00 4 K BASHUNDHARA NOODLES
SALE 4/$5.00 400 GM HOBBI CHICK PEAS
SALE 3/$5.00 1 LITR SUPER FRESH MANGO JUICE
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

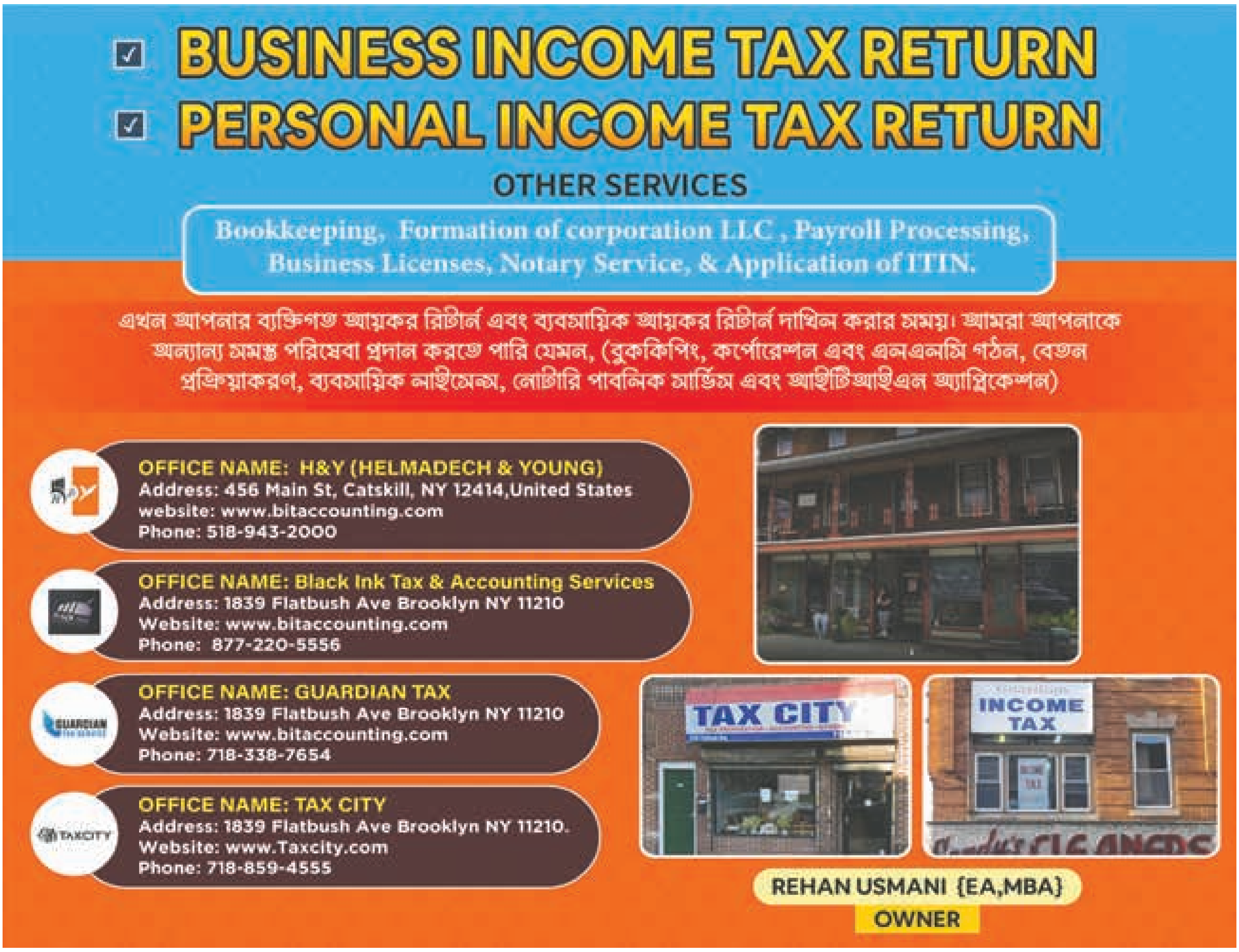
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC, Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

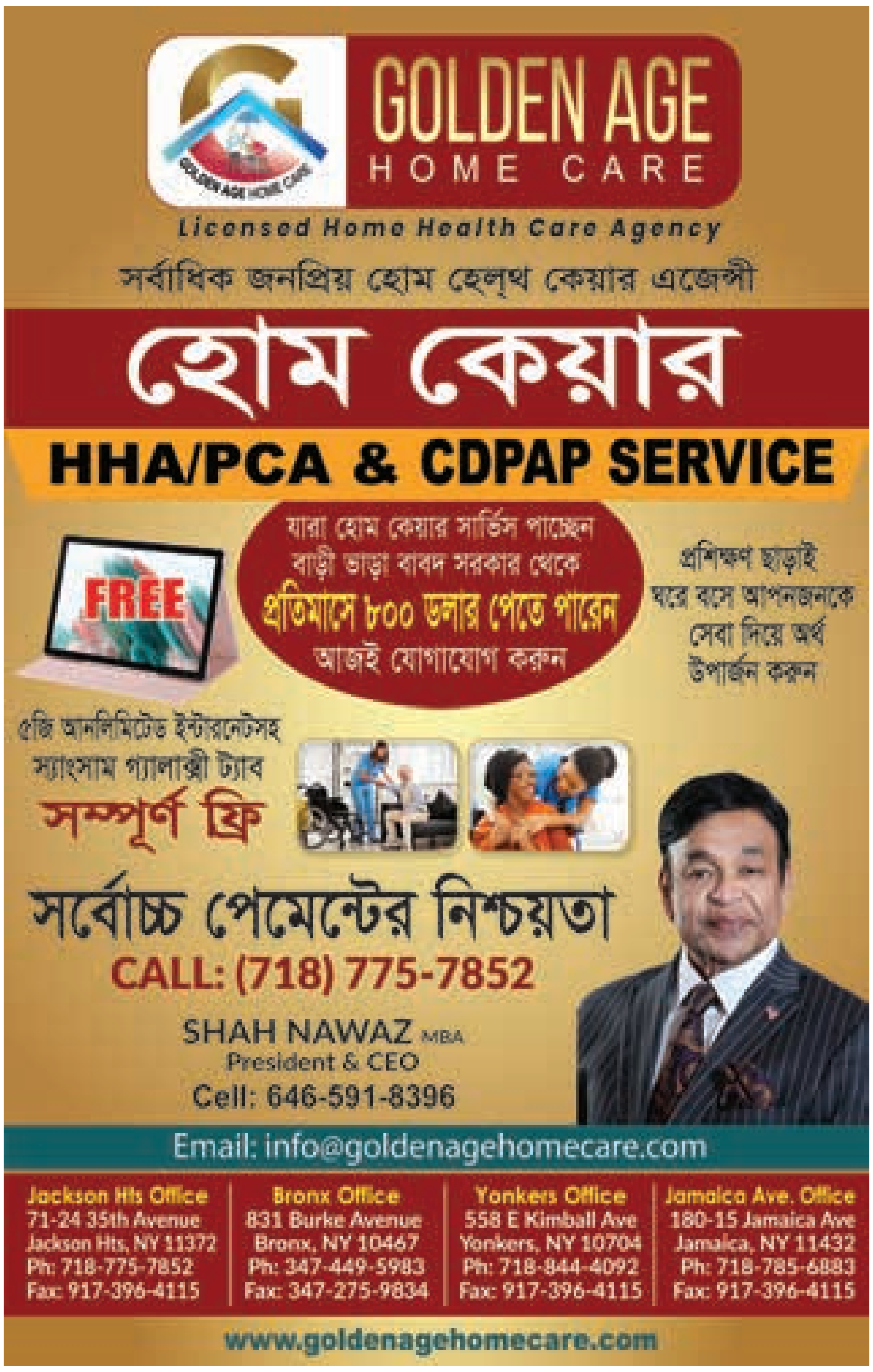
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

ট্যাক্স ফাইল করুন
IRS e-file
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
FILE YOUR INCOME TAX HERE
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
631.805.1051

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

হাইরাম মনসেরাতের জন্য ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য পদপ্রার্থী, সাবেক সিনেটর এবং নিউইয়র্ক সিটির সাবেক কাউন্সিল সদস্য হাইরাম মনসেরাতের জন্য ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠান করা হয়েছে। গেল ৮ জানুয়ারী সোমবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের এনওয়াই ইনস্যুরেন্সের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন গোল্ডে এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ।

জামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (জেবিএ) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রাব্বির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অংশ নেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কাজী নয়ন, গোল্ডে এজ হোমকেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ, ব্যবসায়ী চন্দনগুপ্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল আবু নাসের, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. মনজুরুল হক, সাপ্তাহিক আজকালের মার্কেটিং প্রধান আবু বক্কর সিদ্দিক, নিউজ২৪ এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মোস্তফা অনিক রাজ, সাংবাদিক মো. নাবিল এবং এনএসএম মইনুল হাসান সজল।

অনুষ্ঠানে হাইরাম মনসেরাত বলেন, 'অ্যাসেম্বলি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে অপরাধীদের জামিন পদ্ধতিতে কঠোরতা আরোপ করে 'বেইল রিফর্ম' আইন পাশের উদ্যোগ নেব।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'অপরাধীরা গ্রেফতার হলেও দূর্বল বেইল সিস্টেমের কারণে পর দিন জামিনে বেরিয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই নিউইয়র্কে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সাধারণ মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছে না।' অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানগুলোর গোটা টিম হাইরাম মনসেরাতের জন্য কাজ করবে। আমরা আজ একটি প্রতিকী ফান্ডরেইজিংয়ের আয়োজন করেছি। এটি মাত্র শুরু। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আমরা হাইরাম মনসেরাতের সঙ্গে থাকব। এ নির্বাচনে হাইরাম মনসেরাতের জয় নিশ্চিত করতে হবে।' বলে রাখা ভাল, হাইরাম মনসেরাত নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক ৩৫ থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। করোনা, রিগো পার্ক, ইস্ট এলমহার্স্ট এবং ফরেন হিল তার নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

জমকালো আয়োজনে সিএমবিবিএর নতুন কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে চার্চ- ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (সিএমবিবিএ) নতুন কমিটির সদস্যদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ জানুয়ারূ রোববার রাতে নিউইয়র্কের লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

তিন পর্বের এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্বে ছিল নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ। এতে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী। শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হাসান মহিউদ্দিন এবং সদস্য সচিব রানা আমীরের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য মামুন রশীদ সংগঠনের নানান দিক তুলে ধরে সবার প্রতি নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। সংগঠনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এন. আমীন।

অনুষ্ঠানে অভিষিক্তরা হলেন- সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ও আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক মইনুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম, কোষাধ্যক্ষ আনোয়ারুল আজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, প্রচার এবং অফিস সম্পাদক রুহুল চৌধুরী, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সম্পাদক সাদাত, কার্যনির্বাহী সদস্য আমীর হোসেন রানা, হাসান মহিউদীন ও মঈনুল হুদা। অভিষেক অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মঞ্চ মাতালেন চন্দ্রা রায়

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা , একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা চন্দ্রা রায়। বাবার পথ অনুসরণ করেই নিজেকে একজন সংগীতশিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এবার নিউইয়র্ক এর মঞ্চ মাতালেন এই গায়িকা। ১২ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের আল আকসা ভেন্যুতে " উল্লাস ফিচারিং আরটিভি বাংলার গায়েন লাইভ ইন নিউইয়র্ক " শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্রার একক সংগীত সন্ধ্যা। কনসার্টটির আয়োজন করেছিল পিঙ্ক নয়েজ প্রোডাকশন। কনসার্টটির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন অলিভ আহমেদ। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।পাবলিক রিলেশান এর দায়িত্তে ছিলেন শামীম সিদ্দিকী পিঙ্ক নয়েজ এর কর্ণধার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার আররিফুজ্জামান আরিফ সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন সামনে তরুণ শিল্পীদের নিয়ে বেশ কিছু কনসার্ট এর পরিকল্পনা আছে।উল্লাস পিঙ্ক নয়েজ এর একটি প্ল্যাটফর্ম আর এই প্ল্যাটফর্ম এ বছরে ৫ টি করে শো করা হবে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জাকজমকপূর্ণ লাইট শো আর ভিন্নধর্মী উপস্থাপনের মাদ্ধ্যমে , যা হল ভর্তি দর্শকদের বিমোহিত করে। দর্শকদের আনন্দ উল্লাস আর করতালিতে অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চল।নিয়ইয়র্ক এর সব স্থানীয় শিল্পিরা উপস্থিত ছিলেন প্রতিটা গান এর পরিবেশনা ছিল ভিন্ন কম্পোজে। সামিন ইয়াসার এর কম্পোজিসনে কীবোর্ড এ ছিলেন সাইফুল মিঠু, লিড এ সামিন ইয়াসার, বেজ এ আকাশ , ড্রামস রিদ, পারকাসান কাদের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা , কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টি লিডার এটর্নি মঈন চৌধুরী , ডাঃ বর্ণালী হাসান , ডাঃ মাহফুজুল হাসান ও কমিউনিটির অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার আরটিভি ।

অ্যাটর্নি রাজু মহাজন

নিউইয়র্ক সফরে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

চারদিনের সফরে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন। ২০ ও ২১ জানুয়ারী"ফ্যামেলী ও এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন" বিষয়ে তিনটি সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন ও অংশগ্রহনকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিবেন তিনি। জ্যামাইকার ৮৭-৪১, ১৬৫ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩২ ঠিকানায় ২০ জানুয়ারী শনিবার বিকাল তিনটায়, একই দিন রাত ৮টায় ব্রঙ্কস এর স্টারলিংয়ে খলিল হালাল চাইনিজে এবং ২১ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটস এর নবান্ন রেষ্টুরেন্ট অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন। এছাড়া প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে মতবিমিময় করবেন ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

রাজু'ল এর নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ফিরোজ কবীর। যে কোন ধরণের অভিবাসন সেবা পেতে যোগাযোগ করতে পারেন +1 934 345 7003 এই নম্বরে। এছাড়া সরাসরি অফিসে এসেও সেবা নিতে পারেন। নিউইয়র্কের ব্যস্ততম এলাকা কুইন্স এর ফরেস্ট হিলস টাওয়ারের চতুর্থ তলার স্যুট নম্বর ৪০০ তে এই কার্যালয়। উল্লেখ্য সাতজন অ্যাটর্নি, এবং ১০০রও বেশী ল'ক্লার্ক ও কেইস ম্যানেজার নিয়ে রাজু'ল, আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ ইমিগ্রেশান ল'ফার্ম। এখন পর্যন্ত ইমিগ্রেশন কেইসে রাজু'ল এর সাফল্যের হার ৯৯ শতাংশের ওপরে। বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসিতে হেড অফিসের পাশাপাশি আটলান্টা, লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক ও ঢাকায় ব্রাঞ্চ অফিস রয়েছে রাজু'ল।

ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের উদ্যোগে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের সাথে মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ জানুয়ারী শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের মামাস পার্টি হলে এই মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসাইন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমজিএইচ ট্রাভেলপোর্টেলের অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর সৈয়দ মো. ফাহিম হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসের সিইও মুহম্মদ শরিফ, টাংগন ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর ফারুক, গ্রুপ কাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন, ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আটাবের সভাপতি সেলিম হারুন ও আটাবের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ মুর্শেদ। প্রধান অতিথি এমজিএইচ ট্রাভেলপোর্টেলের অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর সৈয়দ মো. ফাহিম হাসান বলেন, বর্তমান যুগে ট্রাডিশনাল ট্রাভেল বিজনেস ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছে।

ট্রাভেল বিজনেস অনলাইন পোর্টালের ওপর তাদের ব্যবসার নজর দিচ্ছে। কারণ অনলাইনের বিকল্প নেই। আমার প্রতিষ্ঠান ডাটা ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস বা ডিডিএস সার্ভিস প্রদান করে। সার্ভিস এবং প্রতিশ্রুতি ঠিক থাকলে ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে উন্নতি করা যায় বলে মন্তব্য করে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন বলেন, অঙ্গীকার, কাস্টমার সার্ভিস ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ট্রাভেল ব্যবসার মূল ভিত্তি। কোথায় ভাল কাস্টমার সার্ভিস পাবে সে চিন্তা করে একজন কাস্টমার ট্রাভেল টিকেট বুকিং করে। সংকটাপন্ন সময়ে অঙ্গীকারও কাস্টমার সার্ভিস দিয়ে মূল্যায়ন করে একজন কাস্টমার। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস সব সময় আমাকে টিকেট ক্রয়ে ভালো সার্ভিস দেন। স্বাগত বক্তব্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের সিইও মোহাম্মদ শামছুদ্দিন বশির বলেন, ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ও গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রবাসীদের যে কোনো দেশে ভ্রমণে ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস প্রদান করে। ঢাকাতে ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিস এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের অনুমোদিত। বাংলাদেশে আমাদের ২৪ ঘণ্টা কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। যেকোন ইস্যু আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাধান করি। আমরা প্রথম বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ট্রাভেল ওয়েব পোর্টাল চালু করেছি। তিনি বলেন, বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে আমাদের ওয়েব পোর্টাল থাকে ক্রেডিট কার্ডের মাধমে টিকেট বুকিং করতে পারেন এবং টিকেট ক্রয় করতে পারে। আমাদের সার্ভিসটি সুম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা বিভিন্ন দেশের ভিসা সার্ভিস প্রদান করি। আমাদের রয়েছে ওমরা সার্ভিস। সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনাতে ন আমাদের মুয়াল্লিম সার্ভিস রয়েছে। বাংলাদেশে প্রবাসীদের আত্মীয় স্বজনদের ঢাকা থাকে হজ্ব ও ওমরা প্যাকেজ নিতে পারেন।

জনগণ ও মানবতার পক্ষে দাঁড়ান

আবু জাফর মাহমুদের আহ্বান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক স্টেট এর মানব সেবার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সিডিপ্যাপ সার্ভিস রক্ষার জন্য স্টেট ও সিটির সকল জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলি ও সিনেট মেম্বারদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেন, আপনারা রাজনীতিক। আপনারা আমাদের ভোটে নির্বাচিত। মনের রাখতে হবে, আগামী নির্বাচনেও আপনাদের ভোটের প্রয়োজন আছে। আমরা এখন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবো, কে মানুষের জন্য কাজ করছেন, কে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আর কে জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। আমরাও তাদের এই ভূমিকা দেখেই আগামীতে সিদ্ধান্ত নিতে চাই। শিগগিরই স্টেট হাউজ এ বিষয়ে বিল উত্থাপন হবে। সে সময় এগিয়ে আসছে। সেখানে আমরা আপনাদের সমর্থন চাই।

ড. জাফর মাহমুদ ১৩ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম ও নিউ আমেরিকান উইমেনস ফোরাম আয়োজিত বার্ষিক সুধি সমাবেশ ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে সম্মাণিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক এডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস, স্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, স্টেট সিনেটর জন লুই, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোরান মান্দানি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার এলিসায়া হ্যান্ডমান, অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, সিটি কাউন্সিল ম্যান শেখর কৃষ্ণাণ, সিটি কাউন্সিলওমেন লিন্ডা লি, সিটি কাউন্সিলওমেন সান্দ্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট লিডার প্রেস্টন ব্রেকার, ডিস্ট্রিক্ট লিডার মুফাজ্জাল হোসাইন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও কমিউনিটি বোর্ড ৮ চেয়ারপারসন মার্থা টেইলর, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ফামেলা বন্টুফোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড ১২ চেয়ারপারসন রেভেন ক্যারোল্যান থ্রোবস, কমিউনিটি বোর্ড ১২ ভাইস চেয়ারপারসন বেলাল কারীমসহ বিভিন্ন কমিউনিটির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অতিথি। এশীয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যের প্রথশ অংশে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ আলমের সঙ্গে সংগঠনের সূচনালগ্ন থেকে সম্পৃক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, আজ যেসব তরুণরা এই সংগঠনের নেতৃত্বের সারিতে কাজ করছেন, তারাও আগামী দিনের মূলধারার রাজনীতির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন এবং অন্যদের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করছেন। এটি অনেক বড় কাজ। এরা আমাদের সন্তান। তাদেরকে এগিয়ে নেয়া আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে উজ্জীবিত করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যই পাশে দাঁড়িয়েছি।

তিনি নিউইয়র্ক স্টেট এর সিডিপ্যাপ সার্ভিসের সংকট নিয়ে বলেন, সিডিপ্যাপ সার্ভিসকে বিপেদের মুখে ঠেল দেয়া হয়েছে। বড় বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ছোট ও মাঝারি আকারের সিডিপ্যাপ সার্ভিসের ওপর খড়গ নামিয়ে আনা হয়েছে। ২১৭টি সিডিপ্যাস সার্ভিস এজেন্সিকে চিঠি দেয়া হয়েছে তাদের কার্যক্রম বন্ধের জন্য। এটি মেডিকেয়ার ও মেডিকেড বহনকারী বয়স্ক ও শারিরীকভাবে অক্ষম মানুষের জন্য এক অশনী সংকতে। এটি শুধু আমার মতো উদ্যোক্তাদের ক্ষতি, তা-ই নয়। এটি সিডিপ্যাপ ও হোম কেয়ার সেবার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ। এই নিউইয়র্ক স্টেটে আমাদের নয়টি অফিসের মাধ্যমে হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাস সেবা দেয়া হচ্ছে। গত পনের বছরে বহু সংখ্যক এজেন্সি তৈরি হয়েছে। তাদেরও অনেক শাখা অফিস রয়েছে। কর্মী রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যক্তি ও পরিবারের সেবা, কর্মসংস্থান ও জীবনধারণের জন্য কাজ করে চলেছি। এখন যদি এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তা শুধু এই বিপুল জনগোষ্ঠির স্বাভাবিক জীবন যাপনের ওপর প্রভাব পড়বে না, এর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে গোটা নিউইয়র্ক স্টেট তথা আমেরিকার ভাবমূর্তির ওপর।

আমি সকল হোম কেয়ার এজেন্সির পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি নিয়োগ করে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ করেছি। আশার কথা হচ্ছে, নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্লিম্যান শেইগ ইতোমধ্যে নিউইয়র্ক স্টেট এর উচ্চ ও নি¤œকক্ষে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য স্পন্সর হয়েছেন। আরো অনেক স্টেট অ্যাসেমব্লি মেম্বার সিনেট মেম্বার ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এ আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন জাতিগেষ্ঠির প্রায় অর্ধশত এজেন্সি সিডিপ্যাপ রক্ষার জন্য আমার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই সময়ে আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই। আসুন একসঙ্গে বসে আলোচনা করি। নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেট এর মানবিক প্লাটফরম সুরক্ষায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি।

অনুষ্ঠান পুরো বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন নুসরাত আলম। অনুষ্ঠানটি পর্ব আকারে উপস্থাপনা করেছেন নুসরাত আলম, পল গোপাল, অসিম সাহা এবং আহনাফ আলম। আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী ও সঙ্গীত মজুমদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ওমেন্স ফোরামের রুবাইয়া রহমান, ইয়ুথ ফোরামের আনুভা হোসেন।

একসঙ্গে দু'টি সংসদ বহাল সংবিধানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ করে মঈন খান বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমান যে অর্জন করেছিলেন, সেই অর্জনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আজকে আমাদের উপর একটি দায়িত্ব বর্তেছে, সেই দায়িত্ব হচ্ছে- আমরা জীবন বাজি রেখে দেশে আবার গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবো। তাই জিয়াউর রহমানের যে গুণাবলী, সেসব গুণাবলী আপনারা আপনাদের জীবনে প্রতিভাসিত করুন। সেটা আমরা করতে পারলে দেশের মানুষের যে চাওয়া তা ফিরিয়ে দিতে পারবো।

সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আজকে আমাদের রাজপথে থাকতে হবে।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান আমাদের যে গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই গণতন্ত্র আজকে বাংলাদেশে মৃত। আজকে আমরা এই শপথ গ্রহণ করবো, আওয়ামী লীগ যে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, সেই গণতন্ত্রকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করবো ইনশাআল্লাহ। সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজকে আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু এই সংগ্রাম অনেক কঠিন ও দুরূহ। তবে সত্য ও মানুষের জয় হবেই। অন্যায় ও স্বৈরাচার পরাজিত হবে। এটা ইতিহাসের সত্য।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ৬০০ সিটের সংসদ সদস্য করে তাড়াহুড়া করে নতুন একটি সংসদ সৃষ্টি করে তারা আবার ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু দেশের ১২ কোটি ভোটার এবং ১৮ কোটি মানুষ ৭ই জানুয়ারি এই সরকারকে বর্জন করে তাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। এটা আমাদের কথা নয়। আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের যে বক্তব্যে এটাই। শুধু তাই নয়, বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থা, সুশীল সমাজের সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো একত্রিত হয়ে ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনকে একটা ভুয়া, নাটক ও প্রহসনের নির্বাচন বলে ঘোষণা দিয়েছে।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, আজকে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। সেই জনগণ ভোট দেয়নি। সেই ভোট করে যারা ক্ষমতায় তারা সরকার হতে পারে না। সেই গণতন্ত্র লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারেক রহমান। তার নেতৃত্বে পুনরায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই সরকার জিয়াউর রহমানের নাম শুনতে পারে না। তারা ভয় পায়। কারণ যেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে জিয়াউর রহমান সফল হয়েছেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমি জানি আপনারা (নেতাকর্মীরা) হতাশ না। হতাশ হলে লড়াই চলতো না। আসুন লড়াইয়ের ময়দানে। এই লড়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের ঋণ পরিশোধের ময়দান। এই ময়দানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এই সরকারের পতন হবে।

দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেন, আজকে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। তাই শুধু স্লোগানে হবে না। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা আজকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আছি। আমরা আর কোনো দেশের (ভারত) অধীনে যাবো না। তারা আমাদের বন্ধু হিসেবে এবং জনগণের সঙ্গে যদি তারা থাকে তাহলে থাকবে। অন্যথায় নয়। কিন্তু তারা বাংলাদেশকে তাদের অধীনে নিতে চাচ্ছে। আমরা আর এদেশকে পরাধীন হতে দিবো না।

বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে সভায় দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস, তাঁতী দলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব আব্দুর রহিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

দ্বাদশ নির্বাচন ছিল একপক্ষীয় পাতানো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জুন থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করেন মাহ্‌ফুজুল হক ও নেওয়াজুল মওলা। গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে বড় দুই দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। এই বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মি দশা প্রকটতর হয়েছে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকার দলের প্রার্থীর সঙ্গে একই দলের স্বতন্ত্র ও অন্য দলের সরকার-সমর্থিত প্রার্থীদের এই পাতানো খেলায় আচরণবিধি লঙ্ঘন, সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে একতরফা নির্বাচনের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গবেষণায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫০টি আসন নির্বাচন করে ১৪৯ জন প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ফৌজদারি

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গবেষণায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫০টি আসন নির্বাচন করে ১৪৯ জন প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী।

মামলা রয়েছে। তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী। প্রার্থীদের ৫৪ শতাংশ আগে কখনো নির্বাচনে অংশ নেননি। এসব আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত শতভাগ প্রার্থী কোনো না কোনো আচরণবিধি ভেঙেছেন। অধিকাংশ স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ), স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। ২৪১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি।

গবেষণায় বলা হয়, তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত নির্ধারিত ব্যয়সীমার (২৫ লাখ টাকা) বেশি ব্যয় করেছেন প্রায় ৬৬ শতাংশ প্রার্থী। গড়ে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা নির্ধারিত সীমার ছয় গুণ বেশি। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ১১ দশমিক ৪৫ গুণ টাকা বেশি ব্যয় করেন। বিজয়ী প্রার্থীদের গড়ে খরচ ৩ কোটি ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৮ টাকা। বিজয়ী একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লাখ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা ব্যয় করেছেন। সর্বনিম্ন একজন ব্যয় করেছেন ১৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনের আগে ও পরে মিলিয়ে গড়ে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করেছেন।

গবেষণায় বলা হয়, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কমিশনের মোট ব্যয় ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা, যা একাদশ নির্বাচনের চেয়ে তিন গুণ বেশি। বাজেটের অর্ধেকের বেশি ৫৪ শতাংশ খরচ হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য। তবে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) নির্বাচনকেন্দ্রিক খবর প্রচারে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। বিটিভিকে একচেটিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশনগুলোতেও সরকারদলীয় নেতাদের বক্তব্য বেশি প্রচার হয়েছে।

টিআইবির গবেষণা বলছে, ভোটারদের অর্থ ও বল প্রয়োগ করা প্রার্থীদের ৪১ শতাংশ আওয়ামী লীগ মনোনীত ও ৪৮ শতাংশ স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ৮৫ দশমিক ৭ শতাংশ আসনে, জোর করে ভোট দিতে বাধ্য করা ৫৫ শতাংশ, বুথ দখল, জাল ভোট ও সিল মারা হয় ৫১ শতাংশ, ভোট গণনায় জালিয়াতি ৪৩ শতাংশ, ভোট কেনা প্রায় ৩৯ শতাংশ, পোলিং এজেন্ট প্রবেশ করতে না দেওয়া সাড়ে ৭৫ শতাংশ।

বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক জরিপে এমন চিত্রই দেখা গেছে। এ বছরের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠেয় আইওয়া ককাসের এক দিন আগে গত রোববার জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়।

জরিপে দেখা গেছে, তিনটি ক্ষেত্রে রিপাবলিকান প্রার্থিতা প্রত্যাশী রন ডিস্যান্টিস, নিকি হ্যালি, বিবেক রামাস্বামী এবং এসা হাটচিনসনের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

কমপক্ষে ৬৮ শতাংশ রিপাবলিকান সদস্য এবং রিপাবলিকান সমর্থকেরা বলেছেন, ট্রাম্প প্রার্থিতা পেলে নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রে নিকি হ্যালির প্রতি সমর্থন ১২ শতাংশ, ডিস্যান্টিসের প্রতি সমর্থন ১১ শতাংশ। অন্য প্রার্থিতা প্রত্যাশীদের প্রতি সমর্থনের হার এক অঙ্কের ঘরে। জরিপে অংশগ্রহণকারী রিপাবলিকান সমর্থকেরা দলটির অন্য মনোনয়নপ্রত্যাশীদের তুলনায় ট্রাম্পকে বেশি 'বলিষ্ঠ নেতা' ও প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য 'সবচেয়ে যোগ্য' বলে মনে করেন। সব মিলিয়ে ৭০ শতাংশের বেশি রিপাবলিকান প্রাপ্তবয়স্ক সমর্থক চাইছেন ট্রাম্পকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হোক।

অন্যদিকে ৫৭ শতাংশ ডেমোক্র্যাট সদস্য বাইডেন সম্পর্কে এমন মনোভঙ্গি পোষণ করেন। জরিপ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের জনপ্রিয়তার হার কমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ১৫ বছরে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা এতটা কম ছিল না।

নতুন জরিপে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের জনপ্রিয়তার হার কমে ৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৬-০৮ সাল থেকে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টদের জনপ্রিয়তার হারের তুলনায় সর্বনিম্ন। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁর জনপ্রিয়তা ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত নামতে দেখা গিয়েছিল। জরিপে অংশগ্রহণকারী ডেমোক্র্যাট সদস্যদের ৫৮ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমর্থন করেন না।

জরিপে দেখা গেছে, নারীদের মধ্যেও বাইডেনের জনপ্রিয়তা আরও কমেছে। জরিপে অংশ নেওয়া নারীদের প্রায় ৩১ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে সমর্থন করেন। ২০২০ সালের জরিপে ৫৭ শতাংশ নারীর সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। নতুন জরিপে ৩৪ শতাংশ পুরুষ বলেছেন, তাঁরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনকে সমর্থন করেন।

রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সম্ভাব্য দুই প্রার্থী হিসেবে বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে ওই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন বাইডেন। এ ক্ষেত্রে বাইডেন সমর্থন পেয়েছেন ৪১ শতাংশের আর ট্রাম্প সমর্থন পেয়েছেন ২৬ শতাংশের। তবে 'মানসিক ক্ষিপ্রতা' ও 'শারীরিক সক্ষমতা'র বিবেচনায় আবারও প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থনের হার বেশি।

এবারের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রার্থীই নির্বাচনের মুখোমুখি হচ্ছেন। ১৯৪৫ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের পর সর্বনিম্ন জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বাইডেন পুনর্নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা এখন ৩৫ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করছে। রিপাবলিকান সমর্থকদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও সার্বিক জনপ্রিয়তা জরীপ ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে। আমেরিকার অধিকাংশ জনগণই উভয় প্রার্থীকে অপছন্দ করেন। এনপিআর এবং পিবিএস পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে ৫৩ শতাংশ মার্কিনিদের অপছন্দ জো বাইডেনকে। অপরদিকে ৫৬ শতাংশ লোকজনের অপছন্দ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

ভাবাদর্শের দিকে দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকা ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দলে বিভক্ত ছিল। উভয় দলের মধ্যেই ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন কর্মকৌশল নিয়ে জোরালো বিতর্ক চলে আসছিল দীর্ঘদিন থেকেই। এখন আর সে পরিস্থিতি নেই। উভয় দলের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক বিভেদ এখন প্রকাশ্য এবং চরমে পৌঁছেছে। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে চরম উদারনৈতিক ও মধ্যপন্থীদের সংঘাত চরমে। অপরদিকে রিপাবলিকান দলে রক্ষণশীল এবং অতিরক্ষণশীলদের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার কোন সুযোগই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

আমেরিকায় তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক দলও গড়ে ওঠেনি। এমন কোনও সম্ভাবনাও নেই। তবে ব্যাপক সংখ্যক মার্কিনিরা স্ব স্ব দলের তালিকা থেকে নিজেদের নাম সরিয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা জীবনের নানা পর্যায়ে দুই দলের পক্ষে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে থাকেন। প্রতিটি দল জানে , তাদের তালিকাভুক্ত সমর্থকদের খবর। এ তালিকাভুক্তির লোকজন দল পরিবর্তনও করতে পারেন নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে আমেরিকার প্রায় চল্লিশ শতাংশ লোকজন এখন উভয় দল থেকেই নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এসব লোকজনকে ইন্ডেপেন্ডেন্ট বা স্বতন্ত্র ভোটার হিসেবে দেখা হয়। নির্বাচনে এ স্বতন্ত্র, দলের তালিকাভুক্তিহীন ভোটারই শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। আসছে নির্বাচনে এ গ্রুপটিই জয় পরাজয়ের নির্ধারণী শক্তি হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদটি খুবই গুরুত্বের। প্রেসিডেন্টের প্রভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ প্রভাবে দেশের ভাবাদর্শ পরিবর্তন আনা সম্ভব। আইন আদালতে পরিবর্তন, যুদ্ধ শুরু ও শেষ করা , বিশ্ব মঞ্চে আমেরিকার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ মার্কিন প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণভাবে আমেরিকা এখন এক অস্থির সময় পার করছে। আমেরিকার সমাজ, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি, প্রযুক্তি - সব বিষয়গুলো ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে সংঘাতময় মার্কিন পক্ষগুলো নিজেদের অবস্থান নিয়ে জয় পাওয়ার চেষ্টা করছে।

এ বছরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোন ভাবাদর্শের জয় হবে আমেরিকায়, এ নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিক প্রতিটি নির্বাচনেই জনসমাজের এমন বিভক্তি দেখা গেছে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টই ৫৩ শতাংশের বেশি ভোট পাননি। ১৮২৪ সালের পর থেকে মাত্র ৪ বার নির্বাচনে প্রেসিডেন্টরা ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। সিভিল ওয়ারের পর আমেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক এখন এমনই তুঙ্গে যে বিষয়গুলোকে আর বিতর্ক বলা যায় না। রীতিমতো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ বলে এখন বিবেচনা করা হচ্ছে।

কী নিয়ে বিভক্তি নেই আমেরিকার? জলবায়ু , অভিবাসন, গর্ভপাত, আগ্নেয়াস্ত্র আইন, শিক্ষা ব্যবস্থা , চিকিৎসা ব্যবস্থা, আবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা - কোনোকিছু নিয়েই এখন আর কোন ন্যূনতম ঐক্য নেই। এমনকি গণতন্ত্র রক্ষা নিয়েও যুদ্ধ ঘোষনা করতে হচ্ছে আমেরিকার নির্বাচনে প্রার্থীকে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এবারের নির্বাচন গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। রক্ষণশীলরা দেখছে আমেরিকা বদলে যাচ্ছে নিজেদের চিন্তার উল্টো পথে। দুর্বল এবং উদারনৈতিকতার পথে আমেরিকার এমন বদলে যাওয়া ঠেকাতে রক্ষণশীলরাও এখন যুদ্ধংদেহি।

যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক লোকজন দেখছে তাদের মূল্যবোধ প্রতিদিন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত না নিয়েই ষড়যন্ত্র ও চাপিয়ে দেয়া নীতির কারণে অসহিষ্ণুতার বিস্তার ঘটছে। আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতিতে গত ৮টি জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে ৭ বারই ডেমোক্র্যাট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছে। যদিও এ সময়ে ডেমোক্র্যাটদের মাত্র পাঁচ জন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরেছেন।

গালাপো পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে ৪০ শতাংশ লোকজনই এখন নিজেদের স্বতন্ত্র বলে দাবি করছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমেরিকার ৬০ শতাংশ ভোটারই ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকানদের পছন্দ করছে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে দুই দলের বাইরে থাকা ৪০ শতাংশ লোকজনের মধ্যে কোন আদর্শিক ঐক্য নেই । ফলে এ লোকজনের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনো দলের উত্থানও সম্ভব নয়।

সার্বিকভাবে আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে এ দেশের লোকজন হতাশ। গালাপো জরিপেই দেখা গেছে পাঁচজনের মধ্যে চারজন নাগরিকই এ নিয়ে তাদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে আমেরিকানদের এখন প্রকাশ্য অভিমত, তারা বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বেশি বয়স্ক বলে মনে করছে। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সহ নানা ক্ষেত্রে সাফল্য থাকলেও ইমিগ্রেশন এবং ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে বাইডেনের প্রতি আমেরিকান মানুষের অপছন্দ এখন প্রকাশ্য। জরিপে দেখা গেছে ৫৩ শতাংশ লোকজন প্রকাশ্যেই বাইডেনের প্রতি তাদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছে। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ৫৬ শতাংশ লোকজন তাদের অপছন্দের কথা জানিয়েছে।

একপক্ষীয় নির্বাচনে অতলে হারিয়ে যাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে (এখন পর্যন্ত) ২৯৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২৩টি স্বতন্ত্র ৬২টি, জাতীয় পার্টি ১১টি এবং ছোট দলগুলো ৩টি আসন পেয়েছে। বিএনপি এবং বেশ কয়েকটি দল বিহীন এ নির্বাচনকে অনেকে ডামি বা " একটি বিশেষ নির্বাচনী প্রচারণা" এর নির্বাচন নামে আখ্যা দিয়েছেন।

এবারের নির্বাচনটি অন্যান্য বারের নির্বাচনের চেয়ে বেশ ভিন্ন। কারণ জাতীয় পার্টি নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় ছিল না। ৭০ থেকে ৮০টি আসনে আওয়ামী লীগ পন্থী স্বতন্দ্রের সাথে নির্বাচন যুদ্ধ হয়েছে। যা একেবারে হাস্যকর বলে অনেকে মনে করেন। এ কারণে বুধবার রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করে বলেছেন, এবারের নির্বাচন অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। নির্বাচনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত। টিআইবির কর্মকর্তারা বলেন, হবে।ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক দেখাতে নিজ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়া হলেও বেশির ভাগ আসনে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল না ২৪১টি আসনের ভোট। নির্বাচনে শেষের এক ঘণ্টায় ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ক্ষমতা অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নে একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না, তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদণ্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত থাকে, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি।

বিএনপি কি করবে: দ্বাদশ নির্বাচনের সময় এক হরতাল ডেকেই দায়িত্ব পালন করেছে বিএনপি। এরপর নির্বাচনের চার দিনের মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়ে নতুন সরকার গঠন করল আওয়ামী লীগ। যেভাবেই হউক শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনের পর বিএনপি নেতা মইন খানসহ বিভিন্ন নেতারা বলেছেন, বিএনপির কর্মসূচি সফল। জনগণ বিএনপির ডাকে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রে ভোট দিতে যান নি।

নির্বাচন কমিশনারের হিসাব অনুযায়ী এবারের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অনেকের ধারণা এত ভোটার কেন্দ্রে যান নি।

তাহলে বিএনপির ভবিষ্যৎ কি? বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে শিগগির জামিন দেয়া হতে পারে। তিনি ১১টি মামলার মধ্যে ১০টি জামিন পেয়েছেন। আমীর খসরুও বেশির ভাগ মামলায় জামিন পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন, বিএনপির অনেকে জামিন পেতে পারেন। কারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। এখন আর সরকারের তেমন কোন ভয়ভীতি নেই বিএনপি নিয়ে।

বিএনপির অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে গত ১০ বছরে ৭০ হাজারের বেশি মামলা হয়েছে। আসামি কয়েক লাখ। সুতরাং বিএনপি সামনে খুব বেশি কিছু করতে পারবে বলে মনে করেন না অনেকে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এখনো স্পষ্ট নয়।

যুক্তরাষ্ট্র এবং সজীব ওয়াজেদ জয়

নির্বাচনের পর সবাইকে সবচেয়ে অবাক করেছে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জয় এখনো দেশে আসেন নি। এবং এ ব্যাপারে তাঁর খুব বড় ভূমিকাও এখনো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস নিরব থাকলেও এখন অনেকটা তিনি সরব হয়ে উঠেছেন।

বুধবার নতুন পররাষট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদে সাথে পিটার দেখা করে বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে আলাপ হয়েছে। বিশেষ করে জলবায়ু, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং রোহিঙ্গা ইস্যা নিয়ে কথা হয়েছে।

হাছান মাহমুদ বলেছেন, ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার কথা হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর পিটার বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগহ প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সুতরাং এখন কিছু বলা যাচ্ছে না যে নতুন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কি পলিসি নিতে যাচ্ছে।

এদিকে, বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত জানান, ইইউ যে কাজ বাংলাদেশে করে, তার একটি অংশ উন্নয়ন সহযোগিতা। এক বছর আগে দুই পক্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ হয়েছিল এবং সেখানে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিও ছিল। নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও আলোচনা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটা শুধু আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নয়, বিশ্বের বিস্তৃত পরিবেশে কী ঘটছে, তা নিয়েও এবং কীভাবে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভিন্ন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোতে প্রভাব রাখতে পারে, সেসব বিষয় গুরুত্ব পাবে। তাতে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন সংঘাতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 'খুব শিগগির 'অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি' নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হবে বলে জানান ইইউ রাষ্ট্রদূতচার্লস হোয়াইটলি।

আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী

মাঠে বিএনপি নেই। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ। ৭ তারিখের নির্বাচেনর পর এখনো বিভ্নিস্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে নৌকার প্রার্থীর সংঘর্ষ হচ্ছে। জানা গেছে, ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন থেকে এ পর্যন্ত সংঘাতে নোয়াখালী, মাদারীপুর, নেত্রকোনা ও ঝিনাইদহে চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েক শ মানুষ। এসব ঘটনায় আক্রমণকারী, আক্রমণের শিকার এবং আহত-নিহতের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থক। তাঁরা নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর হয়ে সংঘাতে জড়িয়েছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, কোন ধরণের সহিংসতা বরদাশত করা হবে না।

এদিকে, জাতীয় পার্টির মধ্যে গৃহদাহ ঘটেছে। জাতীয় পার্টির অনেক প্রার্থী অভিযোগ করেছেন , তাদের নামে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের কাছে বিলি করেন নি কেন্দ্রীয় নেতারা। ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। তিনি বলেছেন, চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বাংলাদেশের কোনো লোক যদি বলতে পারে আমি বা চেয়ারম্যান কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, তাহলে পদত্যাগ করব। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, টাকা না পাওয়ায় মনের ব্যথায় যা তা বলছেন লাঙ্গলের পরাজিত প্রার্থীরা।

গত রোববার সভা করে লাঙ্গলের ১২২ প্রার্থী অভিযোগ করেন, সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তহবিল তছরুপ করেছেন শীর্ষ নেতারা। প্রার্থীদের ভোটে নামিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খরচ দেওয়া দূরে থাক, খবরও নেননি। একই অভিযোগ তুলে গত বুধবার বনানী কার্যালয় ঘেরাও করেন প্রার্থীরা। ভোটের প্রচারের সময় ২১ প্রার্থী সরে যান খরচ না পেয়ে।

ভোটে ভরাডুবি নিয়ে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতা-কর্মীদের একটা অংশের নানা অভিযোগের ব্যাপারে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, 'যারা বলছে, আমরা টাকা পাইছি, টাকা যে পাইছি, এর সাক্ষী-প্রমাণ কী। বললেই হলো টাকা পাইছি।'

৭ জানুয়ারির নির্বাচনে জাপাকে ২৬ আসন ছেড়ে দিয়ে নৌকার প্রার্থী করে আওয়ামী লীগ। ছাড়ের আসনের মাত্র ১১টিতে জয়ী হয়েছেন লাঙলের প্রার্থীরা। বাকি ১৫টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিপক্ষে পরাজিত হয়েছে জাপা। এর ছয়টিতে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে লাঙলের। সমঝোতার বাইরে ২৩৯ আসনে তিনটি বাদে কোথাও জামানত বাঁচাতে পারেনি লাঙল।

সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী জহিরুল ইসলাম বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিনেই আওয়ামী লীগের হামলার শিকার হই। চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে বারবার ফোন দিলেও ধরেননি। আর্থিক সহযোগিতা না করলেও তাঁরা অন্তত সাহস দিতে পারতেন। আজকের সভায় আসায় বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এসেছি, কষ্টের কথা বলতে। বহিষ্কার করবেন, করেন।'

সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের প্রার্থী মোক্তার হোসেন বলেছেন, "দল বলল, 'নির্বাচন কর। তুমি কিছু খরচ কর। বাকিটা দল দেবে।' দোকান বিক্রি করে প্রথম কয়েকদিন প্রচার চালিয়েছি। এরপর দলের কাছে টাকা চাইলে চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ফোন ধরেননি। কারণ, তাঁদের মনে ভয়, নির্বাচনের জন্য পাওয়া যে টাকা আত্মসাৎ করেছেন, এর কী জবাব দেবেন।"

সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপির এয়াহিয়া চৌধুরী বলেন, 'জি এম কাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও, তাঁর কাজে গণতন্ত্র নেই। স্ত্রীর জন্য ফিরোজ রশিদ, আবু হোসেন বাবলা, লিয়াকত হোসেন খোকা, পীর ফজলুর রহমান, আতিকুল ইসলাম আতিকসহ ৯ জনের আসন জলাঞ্জলি দিয়েছেন। জি এম কাদের তাঁর স্ত্রী, নাতি, মেয়ের ভাসুরের জন্য আওয়ামী লীগের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করেছেন। শেরীফা কাদেরের কী অবদান রয়েছে দলে? দলের প্রার্থীদের জন্য পাওয়া টাকা জি এম কাদের, মুজিবুল হক চুন্নুরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। এর জবাব দিতে হবে।'

এদিকে, এবারের সংসদে কে বিরোধী দল গঠন করছে তা এখনো ঠিক হয়নি। স্বতন্ত্ররা বলছেন , তারা ৬২ সিট পেয়ে বিরোধী দলে থাকতে চান। আর জাতীয় পার্টি বলছে তারা তারা গঠন করবেন। তবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিবেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের আনন্দ সমাবেশ

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে সকল বিজয়ী প্রার্থীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ উৎসব ও সমাবেশ করেছে।

১৪ জানুয়ারী রোববার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রওশন বেগম।সাধারন সম্পাদক ফরিদা ইয়াছমিনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল,যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান।

বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সহসভাপতি কবি আবু তাহের চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ আলম বাবলু, মহিলা আওয়ামীলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সবিতা দাশ, সদস্য উইলী নন্দী, সদস্য প্রিনা নন্দী, সদস্য রাফিজা রাফি, সদস্য ইসরাত জাহান, নুরুল আলম মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, মিসবাহুল সাকের জ্যুতি, শাহ আনসারী প্রমূখ।

পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়। প্রথমেই অতিথিরদের নিয়ে বিজয় আনন্দের কেক কাটা হয়।

প্রধান অতিথি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় বিজয়ী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

সবশেষে উপস্থিত সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

গাজী গোলাম সরোয়ার আর নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী গোলাম সরোয়ার ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওইন্নাইলাহি রাজিউন)। ১৫ জানুয়ারী সোমবার জ্যামাইকার কুইন্স হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। গাজী গোলাম সরোয়ার দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগছিলেন।

পটুয়াখালীর সন্তান মরহুম গাজী গোলাম সরোয়ার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বসবাস করছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়ার ইন্তেকাল

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটের গোল াপ গ ঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার তোতা মিয়া আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় সিলেট নগরীর টিলাগড়স্থ নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গোলাপগঞ্জ উপজেলা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার, সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক সাংগঠনিক কমান্ডার ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়া উপজেলার বাঘা ইউনিয়নের উত্তরগাঁও বড়বাড়ীর হাজী নছির উদ্দিনের পুত্র। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

একইদিন মঙ্গলবার বাদ এশা বাঘা উত্তরগাঁও জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

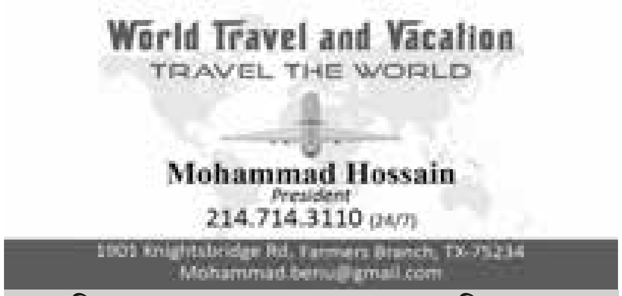

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্‌ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

আটলান্টিক সিটিতে 'শান্তি পদযাত্রা' অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

১৩ জানুয়ারী শনিবার আটলান্টিক সিটিতে "শান্তি পদযাত্রা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওইদিন সকালে সিটির ও ডোনেল পার্ক থেকে 'শান্তি পদযাত্রা' শুরু হয় এবং সিটি হলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

শান্তি পদযাত্রায় নিউ জার্সি রাজ্যের এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, সিটি কাউন্সিল সভাপতি এ্যারন রেনডলফ, সহসভাপতি কলিম শাহবাজ সহ অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃস্হানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন।

শান্তি পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারীরা শান্তির সপক্ষে ও সন্ত্রাসের বিপক্ষে প্ল্যাকার্ড বহন করে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, শান্তির সপক্ষে জাগরন সৃষ্টির মাধ্যমে কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসেই এই 'শান্তি পদযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহনকারীর অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত এই 'শান্তি পদযাত্রা' কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে।

দুই মার্কিন নৌসেনা নিখোঁজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর দুই নেভি সিল কমান্ডো ইয়েমেনগামী অস্ত্রের চালান জব্দ করতে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন। অভিযোগ রয়েছে, ইরান ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের জন্য জাহাজে করে একটি অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট পরিচয় গোপন রাখা দুই কর্মকর্তার বরাতে আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ওই দুই নৌ কমান্ডো উত্তাল সমুদ্রে হারিয়ে যান।

আইওয়া ককাসে হেরে ট্রাম্পকে সমর্থন রামাস্বামীর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিবেক রামাস্বামী

ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান উদ্যোক্তা বিবেক রামাস্বামীকে নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। রিপাবলিকান পার্টি থেকে মনোনয়নের দৌড়ে ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সমাবেশে ও বিতর্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতাদের পাশাপাশি রিপাবলিকান প্রার্থীদেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি।

তবে আইওয়া রিপাবলিকান ককাসে (দলীয় সদস্যদের সম্মেলন) বাজে ফল করেছেন তিনি। বড় ব্যবধানে জিতেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হারের পরই তিনি আর দেরি করেননি; ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে দলীয় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মার্কিন রাজনীতিতে বিবেক রামাস্বামী তুলনামূলক কম পরিচিত মুখ। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করেই রিপাবলিকান পার্টি থেকে মনোনয়ন দৌড়ে নেমে পড়েন তিনি। অভিবাসন এবং 'আমেরিকাই প্রথম' এসব নীতির বিষয়ে তাঁর দৃঢ় এবং যৌক্তিক মতামত রিপাবলিকান পার্টির ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

বিবেকের প্রচারের কৌশলটি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতোই ছিল। ট্রাম্পের প্রচারের সুর এবং নীতিই তাঁর প্রচারে কণ্ঠে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। রামাস্বামী মূলত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পুঁজি করতে চেয়েছিলেন, যেখানে এর আগেরবার ট্রাম্প এই কৌশলেই সহজ সাফল্য পেয়েছিলেন।

বিবেক রামাস্বামী ওহাইও অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে তাঁর বাবা–মা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। তাঁর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রেই। রক্ষণশীলদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং খ্যাতিই তাঁকে রাজনীতিতে আসতে অনুপ্রাণিত করে। পরে নিজেই ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন।

অবশ্য আইওয়া ককাস ঘনিয়ে আসার সময় রিপাবলিকান মনোভাব বিবেকের প্রতিকূলে যেতে থাকে। কারণ শেষ দিনগুলোতে ট্রাম্প প্রকাশ্যেই তাঁর নিন্দা করেন। ট্রাম্প নিজেই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে বিবেককে 'জালিয়াত' হিসেবে অভিহিত করেন। ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন, ভারতীয়-আমেরিকানকে একটা ভোট দেওয়া মানে 'অন্যকে' ভোট দেওয়া।

আইওয়া ককাসে বিবেক রামাস্বামী প্রায় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়েছেন।

রামাস্বামী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। এই মিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ২০২১ সালে 'Woke, Inc.' নামে একটি বই লেখেন। বইটি ওই সময় সর্বাধিক বিক্রির তালিকায় আসে। মূলত এর মাধ্যমেই তিনি ডানপন্থী বিশিষ্টজনে পরিণত হন। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগের ওপর ভিত্তি করে করপোরেট সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন ওই বইয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: আইওয়া ককাসে বিশাল ব্যবধানে জিতলেন ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: আইওয়া ককাসে বিশাল ব্যবধানে জিতলেন ট্রাম্প বিবেক রামাস্বামীর সহকর্মী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রত্যাশীরা প্রায়ই বিতর্কের সময় তাঁর প্রতি হতাশা অথবা আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে সাউথ ক্যারোলাইনার সাবেক গভর্নর নিক্কি হ্যালি, যিনি নিজেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত, তিনি রামাস্বামীকে উপহাস করে একবার বলেছিলেন, 'যতবার আমি আপনার কথা শুনি, নিজেকে বোকা বোকা লাগে!'

আইওয়া ককাসে নিক্কি হ্যালিকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন রন ডিস্যান্টিস। তবে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারিতে নিক্কি বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে জানাচ্ছে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো।

হার্টফোর্ডে ভারতীয় ২ শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

উত্তর আমেরিকা অফিস

হার্টফোর্ড শহরের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুই ভারতীয় শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ । ১৪ জানুয়ারী রোববার সকালে ওই দুই শিক্ষার্থীকে নিজ ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দুই শিক্ষার্থীর একজন তেলেঙ্গানা থেকে, আর অন্যজন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছেন। মৃতদের মধ্যে একজন ২২ বছর বয়সী গাট্টু দীনেশ, তিনি তেলেঙ্গানার ওয়ানাপার্থি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। অপরজন ২১ বছর বয়সী নীকেশ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের বাসিন্দা। ইউনিভার্সিটি অফ স্যাকরেড হার্টে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মাত্র ১৮ দিন আগে গত ২৮ ডিসেম্বর তারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। ১৫ জানুয়ারী সোমবার তাদের পরিবারের এক সদস্য এসব তথ্য জানিয়েছেন।

দীনেশের মামা স্থানীয় প্রতিবেদকদের জানিয়েছেন, পরিবারের লোকজনের কাছে আমেরিকা থেকে পুলিশ ফোন করে জানিয়েছে দুজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে ঘরের মধ্যে। দীনেশের মামা সাইনাথ জানিয়েছেন,

পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে, ১৩ জানুয়ারী শনিবার রাতে তারা দুজনেই ডিনার শেষ করে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছিলেন। এরপর তারা শুতে যান। পরের দিন তাদের বন্ধুরা ওই বাড়িতে এসে তাদের ডাকাডাকি করতে শুরু করেন। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর তারা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে তাদের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইডে দমবন্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তারা দরজা, জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়েছিলেন। ঘরে হিটার চলছিলো। প্রচন্ড ঠান্ডার জেরেই তারা ঘরে হিটার চালিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ঘরের ভেতর কার্বন মনোক্সাইড পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার জেরেই ঘুমের মধ্যে তাদের দমবন্ধ হয়ে যায়। তাদের ময়নাতদন্ত না করা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে না।

উড়ন্ত ট্যাক্সি হাজিদের পরিবহন করবে জেদ্দা থেকে মক্কায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরব উড়ন্ত ট্যাক্সি বা এয়ার ট্যাক্সি চালুর পরিকল্পনা করছে জেদ্দা এবং মক্কায় হাজিদের পরিবহনের জন্য । বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের কাছে পবিত্রতম স্থান গ্র্যান্ড মসজিদে ওমরাহ পালনকারীদের যাতায়াত সহজ করার জন্য বিমান পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা হচ্ছে বলে জানান এক সৌদি কর্মকর্তা। গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে খবরটি জানান হয়েছে।

পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ১০০টি লিলিয়াম জেট কেনার চুক্তি করেছে সৌদি আরবের এয়ারলাইনস সাউদিয়া। জার্মান ইলেকট্রিক ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং (ইভিটিওএল) বিমান কিনবে সংস্থাটি।

সাউদিয়া গ্রুপের করপোরেট কমিউনিকেশনের পরিচালক আবদুল্লাহ আল শাহরানি সৌদি সংবাদমাধ্যম আখবার ২৪-কে বলেন, জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ বিমানবন্দর থেকে গ্র্যান্ড মসজিদের কাছে মক্কা হোটেল ও অন্য পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে ওমরাহ পালনকারীদের যাতায়াত মসৃণ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইভিটিওএল এয়ার ট্যাক্সি সর্বোচ্চ ছয়জন যাত্রী বহন করতে পারবে।

এ ধরনের এয়ার ট্যাক্সি চালানোর অনুমতি পাওয়ার জন্য দেশের আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সৌদি এয়ারলাইনস কাজ করছে বলে জানান আল শাহরানি। চলতি মৌসুমে ওমরাহ কিংবা অন্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে হজযাত্রীদের পরিবহনের ক্ষেত্রেও গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পরিষেবাটি কবে থেকে চালু হবে, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি আল শাহরানি। তিনি শুধু বলেছেন, এ ধরনের বিমান সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হবে।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০ লাখ মুসলিম গত বছর হজ পালন করতে সৌদি আরবে এসেছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতি করোনা মহামারির আগের সময়ে ফিরে গেছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এই পরিসংখ্যান। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়া এ সপ্তাহের শুরুতে বলেন, গত বছর ওমরাহ পালনকারীর সংখ্যা রেকর্ড ১ দশমিক ৩৫ কোটিতে পৌঁছেছে।

ইসলামের জন্মস্থান সৌদি আরব সম্প্রতি ওমরাহ পালনের জন্য দেশটিতে আসতে ইচ্ছুক মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা চালু করেছে। ভিসাধারী ব্যক্তিদের স্থল, নৌ ও বিমান—সব পথেই সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সৌদি আরব তার নাগরিকদের এই সুবিধাও দিয়েছে, বিদেশে অবস্থানকারী বন্ধুদের সৌদি আরবে ভ্রমণ এবং ওমরাহ পালনের আমন্ত্রণ জানানোর আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। নারী ওমরাহ পালনকারীদের আর পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

সৌদি আরব আরও বলেছে, গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বসবাসকারী প্রবাসীরা তাঁদের পেশা-নির্বিশেষে পর্যটক ভিসার জন্য আবেদন এবং ওমরাহ পালন করতে সক্ষম হবেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুপ দাস ডান্স একাডেমির অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিজয় দিবস উপলক্ষে 'আমাদের বিজয়' শিরোনামে অনুপ দাস ডান্স একাডেমি (আড্ডা) আয়োজন করে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ৫ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা। আড্ডার নির্বাহী আল্পনা গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসীন আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবু চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। আড্ডার শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছিলো চোখে পড়ার মত। নৃত্যে ছিলেন মিথান দেব, ইশা, কৃষ্ণা, তিশা, পারমিতা, সংহিতা, অমৃতা, বুচি, সৃষ্টি, নির্জন, আদ্রিকা, সাবর্নী, সংযুক্তা, জয়িতা, অম্পিতা। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মিথান দেব। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন চন্দন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন কৃষ্ণা, পারমিতা, জয়িতা, সংহিতা ও সৌভিক। কবিতা আবৃত্তিতে ছিলেন আদ্রিকা, অম্পিতা ও সৌভিক। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন সুরাইয়া আলম ও সুমিত্রা সেন।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাহমিনা শহীদ, শারমিন তানিয়া, মাধু রায়, প্রদীপ বিশ্বাস, আড্ডার শিক্ষক চন্দন চৌধুরী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি ছন্দা বিনতে সুলতান, সুধাংশু মন্ডল, বনানী সিনহা। আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ক্লারা রোজারিও ও পল্লব সরকার।

প্রধান অতিথি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে প্রবাস প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যাবে।

আড্ডার নির্বাহী আল্পনা গুহ জানান, অনুপ কুমার দাশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে আড্ডা। ক্লাসিক্যাল নৃত্যের নির্ভরযোগ্য এ প্রতিষ্ঠানটি নৃত্য ছাড়াও নতুন প্রজন্মের সঙ্গীত সহ বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রসারে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন আবৃত্তিকার সাগর লোহানী, সাইদুর রহমান লিংকন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের প্রয়াত নৃত্য শিল্পী অনুপ কুমার দাশ প্রতিষ্ঠা করেন 'আড্ডা অনুপ কুমার দাশ ড্যান্স একাডেমি'। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনলাইনে চালিয়ে যান তার প্রতিষ্ঠিত আড্ডা অনুপ কুমার দাশ ড্যান্স একাডেমির কার্যক্রম।

'নান্দনিক' এর শুভ পথচলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আন্তরিক ও উৎসবমুখর পরিবেশে পথচলা শুরু করেছে আবৃত্তি শিল্পীদের জন্য ওয়েবসাইট নান্দনিক। এ উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারী শনিবার নিউইয়র্কের উডসাইডের একটি মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তীব্র ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই অনেকে সেখানে উপস্থিত হন। ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা, আবৃত্তি শিল্পী, কবি ও সংস্কৃতিপ্রেমী স্বজনেরা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানটির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিল্পী ক্রিষ্টিনা লিপি রোজারিও, সুতপা মণ্ডল, তাহরিনা পারভীন প্রীতি ও নাসিম বানু চাপার সঙ্গে উপস্থিত সবাই এতে কণ্ঠ মেলান।

এরপর www.nandonik.org এই ওয়েবসাইটের সম্পাদক ও প্রকাশক শুক্লা রায় মঞ্চে আসেন। তিনি উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও প্রজেকটরের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তুলে ধরেন। শুক্লা রায় বলেন, "কেবলমাত্র আবৃত্তি শিল্পীদের জন্য এই ওয়েবসাইটটি নির্মাণ করা হয়েছে। এতে বিষয়বৈচিত্র্য আছে; আর সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়েছে সবকিছু। সামনের দিনগুলোয় এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আবৃত্তি শিল্পীদের মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরির জন্য কাজ করবে নান্দনিক।" এ সময় ভিডিওতে ধারণকৃত 'নান্দনিক সম্পাদীয়' প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বাধীনতা পুরস্কার বিজয়ী কবি নির্মলেন্দু গুণ ও একুশে পদক বিজয়ী আবৃত্তি শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। নান্দনিক এর পথচলার এই আয়োজনে বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম। আরও শুভেচ্ছা জানান সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্কের পরিচালক মোশারফ হোসেন, দি অপটিমিস্টের চেয়ারম্যান মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা সাগর লোহানী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চন্দন সেনগুপ্ত, কমিউনিটির বিশিষ্টজন প্যাট্রিক রোজারিও ও কবি বেনজীর শিকদার।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন শিরীন বকুল, আবির আলমগীর, গোপন সাহা, সীতেশ ধর, ক্লারা রোজারিও, সাবিনা নীরু, শান্তা শ্রাবনী, এজাজ আলম, সেমন্তী ওয়াহেদ, সুমন শামসুদ্দীন, তাহরিনা পারভীন প্রীতি ও পারভীন সুলতানা। অনুষ্ঠানে দুই শিশু রাবিয়া সাবির ও আজমাইন স্বপ্নীল আবৃত্তি করে সবার মাঝে মুগ্ধতা ছড়ায়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "বিশ্বজোড়া আবৃত্তি শিল্পীদের মুখপত্র" এই শ্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করা নান্দনিক এখন সবার জন্য উন্মুক্ত। নান্দনিক এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য www.nandonik21.org@gmail.com এই ইমেইল ঠিকানাটি দেয়া হয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজে ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত ১১ জানুয়ারি , বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে। সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কমিউনিটির সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন প্রদান সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন সহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

কুমিল্লা সোসাইটির নতুন কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ- এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন তাছলিমা পাটোয়ারী।

১৫ জানুয়ারী সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান সবুজের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন হাজী খবির উদ্দিন ভুইয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদ, উপদেষ্টা হাজী পেয়ার আহমেদ, বদরুল হক আজাদ সালাউদ্দিন চৌধুরী, তাছলিমা পাটোয়ারী, রেজা আবদুল্লাহ প্রমুখ।কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন তাছলিমা পাটোয়ারী।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান সবুজের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন হাজী খবির উদ্দিন ভুইয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদ, উপদেষ্টা হাজী পেয়ার আহমেদ, বদরুল হক আজাদ সালাউদ্দিন চৌধুরী, তাছলিমা পাটোয়ারী, রেজা আবদুল্লাহ প্রমুখ।

কার ও লিমোজিন অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৩ জানুয়ারী বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ-আমেরিকান কার ও লিমোজিন অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

সংগঠনের সভাপতি মো. তোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. পারভেজ আলমের উপস্থাপনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মো. নওশেদ হোসেন, উপদেষ্টা ফেরদৌস ওয়াহিদ, সিনিয়র সহসভাপতি মো. কামরুল ইসলাম, সহসভাপতি মো. সাদী মিন্টু, কোষাধ্যক্ষ কানাই লাল সাহা দিলীপ, সহ-কোষাধ্যক্ষ ফিরোজ উদ্দিন রাজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. আবদুল করিম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. কামাল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুল ইসলাম আমিন, আপ্যায়ন সম্পাদক সাদিকুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মো. কাজল ইসলাম তাজল, মো. শাহাদাৎ হোসেন, ফিরোজ আহমেদ অরুণ, ভজন সরকার, সদস্য শ্যামল চন্দ্র রুদ্র, মো. নুরুল হাসান, রফিকুল ইসলাম, ওবায়দুর রহমান জামাল, জহিরুল ইসলাম কাজল, ফারুকুজ্জামানসহ অনেকে।

সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত সর্বোসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো বার্ষিক চাঁদা ১০০ ডলার নির্ধারণ। কোনো নিয়মিত সদস্যের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে সহযোগিতার জন্য এককালীন যে অর্থ পরিশোধ করা হবে, তার জন্য প্রতি সদস্যকে ১০০ ডলার করে পরিশোধ করতে হবে।

এছাড়া আসন্ন রমজান মাসে ইফতার আয়োজন করার জন্য উপকমিটি গঠিত হয়েছে। এর আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. ফেরদৌস ওয়াহিদকে এবং সদস্যসচিব মো. শাহাদাৎ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল করিম দুলাল, যুগ্ম সচিব সাইফুল ইসলাম আমিন ও যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন রাজীব।

সভায় বনভোজন উপকমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. নওশেদ হোসেন সিদ্দিককে এবং সদস্যসচিব মো. কামাল হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল করিম দুলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক তাজল ইসলাম কাজল ও যুগ্ম সদস্যসচিব মো. জহিরুল ইসলাম কাজল। সবশেষে সংগঠনের সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

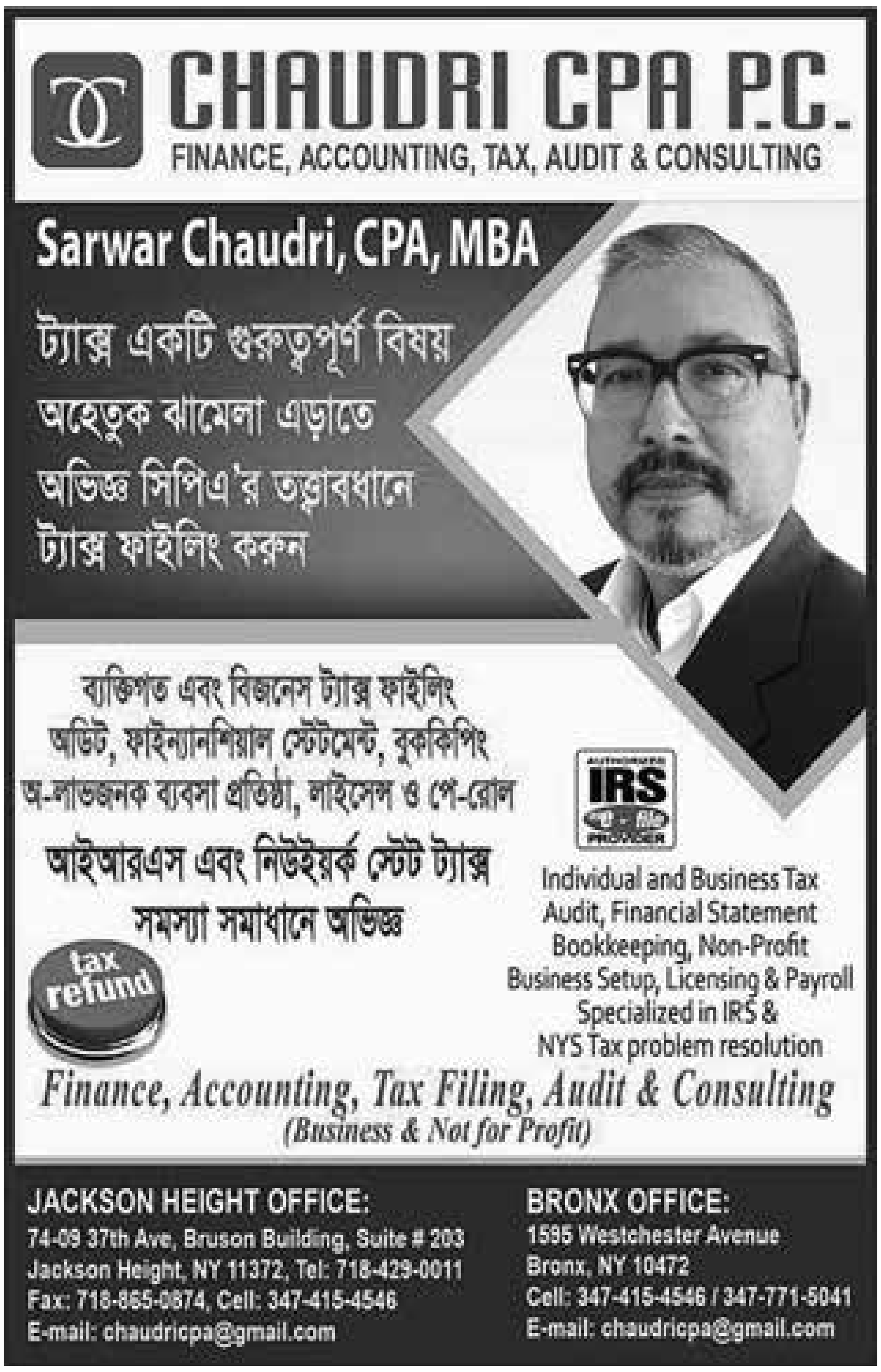

বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ-র আত্মপ্রকাশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ নামে একটি নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। ৭ জানুয়ারি রোববার রাতে জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে এই সংগঠনের নাম ঘোষণা করা হয়।

নতুন সংগঠনের সভাপতি হিসাবে সর্বসম্মতভাবে মনোনীত হয়েছেন মো. শামীম হাসান। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন মুহাম্মদ ইসলাম কলিম। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শরাফ সরকার কমিটির সকল সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক ও পরবর্তীতে সংগঠনের মনোনীত সভাপতি শামীম হাসান। সাজিদুল ইসলাম সুজনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ও পরে সংগঠনের মনোনীত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম।

পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন প্রভাষ চক্রবর্তী। এছাড়া ছিল দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত। সকল শহীদদের স্মরণে নিরবতা পালন করা হয় এক মিনিট।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শরাফ সরকার, জহিরুল ইসলাম, আব্দুল বাতেন, আব্দুল বাসেত, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, শাহ মোয়াল্লেম হোসাইন, লিটন চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন স্বপন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ জুয়েল প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সংগঠনের পথচলায় যে কোন ধরণের সহায়তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নবগঠিত সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, নতুন আসা ইমিগ্রেন্টদের বাসস্থানের খোঁজ করে দেওয়া, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ইংরেজি শেখার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের জন্য সপ্তাহব্যাপী ইংরেজি ভাষার ওপর ওয়ার্কশপ করা, কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করতে সাইবার ক্রাইমের ওপর সেমিনার, কমিউনিটির কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। এছাড়া এখানে বসবাসকারী আমাদের কমিউনিটির মানুষ কিভাবে সরকারি সুবিধাগুলো নিতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমরা এজন্য কারো অনুদানের ওপর নির্ভর করতে চাই না। আমরা নিজেরাই তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব।

আটলান্টায় ২৭ জানুয়ারি মহর্ষি মনোমোহন জন্মোৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি

আগামী ২৭ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টার ৫৬৭৫ জিমি কার্টার বুলেভার্ড, নরক্রস, জর্জিয়া ৩০০৭১, স্যুট# ১১১ এ অবস্হিত সেবা লাইব্রেরিতে "মহর্ষি মনোমোহন জন্মোৎসব- ২০২৪" অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তীর্থ আবৃত্তি সংগঠন, লীলাবতী সংগীত নিকেতন ও মহর্ষি মনোমোহন ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে মহর্ষি মনোমোহন দত্তের জীবনী পাঠ, তাঁর রচিত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি, মহর্ষি মনোমোহন রচিত মলয়া সংগীত পরিবেশন।

জর্জিয়ার স্বনামধন্য গুণী শিল্পী, সংস্কৃতি কর্মী, লেখক, সাংবাদিক ও আবৃত্তিকাররা "মহর্ষি মনোমোহন জন্মোৎসব" অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহন করবেন।

"মহর্ষি মনোমোহন জন্মোৎসব" অনুষ্ঠানের আয়োজকরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আয়োজনটিকে সফল করে তুলতে জর্জিয়ার সকল প্রবাসী বাঙালিকে সপরিবারে অংশ নিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন ।

সামরিক শক্তিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ৩৭

ঢাকা ডেস্ক

সামরিক সক্ষমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের (জিএফপি) তৈরি করা ২০২৪ সালের সামরিক শক্তি সূচকে বিশ্বের ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে ৩৭তম অবস্থানে। গত বছর জিএফপির সূচকে বাংলাদেশ ছিল ৪০ নম্বরে। সে হিসাবে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে তিন ধাপ। ২০০৫ সালে এই সূচক প্রকাশ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবছরই এতে শীর্ষ ক্ষমতাধর দেশ হয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার-এর চলতি বছরের প্রতিবেদন বলছে, অতীত বছরগুলোর মতো এ বছরও সামরিক শক্তিতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্র।

পেনসিলভেনিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশীর মৃত্যু

আরিফ ইসলাম

ফিরোজ আলম

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ডেলাওয়্যার কাউন্টির ক্রাম লিনে আই- ৪৭৬ সড়কের সাউথ থেকে ইন্টারস্টেট আই- ৯৫ র‍্যাম্পের মুখে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন বাংলাদেশী মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। ১২ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। একটি টয়োটা ক্যামেরির চালক মোটরসাইকেলকে ধাক্কা মারলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোটরসাইকেলের চালক ছিলেন বাংলাদেশী ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর (৫৫)। বছর দেড়েক আগে আমেরিকায় এসে আস্যালাইম কেস মাধ্যমে ওর্য়াক পারমিট পাওয়ার পর উবার ইটসে তিনি কাজ করছিলেন।

দুর্ঘটনার শিকার ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীরের দেশের বাড়ি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের চর পার্বতি এলাকায়।

ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ইয়েমেনে হামলা হুতি দমনে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইঙ্গ-মার্কিন জোট খ্যাত যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইয়েমেনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিদের দমনে দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে হুতিদের হামলা থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে চলাচলের সুযোগ দিতেই হুতিদের প্রতি এরকম কঠোর আচরণ করছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে হুতি বিদ্রোহীরা জানিয়েছিল—ইসরায়েল গাজায় হামলা বন্ধ না করলে লোহিত সাগর হয়ে ইসরায়েল অভিমুখী যেকোনো জাহাজে হামলা চালাবে তারা। গত নভেম্বরে এই ঘোষণা দেয় গোষ্ঠীটি। তারপর থেকে বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে গোষ্ঠীটি।

এদিকে, ইয়েমেনে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী হুতিদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যৌথ হামলার বিষয়টি রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এক বিবৃতিতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বাইডেন হুমকি দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে আরও হামলা চালানো হবে।

বাইডেন তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন,

> গত ১৯ নভেম্বরের পর থেকে হুতি বাহিনী লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে অন্তত ২৭টি হামলা চালিয়েছে।

'নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে চালানো এই হামলাগুলো একটি স্পষ্ট বার্তা যে, যুক্তরাষ্ট্র ও আমাদের অংশীদারেরা আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ সহ্য করবে না বা শত্রুদের সামুদ্রিক চলাচলের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করার অনুমতি দেবে না।' ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'হামলার পর আমরা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছি, হুতিদের বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা চালানোর ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।'

হুতিদের তরফ থেকেও এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, এক হুতি কর্মকর্তা জানিয়েছেন—ইঙ্গ-মার্কিন জোট ইয়েমেনের রাজধানী সানায় হামলা চালিয়েছে। পাশাপাশি সাদা, দামার শহর এবং হোদেইদাহ গভর্নরেটে হামলা চালিয়েছে মার্কিন-ইহুদিবাদী-ব্রিটিশ চক্র।

অপরদিকে, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে—গত ১৯ নভেম্বরের পর থেকে হুতি বাহিনী লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে অন্তত ২৭টি হামলা চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসব হামলাকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা বলে অভিহিত করেছেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সিলেট এম সি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের শপথ গ্রহন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৪ জানুয়ারী রোববার ফ্লাশিং হায়াত হোটেলের রোফটপ বলরোমে এক অনাড়ম্ভর পরিবেশে নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সি থেকে আগত আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্হিতিতে সিলেট এম সি এবং গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের ২০২৩-২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী এবং মোঃ আকমল হোসেন খাঁনের মুনাজাতের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল কালাম, সহকারী কমিশনার মহি উদ্দীনকে সাথে নিয়ে সর্বপ্রথম সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরীকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর নব নির্বাচিত সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরী সংগঠনের বাকী সদস্যদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এতে শপথ গ্রহণ করেন সহসভাপতি শাখাওয়াত আলী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু, সহ সাধারন সম্পাদক মামুনুর রশীদ, সহসাধারন সম্পাদক ইফজাল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মো: আকমল হোসেন খান, ক্রীড়া সম্পাদক মো: সামাদ মিয়া, সাস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ খায়রুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক, মোঃ সেলিম আদমজি, কার্যকরী কমিটির সদস্যরা যথাক্রমে: মাহফুজুল বারী চৌধুরী, অধ্যাপক এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কাজী অদুদ আহমেদ, হাসান আলী, দিদার শাহিন, মো: শাহনেওয়াজ চৌ:, মোঃ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী,

অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য বীর মুক্তিযুদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী , সুফিয়ান খাঁন, ইয়েমিন রশীদ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নিজাম উদ্দীন আহমদ, আলী আজমল রিয়াজী , কবীর চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক জামাল সোয়েজ আহমেদ, মাহিয়া জাহান, জুলকার হায়দার, মোঃনাজির উদ্দীন, সালেহ আহমেদ, মিসকাত জাহান, শহিদুল ইসলাম, হামিদ ইকবাল প্রমুখ।

পরে নতুন কার্যকরী পরিষদের সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরী মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সংগঠনের সকলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সংগঠনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা সহ নতুন নেতৃত্বে সংগঠন আরও সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা লাভ করুক এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন সভাপতি সফিক উদ্দিন।

বাংলা চলচ্চিত্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

চায়। প্রিয়জন ফিল্মস্ বছরে অনন্ত ৬ টি মানসম্পন্ন ও পরিবার নিয়ে দেখার মত বাংলা চলচ্চিত্র সমগ্র আমেরিকা এবং কানাডা ব্যাপী মুক্তি দিবে।

প্রদর্শনী শেষে ছবির পরিচালক রনি ভৌমিকের নতুন চলচ্চিত্র "ফ্লাশ ইট" পোস্টার উন্মোচন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান চরিত্র অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন, কলম্বিয়ান অভিনেত্রী জিমেনা এরিকা, সেবাস্টিন, প্রিতম চৌধুরী, অলিভ আহমেদ, অভিনেত্রী নোভা ফিরোজ এবং শিশু শিল্পী রাফাজ সহ ফ্লাশ ইট এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রক পেপার সিজার পরিবার। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের বসবাসরত নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক ও সাংবাদিক সহ সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিগণ।

পারস্পরিক স্বার্থ

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি সূচনা বৈঠক হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে পারস্পরিক স্বার্থকে এগিয়ে নিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে রাষ্ট্রদূত নিজে উন্মুখ বলে জানান।

এর বাইরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করতে পারে, সে বিষয়েও কথা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন পিটার হাস। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ পরে সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানো, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান, জঙ্গি দমন, উগ্রপন্থা মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। হাছান মাহমুদ বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও অংশগ্রহণমূলক হওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রদূতকে জানানো হয়েছে। শীত ও কুয়াশা সত্ত্বেও প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এটা ভোটের হার হিসেবে ভালো, এটা তাঁকে বলা হয়েছে।

যে কারণে ডুবলেন সিলেটের পাঁচ মন্ত্রী

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর পর থেকে দুই উপজেলার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হাসনাতের হাতে। গড়ে তোলেন নিজস্ব সিন্ডিকেট।

মন্ত্রী যখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, তখন স্থানীয় প্রশাসনসহ সবকিছুতে প্রভাব বিস্তার করে স্বজনপ্রীতি, সিন্ডিকেট-বাণিজ্য ও নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে দুই উপজেলার সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলেন এই হাসনাত। নির্বাচনকে প্রভাবিত করে ছোট ভাই নুর হোসেনকে ভাইস চেয়ারম্যান বানান। নির্বাচনী এলাকায় মন্ত্রীর অধিকাংশ প্রোগ্রামে ডানে হাসনাত ও বাঁয়ে নুর হোসেন জায়গা করে নেন। স্থানীয়ভাবে তাঁদের 'হাবিল-কাবিল' বলে ডাকা হয়। দলের নেতা-কর্মীরা বলছেন, সুনামগঞ্জের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন করা সরল-সহজ, সজ্জন মান্নানের সবকিছু ম্লান হয়েছে হাসনাত সিন্ডিকেটের অপকর্মের কারণে।

শান্তিগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি বুরহান উদ্দিন দোলন বলেন, 'একদিকে মন্ত্রীর লোকজনদের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগকে দূরে ঠেলে বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করা। এসব নেত্রীর কানে পৌঁছেছে। তা ছাড়া, বয়স্ক হওয়ায় হয়তো তিনি বাদ পড়েছেন।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে এম এ মান্নান বলেন, 'দু-তিন দিন ধরে এরকম অনেক কথা শুনতেছি। আপনি যাঁদের নাম বলেছেন, তাঁদের ব্যাপারে এর আগে কেউ আমাকে লিখিত বা মৌখিক এ রকম কিছু বলেননি। থাকলে থাকতেও পারে, তবে এসব আমি জানি না।'

মোমেনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ

২০১৮ সালে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন এ কে আব্দুল মোমেন। উচ্চশিক্ষিত, সদালাপী মোমেনকে দেওয়া হয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কিছুদিন পর মোমেনের এপিএস হিসেবে নিয়োগ পান শাফিউল আলম জুয়েল। অভিযোগ ওঠে, জুয়েল জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি করতেন। এরপর মন্ত্রীর স্ত্রী সেলিনা মোমেন, জুয়েল, জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হেলেন আহমদসহ আরও কয়েকজন মিলে গড়ে তোলেন সিন্ডিকেট। প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার, মোমেন ফাউন্ডেশনের নামে টিলা ভূমি গ্রাস, উন্নয়ন প্রকল্পে ভাগ-বাঁটোয়ারাসহ নানা অভিযোগ আছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

সিলেট সিটির ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চন্দন রায় বলেন, 'মন্ত্রীর স্ত্রী বিভিন্ন সময় রাগ-গুস্সা করেছেন। এপিএস জুয়েল দুর্ব্যবহার করেন। দলের নেতা-কর্মীর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, সব বলা যাবে না। নেত্রীর কাছে নিশ্চয় এসব গেছে।'

তবে সব অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে করেন আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, 'কোনো দুর্নীতি নাই, খামোখা এগুলো, বানোয়াট। ম্যাডাম (সেলিনা মোমেন) আর জুয়েলের বিরুদ্ধে এগুলো আন্দাজি অভিযোগ।'

ইমরান আহমদ

সিলেট-৪ আসনে টানা সাতবারের এমপি ইমরান আহমদ। ২০১৯ সালে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী হন। তাঁর শিক্ষা, উন্নয়নবান্ধব ও সরলতার সুযোগে পাথরের রাজ্যখ্যাত সিলেট-৪ আসনে গড়ে ওঠে অসাধু সিন্ডিকেট। আর ইমরানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম টিআর কাবিখা ও চোরাকারবারিদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাগ নিতেন বলে অভিযোগ আছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ভাগ-বাঁটোয়ারা, তদবির-বাণিজ্যসহ তিন উপজেলায় রাজত্ব করেন। ফলে ইমরানের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়।

শাহাব উদ্দিনের ছেলে ছিলেন সবকিছু

মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ী) আসনের এমপি মো. শাহাব উদ্দিন ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী হন। এমপি থেকে মন্ত্রী হয়ে গত পাঁচ বছরে ১ টাকাও আয় বাড়েনি বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মন্ত্রীর ছেলে জাকির হোসেন জুমন বাবার ক্ষমতার বদৌলতে পুলিশ প্রটোকল নিয়ে ঘুরে বেড়ান এলাকায়। সঙ্গে থাকে গানম্যান। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর নামটি আতঙ্কের। মন্ত্রণালয় পরিচালনায়ও নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ আছে। শুধু ছেলে নন, মন্ত্রীর ভাই, ভাগনেসহ অন্য স্বজনদের বিরুদ্ধেও পাহাড়ের জায়গা দখল করে বাংলো নির্মাণ, বনের গাছ সাবাড় করে অবৈধ করাতকল, জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরও নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে ঠিকাদারি কাজ, ইউপি নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ে বদলি-বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

তবে শাহাব উদ্দিনের দাবি 'এগুলো পত্রিকায় আন্দাজি লেখে, এ জন্য আলোচনা হচ্ছে। সব মিথ্যা, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক।'

'বাপ-পুতের' বিরুদ্ধে হেরেছেন মাহবুব

হবিগঞ্জ-৪ আসনে গত ১০ বছরে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। দলের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিলেন বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী। তাঁর এপিএস বেলালের বিরুদ্ধেও ঘুষ নিয়ে বিমানে চাকরি, অত্যাচার, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এই অবস্থায় ভোটে হেরেছেন, সংসদ সদস্য পদই খুইয়েছেন তিনি। মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ আর কই।

হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরীর মতে, মাহবুব আলী জনগণ ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক রেখেছেন, তাঁরা তাঁকে সেভাবেই মূল্যায়ন করেছেন।

জানতে চাইলে মাহবুব আলী বলেন, 'হঠাৎ করে এখন কেন এসব কথা উঠলো? আপনারা সাংবাদিকেরা যাচাই-বাচাই করে দেখুন।'

আলকেমিস্টের নায়কের দেশে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। এ ছাড়া আরবীয়, মিসরীয়দের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে ডেমোগ্রাফিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। নুবিয়ানদের চেয়ে সেখানে এখন আরবদের সংখ্যা বেশি। তবে ধর্মীয় দিক থেকে তারা সবাই মুসলিম।

কোলাহলের বাইরে নিরিবিলি মেঠোপথের এই গ্রাম্য পরিবেশ আমার খুবই ভালো লেগে গেল। এই গ্রামে হোটেল-রেস্তোরাঁ আছে। কিন্তু আলাদা নয়, স্থানীয়দের বাড়িঘরেই সেগুলো। যে কটি হোটেল আছে এই গ্রামে এর সবগুলোই দোতলা বাড়ি। নিচতলায় বাড়ির মালিক থাকেন, ওপরের তলা ব্যবহার করা হয় পর্যটকদের জন্য। রেস্টুরেন্টগুলোও বাড়িতেই। এক বেলা খাবারের জন্য আগের বেলায় অর্ডার করে রাখতে হবে। ডিনারে কী খাবেন, সেটার অর্ডার দিতে হবে দুপুরে। আর দুপুরে কী খাবেন, সেটার অর্ডার দিতে হবে আগের দিন রাতে অথবা সেদিন সকালে। যেখানে খাওয়াদাওয়া করবেন, তারা অর্ডার অনুযায়ী নিজেদের খাবারের সঙ্গে আপনারটাও রান্না করে দেবে। ফলে এই পরিবেশ ভীষণ স্থানীয় ও অনন্য।

এই গ্রামে পরিচয় হয়েছিল এক আশ্চর্য পর্যটকের সঙ্গে। তিনি ইতালির নাগরিক আন্দ্রেয়া। এক মাস ধরে গ্রামটিতে বসবাস করে তিনি স্থানীয় একটি মিসরীয় হোটেলে কাজ করছিলেন। বিষয়টি আমাকে বেশ অবাক

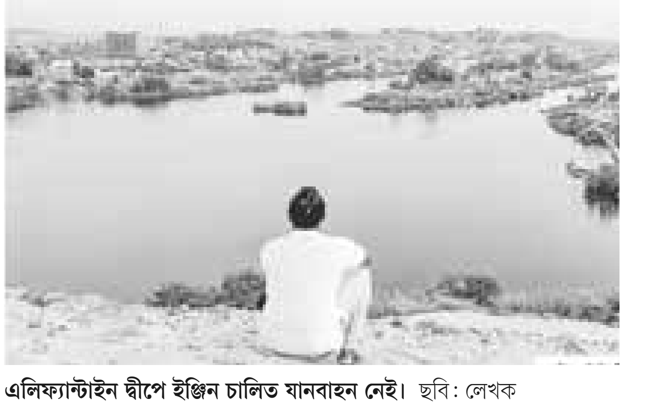

এলিফ্যান্টাইন দ্বীপে ইঞ্জিন চালিত যানবাহন নেই। ছবি: লেখক

করেছিল। একজন ইউরোপীয় নাগরিক, যিনি কিনা ইতালিতে থাকলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারতেন, তিনি কেন এই ছোট্ট গ্রামে তার চেয়েও ছোট একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করছেন? এসব কৌতূহল মেটাতেই তাঁর সঙ্গে গল্প জমিয়ে ফেললাম। জানা গেল, কোনো টাকাপয়সা ছাড়া কয়েক বছর আগে ইতালির বাড়ি ছেড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন আন্দ্রেয়া। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন শহরে স্থানীয় কারও অধীনে কাজ করে সেই লোকের বাসায় থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেন তিনি। সঙ্গে কখনো কখনো কিছু আয়রোজগারও হয়। সেই সঙ্গে অনলাইনেও কিছু কাজ করেন আন্দ্রেয়া। কিছু টাকা হাতে জমলেই চলে যান অন্য কোনো শহরে কিংবা অন্য কোনো দেশে। এভাবেই চলছে তাঁর জীবন। এই লোকটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর পাওলো চেলোর আলকেমিস্টের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আন্দ্রেয়া আলকেমিস্টের সেই চরিত্র, যে মেঘের পেছনে ছুটতে পারে।

দুনিয়াটা কত আজব! ভ্রমণ তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, ভ্রমণের দরকার কী? এই প্রশ্নের আড়ালে লুকিয়ে থাকে মূলত টাকাপয়সার কথা। অনেকের ধারণা, ভ্রমণের জন্য অনেক টাকার দরকার। কিন্তু না। বিশ্বাস করুন, ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন নেশা ও প্যাশন।

শহর গড়তে মার্টিন লুথার কিং এর পথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভেঙে দিয়ে সত্যিকারের সমতা গড়ে তোলতে হবে।এর মানে হচ্ছে, ন্যায্য আবাসনের জন্য লড়াই করতে হবে, এমন একটি শহর গড়ে তোলতে হবে যেখানে কর্মজীবী মানুষ তাদের সুবিধা নিযে থাকতে পারে এবং জীবনকে উন্নত করতে পারে। এই সমস্যার জন্যই জন্য ডক্টর কিং তার জীবদ্দশায় লড়াই করেছিলেন যা আজ ২০২৪ এসেও জরুরি রয়ে গেছে।"

ডক্টর কিং রিয়েলটর এবং বাড়িওয়াদের দ্বারা বৈষম্যমূলক কর্মের নিন্দা করেছিলেন যারা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত হতে বাধা দিচ্ছিল। উপরন্তু, তিনি এই ধরনের বৈষম্যমূলক অনুশীলনকে বেআইনি করার জন্য ফেয়ার হাউজিং অ্যাক্টের অভিপ্রায়কে সমর্থন করেছিলেন। ডাক্তর কিং এর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক আইন পাশ করে। অ্যাডামস্ বলেন, "নিউ ইয়র্ক সিটির নাগরিক অধিকারের ইতিহাসে গর্ব করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। তবে আমাদের অতীতের একটি অন্ধকার দিক এখনও রয়ে গেছে- বৈষম্য এবং বিচ্ছিন্নতার একটি গভীর উত্তরাধিকার-যা আরও আবাসন তৈরি করে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত, সমতাবাদী শহর তৈরি করে আমাদের অবশ্যই ভেঙে দিতে হবে।"

ষাট বছরেরও বেশি পুরানো জোনিং প্রবিধানগুলি এখনও নিউইয়র্ক বাসিন্দাদের জন্য প্রযোজ্য রযে গেছে বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "এই আইন সমর্থনকারী অনেকের লক্ষ্য ছিল জাতিগত বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহিত করা৷ ভিন্ন বর্ণের নিউ ইয়র্কবাসীরা এই আইনের আবাসন সংকটের কারণে কয়েক দশকের দুর্ভোগ সহ্য করেছে। আমাদের শহরের অনেক এলাকা আবাসনের সুযোগের জন্য সীমার বাইরে এবং খরচ অনেক বেশি। এটি নিউ ইয়র্কবাসীদের তাদের সম্প্রদায়, চাকরি এবং পরিবার থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক এবং পুরানো জোনিং আইনগুলি অবিলম্বে সংশোধন করা অপরিহার্য।"

এ কারণেই অ্যাডামস্ প্রশাসন "City of Yes for Housing Opportunity"-প্রস্তাব দিয়েছেন, যা প্রতিটি পাড়ায় নতুন আবাসনের তৈরি করবে এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের প্রয়োজনীয় আবাসন ক্রয়ক্ষমতা প্রদানের জন্য অ্যালবানিকে এই অধিবেশনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের "City of Yes" প্ল্যান ফেয়ার হাউজিং অ্যাক্টের ম্যান্ডেট পূরণ করে৷ এটি প্রতিটি প্রতিবেশীর জন্য আবাসন সংকটের ন্যায্য অংশ বহন করার আহ্বান জানায়। এটি খালি অফিসগুলিকে বাসস্থানে পরিণত করবে, পরিবারগুলিকে তাদের বাসস্থানের প্রসারণে সহায়তা করবে এবং পরিবারকে পিতামাতা, শিশু এবং যত্নশীলদের জন্য স্থান যোগ করতে সহায়তা করবে।

এমন বাংলাদেশ চাইনি: খোকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মজিবর রহমান খোকা। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিলেট ও কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুরে সেশন কম্যান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছেন। মজিবর রহমান স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাপ্রকাশ' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার। তিনিই প্রথম ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে আধুনিকায়ন করায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের বইয়ের প্রসারে তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমানে বাস করছেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। তিনি সেখানকার সাহিত্য সংগঠন 'ক্রান্তি'র সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, যুদ্ধাকালীন প্রবাসী সরকার এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশের আত্মাহুতি দেয়া সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেন।

অনুষ্ঠানে মজিবর রহমান খোকা কথা বলেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের নানাদিক এবং তার কাজ ও প্রকাশনার অভিজ্ঞতা নিয়েও আলাপ করেছেন তিনি। শুরুতেই নিজের প্রবাস জীবন সম্পর্কে মজিবর রহমান বলেন, "প্রবাসের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন সম্পর্কে অনেকের মতো আমারো একটা বিশাল ধারনা ছিল। তবে এখানে আইনের শাসন আছে, মানবিকতার বিষয়গুলো আছে, যা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে। আমরা বাঙ্গালীরা যেখানে যাই সেখানেই আমাদের সংস্কৃতির চর্চা হয় এই ব্যাপারাটা আমাকে খুব গভীর ভাবে নাড়া দেয়।"

মজিবর রহমান কিশোর বয়সে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সে অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে তিনি জানান, "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি ষোল-সতের বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী। রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। তবে পাকিস্তানী শাসকরা আমাদেরকে শোষন করতো এটা পরিবারে-স্কুলে আলোচনা হত। আব্বার বদলীর চাকরীর সুবাদে নাটোরে থাকতাম। বঙ্গবন্ধু নাটোরে যেয়ে ভাষণ দিলেন, তখন জানতে পারলাম আসলে পাকিস্তানীরা আমাদেরকে কিভাবে শোষন করছে। পূর্ব পাকিস্তানে কোন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। এই তারতম্য আমাকে বিস্মিত করেছিল। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আমরা যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ভারত থেকে ট্রেইনিং নেয়া একদল মুক্তিযোদ্ধার কাছে রিক্রুট ক্যাম্প সম্পর্কে ধারনা নিয়েছিলাম। দুই-তিন বন্ধু মিলে মোট দশজন আগরতলা রিক্রুট ক্যাম্পে চলে গেলাম। এরপর আসামে একমাস বেসিক ট্রেইনিং নেবার পর লীডারশীপ ট্রেইনিং দেয়া হয়। সিলেটের

জালালপুরে অবস্থান করে যুদ্ধ করেছি, গ্রামবাসীকে যথাযথ সুরক্ষা দিয়েছি। আমার মতে, দেশ স্বাধীন হবার পিছনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের বিশাল একটা অবদান ছিল। তাছাড়া প্রবাসী সরকার অথবা মুজিব নগর সরকারের একটা অবদান ছিল।"

"যুদ্ধ শেষে অস্ত্র জমা দেবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা প্রকাশ পায় তা কতটুকু সঠিক বলে আপনি মনে করেন?" এই প্রশ্নের জবাবে মজিবর রহমান খোকা জানান, "মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করা বেশী জটিল বিষয় ছিল না। ৮২ সালে এগারো বছরের ব্যাবধানে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি হয়। তখনো খুব বেশী মুক্তিযোদ্ধা মারা যান নাই। যারা কমান্ডার ছিলেন তাদেরকে ওই দায়িত্ব দেয়া হয় নাই, অথচ তারা জানতেন তাদের অধীনে কয়জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ভারতে প্রশিক্ষপ্রাপ্ত সবার তালিকা ছবিসহ তথ্য আছে। সেখানে ঊনসত্তর হাজার তালিকা ধরে বাকিগুলো যদি তল্লাশি করে তালিকা বানানো যেত তাহলে হয়তো কিছুটা সঠিক হত। ৯৬ সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাতা দেবার বিষয়টা ঘোষণা দেবার পর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নির্লজ্জভাবে বেড়ে গেল। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার।"

প্রকাশনা জগতে দীর্ঘদিন যাবত সুনামের সাথে জড়িত আছেন মজিবর রহমান। "বাংলাদেশে প্রকাশনা এখনও কোন প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি এখনো"। এ নিয়ে তিনি নিজস্ব মতামত ব্যাক্ত করেন। "প্রকাশনায় যখন আসি তখন বাংলাদেশের প্রকাশনা তেমন মানসম্মত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের বইগুলো সারাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বাংলাদেশে ভালো লেখক থাকা সত্ত্বেও বইয়ের মান অনুন্নত থাকার জন্যে পাঠকরা বই পড়তে চাইতো না। আমাদের শব্দগুলো অপরিচ্ছন্ন ছিল, বাধাই মজবুত ছিল না, চাকচিক্য ছিল না, তাই পাঠকের আগ্রহ কম ছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বইয়ের অর্ধেকটাই চলে আসতো বাংলাদেশে। আমি তখন নতুন প্রকাশক হিসাবে উদ্যোগ নিয়ে নতুন কিছু করার চিন্তা করেছিলাম। বইয়ের চমৎকার বাধাই, ফটোকম্পোজ, লেমিনেটিং ছিল মাইলস্টোনের মতো। আমার এই নতুন উদ্যোগ কোলকাতার প্রকাশনা এবং পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। পশ্চিমবঙ্গে এখন বাংলাদেশ বইমেলা বলে একটা মেলা হয়। কোলকাতা পুস্তক মেলা হয় যেখানে বাংলাদেশের একটা অংশ থাকে।"

তিনি আরো জানান, "লেখককে লেখা শুরু করার পূর্বে নিজেকে তৈরি করা প্রয়োজন। একটা ভালো লেখার পিছনে অনেক বেশী পরিমাণ মেধা ও শ্রম দিতে হয়। লেখকদের অনেক বই পড়া উচিত, অনুশীলন করা উচিত। একটা বিষয়কে দেখার পর, বোঝার পর সেটা মনে অনুভব করতে হবে, ধারন করতে হবে। তারপর লেখার মাধ্যমে সেটা নতুন রূপ পাবে।"

মজিবর রহমান কে প্রশ্ন রাখা হয়, "সব লেখকেরা কি প্রকাশকদের কাছে থেকে রয়ালিটি পান?" তিনি বলেন, "আমাদের দেশে এখনও প্রকাশনার মতো লেখকদের পেশাভিত্তি নেই, সবাইই অপেশাদার। লেখক ও প্রকাশের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক হতে হবে। ছাপার উপযোগী এবং ব্যাবসার ক্ষেত্রে লাভজনক হলে তবেই একজক প্রকাশক চুক্তি করবে লেখকের সাথে। চুক্তি হবার পরে রয়ালিটি না দিতে চাইলে "বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি"তে অভিযোগ করতে পারে। সরকার থেকে বরাদ্দ একটা প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছিলাম যেখানে স্কুল-কলেজে বই পড়ার চর্চা থাকবে, অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্ররা একটা মার্কস পাবে। একজন শিশুর মধ্যে যখন বই পড়ার নেশা ঢুকে যাবে তখন সে নিজের মেধাকে প্রখর করতে পারবে। কিন্তু সেখানে দুর্নীতি ঢোকার পর সেই কাজ আর আগায়নি। ১০-১২ বছর যাবত বাংলাদেশে সৃজনশীল বইয়ের চাইতে ধর্মীয় বই বেশী বিক্রয় হয়। আমাদের দরকার আরো চর্চা ও সংকার। স্কুল-পাড়া-মহল্লায়-গ্রামে-মহকুমায় পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে শুরু করা দরকার।"

লেখকের প্রচারণা সম্পর্কে মজিবর রহমান বলেন "একজন প্রকাশক লেখকের থেকে স্ক্রিপ্ট নেবার পর কিভাবে প্রচার করবে, বাজারজাত করবে সেটার দায়ভার নিতেই পারে। টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে এই প্রচার ভালো ভাবে কাজ করবে। তাবে আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে সেটা সম্ভব হয় না।" আগত একুশে বইমেলা নিয়ে নতুন কোন ভাবনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রতিবছরের বইমেলা নিয়েই আমাদের পরিকল্পনা থাকে। এ বছরে আমরা গল্প নিয়ে কাজ করবো, আশা করছি এইবছরে অসংখ্য গল্প বের হবে।"

এভাবেই "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন শেলী জামান খান আর কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুনগত মানের উন্নয়ন চায় দেশের জনগণ

ড. আজিজুল আম্বিয়া

বাঙ্গালীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যার সক্ষিপ্ত নাম হল ঢাবি(DU) । এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত । এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সরকারি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে অক্সব্রিজ শিক্ষা ব্যবস্তা অনুসরণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্হাপিত হয় । এক সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ছিল । আসুন আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার গৌরবের ইতিহাস । বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয় । অনেকের এই ধারনা পোষণ করেন বঙ্গবঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । মূলত যখন এদেশের মানুষ উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল তখন বিজ্ঞজনেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিক সেই সময়ে ঢাকা সফরে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ, সেই সময়টা ছিল ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাস । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করলে ১৯১২ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসের ঘোষণায় এটি স্বীকৃতির কথা আসে । জানা যায়, এর পূর্বে ভাইসরয় এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে ছিলেন ঢাকার তৎকালীন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী , শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক এবং অন্যান্যরা । এখানে বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়ার জন্য বিরোধিতা করেন তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নেতারা। তাঁরা এটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য স্মারকলিপি , প্রতিবাদ সভা, র‍্যালি এগুলি করতে থাকেন । কিন্তু তা বেশিদূর এগুতে পারেনি । পরবর্তীতে ২৭ মে ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানকে প্রধান করে 'নাথান কমিশন নামক কমিটি গঠন করা হয় । আর এই কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেন এবং তাতে উল্লেখ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষাদান ও আবাসিক কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিষ্ঠান এবং শহরের কলেজগুলি এর আওতাধীন থাকবে । এতে নির্মাণ সাপেক্ষ ব্যয় ৫৩ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক খরচ ১২ লক্ষ টাকা ধরা হয় । এভাবে কাজ শুরু হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা চাপা পড়ে যায় । পরবর্তীতে নওয়াব সলিমুল্লাহ এর ধারাবাহিক ভাবে তাঁর ছেলে নওয়াব আলি চৌধুরী বারবার চাপ দেয়ার কারণে ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ ভারতীয় বিধানসভায় এ বিষয়টি তুললে সরকার এ ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড চেমস্ফোরড পূর্ববঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও চাহিদা নির্ণয়ের জন্য একটি কমিশন ঘোষণা দিলে তা গঠিত হয় লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক ও শিক্ষাবিদ ড.এম.ই স্যাডলারের নেতৃত্বে স্যাডলার কমিশন নামে । ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সক্রান্ত বিলটি উত্থাপিত হলে অধিকাংশের বিরোধিতা সত্বেও ২০ ডিসেম্বর বিলটি খসড়া সিনেট সম্মতি লাভ করে এবং ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এক্ট' গভর্নর জেনারেল অনুমোদন লাভ করে । আর সেই সময় থেকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। উল্লেখ্য এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিস্ঠার জন্য যাকে বাঙালি আজীবন মনে রাখতে হবে সেই সূর্য পুরুষ হলেন, নওয়াব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ । আর এই গুণী ব্যক্তির হাতে দেয়া ৬০০ একর জমিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । ৩টি অনুষদ,১২ টি বিভাগ , ৬০ জন শিক্ষক, ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী এবং তিনটি আবাসিক হল নিয়ে শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রা। বর্তমানে ১৩টি অনুষদ, ৮৩ টি বিভাগ , ১৩ টি ইন্সটিটিউট,৫৬ টি গবেষণা ব্যুরো ও কেন্দ্র , ২০ টি হল ও ৩ টি হোসটেল রয়েছে । মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার ১৮ জন ।মোট শিক্ষক রয়েছেন ১হাজার ৯৯২জন ।এছাড়া অধিভুক্ত ১০৫ টি কলেজ ও ইন্সটিটিউটে মোট প্রায় ৪৫ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন ।সূচনালগ্নে বিভিন্ন প্রথীতযশা বৃত্তিধারী ও বিজ্ঞানীদের দক্ষ তত্ত্বাবধানের কারণে এটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে স্বীকৃতি পায় এক সময় । ১৮ হাজার বই নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে তা প্রায় ৬ লাখ ৮০ হাজার এর চেয়ে বেশি বই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম,বরকত,রফিক ,জব্বারের প্রাণ দানের বিনিময়ে ভাষা রক্ষার আন্দোলন সফল হয় । ১৯৬৭ সালে আইয়ুব সরকার যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' করে আর শেখ মুজিবকে করে প্রধান আসামী । তখন দেশ জুড়ে শুরু হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া , শুরু হয় আন্দোলন , নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশবিদ্যল্যের ১১ দফার ভিত্তিতে গঠিত 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' । মুক্তিযুদ্দেও এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান রয়েছে ,তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলন করেন ২ মার্চ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে । স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয় এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা । জানা যায় এই যুদ্ধে ১৯৪ জন শিক্ষক-শিক্ষারথী-কর্মচারী তাদের প্রাণোৎসর্গ করেন ।এছাড়া নব্বই এর স্বৈরাচার বীরোধী আন্দোলনে ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অবদান ছিল । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার পি জে হার্টগ । এছাড়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,আফ সি টারনার , ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সহ অনেক সূর্য সন্তান ছিলেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে । শিক্ষক সত্যন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' প্রধান করেন পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্যপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয় । তাছাড়া ইলিশ মাছের জিন রহস্য উদঘাটন, শ্যাওলা থেকে ন্যানোফিলটার ও একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক 'হোমিকরসিন' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই আবিষ্কৃত করেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন বর্তমান সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার রাজনগরের মেয়ে লিলা নাগ । স্যালুট জানাই এই নারীকে সেই সময়ের সাহসী ভূমিকার কারণে। এছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সরদার ফজলুল হক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক কবির চৌধুরী,কবি জসীম উদ্দিন ,অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, কবি শামসুর রহমান, হুমায়ুন আহমেদ ,জাফর ইকবাল, আহমদ ছফা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অনেক গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক। এছাড়া অনেক গুণীদের পাঠদান সমাপ্ত করে এই বিশ্ববিদ্যালয় । যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে সুনাম অর্জন করলে ও আমরা এখন আর সেই গৌরব ধরে রাখতে পারিনি। কথা প্রচলিত শত বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা নির্ভর হওয়ার কথা থাকলে ও এখন হয়ে গেছে শুধু ঐতিজ্য নির্ভর একটি বিশ্ববিদ্যালয় । এর পিছনে অনেক কারণ রয়ে গেছে বিজ্ঞগজন মনে করেন । আজকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চরম অবনতি বিভিন্ন কারণে ।তাই এখানে ছাত্রদের জ্ঞ্যান গ্রহণের স্বাভাবিক নিয়ম ব্যহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । আমরা বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশবিদ্যালের মধ্যেও স্তান করে নিতে পারিনা এটা অতিন্ত পীড়া দেয় জ্ঞান পিপাসু মানুষকে।আর এই অবস্হার জন্য আমরা প্রথমত দায়ী করে ফেলি প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বাজেট অপ্রতুলতাকে । অনেক শিক্ষক গবেষণা ছেড়ে রাজনীতিতে মশগুল হয়ে রয়েছেন বিভিন্ন প্রশাসনিক পদের লোভে। ছাত্র রাজনীতিকে আজকে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন চায় তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। তাই হল দখল আর ক্যাম্পাস দখল হয় তাদের প্রথম কাজ । এতে বিরোধী দল শূন্য হয় রাজনীতির মাঠ। তাতে সরকার বিরোধীদের পড়তে হয় অনেক দমন পীড়নে । মুক্তচিন্তার পরিবেশ তখন আর থাকেনা ক্যাম্পাসে । তাই সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন কারণে এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সব সময় অবস্হান নিতে পারেনা । তাই এখানে সেই অতিথ সম্প্রীতির ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ আর দেখা যায়না । দীর্ঘ ২৭ বছর পর ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন হলেও আর এই মুহূর্তে হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই । এই কারণে ছাত্রদের যে ক্ষমতা থাকার কথা ছিল তা আর তাদের হাতে থাকছেনা । তাই নতুন নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনের পড় দিন । হলের সিট অনুপাতে ছাত্র ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও ভর্তি হচ্ছেন অনেক বেশি ফলে বিগ্নিত হচ্ছে শিক্ষার সুস্হ পরিবেশ । এছাড়া হল গুলোতে বহিরাগতদের উপস্তিতি ও কে ঠেকাবে ? এসব সমস্যা নিয়ে যারা কথা বলবে তাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিতে পারছিনা। অথচ এক সময় মমতাজ উদ্দিন এর ধারাবাহিকতায় অনেকে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এরা ছাত্রদের দাবির পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে দিয়েছিলেন বিশেষ এক সম্মান। তাই আমরা তোমাদের কোনদিন ভুলব না । ছাত্র কল্যাণের জন্য ছাত্র সংসদের বিকল্প নেই তাই যে কোন মূল্যে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যলয় প্রশাসনের আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে । স্বজনপ্রীতি না করে শিক্ষকদের সুষম পদ বণ্টন করে এই পবিত্র ক্যাম্পাসকে যদি শিক্ষকদের রাজনীতির বাহিরে নিয়ে আসা যায় তবে হয়ত অনেক শিক্ষক গবেষণায় আত্ননিয়োগ করতে সময় পাবেন। এছাড়া একজন শিক্ষকের গবেষণা কালে তাঁর সমস্ত আনুসাঙ্গিগ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে সব বিষয় যদি দেখাশুনা করেন তবে অনেক শিক্ষক অতি উৎসাহী হবেন বলে অনেকে মনে করেন ।ছাত্রদের কে ও এই মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে শুধু পাশ করে একটি চাকুরী এই নয় । তাদেরকেও এ জাতির জন্য কিছু করতে হবে এই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তবেই সে চাকুরীর জন্য তৈরি করার যায়গা থেকে ফিরে এসে একাডেমিক পড়ালেখা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে । যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকায় আন্তরিকতার অভাব নেই, তবুও বলব একটি জাতি এগুতে হলে শিক্ষা আর স্বাস্হ্য খাতকে সব সময় গুরুত্ব দিতে হয়, তাই আমার বিনীত অনুরোধ আপনি খুঁজ নিন এই গবেষণার কাজ কেন হচ্ছেনা? বিশ্বের কয়েকটি উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে যা করার দরকার তা কেন হচ্ছেনা ? আর যদি এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গাফলতি প্রমাণিত হয় তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসেন এবং নতুন একটি চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ গবেষণা দল তৈরি করুন । এভাবে ঝিমিয়ে পড়া অবস্তা থেকে জাতি পরিত্রাণ চায়, স্বপ্ন দেখে নতুন ঐতিজ্য তৈরি করার ।বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার সাবেক ঐতিহ্য ফিরে পাক এই স্বপ্ন দেখছে বর্তমান প্রজন্ম।

পাইরিক ভিক্টোরি, বিদেশী গণমাধ্যম ও আমরা

কাকন রেজা

'দ্য ডিপ্লোম্যাট' এর কল্যাণে প্রায় বিস্মৃত একটি ইংরেজি পুনরায় স্মৃতিতে জাগ্রত হলো। `pyrrhic victory' এই শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে বলা হয়, 'পাইরিক ভিক্টোরি' এমন একটি বিজয় যা জেতার যোগ্য নয়, কারণ এটি অর্জন করতে অনেক কিছু হারাতে হয়।' বিস্তারিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ বিজয় পরাজয়ের চেয়েও নিকৃষ্টতম। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৯-এ রোমানদের বিরুদ্ধে জিততে গিয়ে রাজা পিরাসকে ব্যাপক মুল্য দিতে হয়। যা পরাজয়ের চেয়েও অধিক ছিলো। সেই থেকেই পাইরিক ভিক্টোরি কথাটির প্রচলন হয়।

'দ্য ডিপ্লোম্যাট' ঠিক সেভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছে বাংলাদেশের নির্বাচনেবিজয়ের বিষয়টিকে। বিশ্বের সিংহভাগ প্রভাবশালী গণমাধ্যমই এ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অনেক গণমাধ্যমের নাম নেয়া যায়, শিরোনামও উদ্ধৃত করা যায় তাদের। কিন্তু তাতে শুধু এ লেখার পরিসর বৃদ্ধি পাবে। কারণ, সব প্রকাশিত শিরোনামের সারকথা প্রায় একই। সেটা গার্ডিয়ান হোক বা হোক ডেকান হেরাল্ড। বিবিসি হোক অথবা আল জাজিরা। ডয়চে ভেলে কিংবা ভয়েস অব আমেরিকা। সব গণমাধ্যমের সুর একই। পার্থক্যের মধ্যে কেউ একটু সফ্‌ট, কেউ পুরোপুরি হার্ডকোর।

বিবিসি তো দেশের একটি পত্রিকার শিরোনামকে সরাসরি নিজেদের রিপোর্টের শিরোনাম হিসেবে তুলে ধরেছে। নির্বাচনের পরদিন অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি বিবিসি শিরোনাম করে 'নজিরবিহীন ভোটবিমুখতা', যা মূলত দেশের একটি পত্রিকার খবরের শিরোনাম ছিলো। দেশের, বিশেষ করে বিদেশী গণমাধ্যম এই ভোটবিমুখতার কথা বলেছে তাদের প্রতিটি খবরে। নির্বাচন কমিশনের ৪০ শতাংশের হিসেবেও আপত্তি ছিলো বেশিরভাগ বিদেশী গণমাধ্যমের। তারা পরিষ্কার বলেছে, সারাদিন ভোটকেন্দ্রগুলি ছিলো ফাঁকা। এমনকি বিগত অনেকবছরেও ঢাকা এত ফাঁকা হয়নি যা হয়েছিলো ৭ জানুয়ারি ভোটের দিন, এ কথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছে কোনো কোনো বিদেশী গণমাধ্যম। অথচ ভোট উৎসবের কথকতায় এর উল্টো চিত্র হওয়ার কথা ছিলো। অবশ্য এদিন যেমন ভোট ছিলো, তেমনি ছিলো বিরোধীদের ডাকা হরতাল, যাকে অনেকে গণকার্ফ্যুও আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশি অনেক গণমাধ্যমকেই এদিকটায় ফোকাস করতে দেখা যায়নি। কেন যায়নি তার কারণও অজানা নয়। কারণ, অনেক গণমাধ্যমের মালিক বা প্রধানরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনেকে এই নির্বাচনকে সমর্থনও করেছেন। তাদের সেই নির্বাচনমুখী প্রভাব পড়েছে গণমাধ্যমগুলিতেও। এক্ষেত্রে দু'চারটি গণমাধ্যম ছিলো ব্যতিক্রম। তারমধ্যে যমুনা টেলিভিশন অন্যতম। যার ফলে একদিনেই যমুনা টেলিভিশন সবাইকে ডিঙিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। যখন লিখছি তখন পর্যন্ত সামাজিকমাধ্যম জুড়ে যমুনা টেলিভিশনের প্রশংসা অব্যাহত রেখেছেন নেটিজেনরা। সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় কোনো গণমাধ্যম নেটিজেনদের এতটা প্রশংসা পায়নি।

বিদেশী গণমাধ্যমের সাথে আমাদের দেশের গণমাধ্যমের পার্থক্যের দুঃখজনকদিকটা দেখিয়ে দিয়েছে এবারের নির্বাচন। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ, যাকে মানুষেরমুখপাত্র হিসেবে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যম হিসেবে বলা হয়। সেক্ষেত্রেদেশীয় গণমাধ্যমগুলো ভয়াবহ রকম ব্যর্থ হয়েছে। শুধু নির্বাচনই নয়, বিভিন্নবিষয়েও অনেক গণমাধ্যমকেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিতেদেখা গেছে। তাতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি, মানুষের দাবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েসেই দাবীকেই অসার প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে সেসব মাধ্যম। যা মূলতগণমাধ্যম সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হুমায়ুন আজাদের কথাদিয়ে শেষ করি। তিনি বলেছিলেন, 'একসময় বিত্তশালীরা কুকুর পুষতো, এখন মিডিয়া পোষে।' আরেকটা কথা কিংবা প্রশ্ন, বিত্তশালী পোষে কে? যে সে বিত্তশালী নয়, হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়ার মতন বিত্তশালী!

চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে টুসু গান

পার্থ সারথী দেব

টুসু উৎসব, টুসু নাচ। ছবি : সংগৃহীত

চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে টুসু গান। মূলত এ গানটি গাওয়া হয় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে। এ গান গাওয়া হয় বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সেটা হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তির দিন। আজ সোমবার। পৌষ সংক্রান্তি। আজ দেশের বিভিন্ন চা বাগানগুলোতে এ গান গাওয়া হবে। সাধারণত বালিকা ও তরুণীরা দল বেধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ গান গেয়ে থাকেন। সংখ্যায় তরুণীরা বেশী থাকলেও তাদের গানে ঢোল, হারমোনিয়াম, মন্দিরা, মৃদঙ্গসহ বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তরুণরাও সাহায্য করে থাকেন। গানের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে তরুণীরা গান রচনা করে পরিবেশন করেন। সামনের মানুষজন, প্রকৃতি, আবহাওয়া, সুখ দুঃখ, মান অভিমান, বিরহ, আনন্দ নিয়ে তারা গান রচনা করে গেয়ে থাকেন। গান গাওয়ার সময় সামনে যারা থাকেন বা বাড়ীর মালিক, তার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী বা গৃহস্থকে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে পরিবেশন করেন এতে তারা ঐ ব্যক্তির প্রশংসা বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট তুলে ধরেন যা মানুষ খুব উপভোগ করেন। সমকালিন রাজনীতি, বিবাহিত নারীর সুখ দুঃখ, পণপ্রথা, স্বাক্ষরতা সম্বন্ধে সচতনেতা, বধূ নির্যাতন বিষয়েও তারা গান রচনা করে গেয়ে থাকেন।

প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই টুসু গানের একাধিক দল রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতা। ভোরে ওঠে স্নান সেরে টুসু দেবীর পূজা করে টুসুকে একটি রংবেরং এর কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো ছোট কুরশিতে বসিয়ে মাথায় নিয়ে গ্রামে বা চা বাগানের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ,গান করে থাকেন। এসময় তারা রংবেরং এর বিভিন্ন পোশাক পরে থাকেন। তরুণরা কেউ কেউ মাথায় পাগড়ি বেধে নাচতে দেখা যায়। বিভিন্ন বাড়িতে গান পরিবেশনের পর গৃহস্থ তাদের ফলমুল, পিঠাপুলি দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

বিভিন্ন চা বাগানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগের মত বিশেষ করে আজ থেকে ২০/২১ বছর আগে টুসু গানের যে প্রচলন ও ব্যাপকতা ছিল এখন তা আর নেই চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে চা বাগানের জনপ্রিয় টুসু গান।

টুসু উৎসব একটি লোক উৎসব। এ উৎসব শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে এবং শেষ হয় পৌষ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন। টুসু একজন লৌকিক দেবী যাকে কুমারী হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং কুমারী মেয়েরাই এই পূজা ও ব্রত করে থাকেন। এটি একটি কৃষি ভিত্তিক উৎসব। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খন্ড, ওড়িষার বিভিন্ন স্থানে ও বাংলাদেশের সিলেটের বিভিন্ন চা বাগানে এ উৎসব পালন করা হয়। টুসু গান এ উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ও মূল আকর্ষণ। টুসু গানের রয়েছে বহুমাত্রিকতা। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত, আনন্দ বেদনা হয়ে ওঠেছে টুসু গানের মূল বিষয়বস্তু। এখানে সকলেই গায়ক,গায়িকা। সবাই সরাসরি এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

টুসু গান এক সময় অন্যায়ের, প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার উপর হিন্দির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার প্রতিবাদে মানভূম অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। টুসু সত্যাগ্রহ ভারতের বাংলা ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বৃহৎ মানভূম অঞ্চলের জনগণ নিজেদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার করে রাস্তায় নামে। তারা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে টুসু গান গেয়ে আন্দোলন শুরু করে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটা দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন।

> টুসু গান এক সময় অন্যায়ের, প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার উপর হিন্দির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার প্রতিবাদে মানভূম অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়।

উইকিপিডিয়া থেকে জানা গেছে, 'টুসু উৎসব অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে পালিত হয়। ধানের ক্ষেত থেকে এক গোছা নতুন আমন ধান মাথায় করে এনে খামারে পিঁড়িতে রেখে দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের কুমারী মেয়েরা একটি পাত্রে চালের গুঁড়ো লাগিয়ে তাতে তুষ রাখেন। তারপর তুষের ওপর ধান, কাড়ুলি বাছুরের গোবরের মন্ড, দূর্বা ঘাস, আল চাল, আকন্দ, বাসক ফুল, কাচ ফুল, গাঁদা ফুলের মালা প্রভৃতি রেখে পাত্রটির গায়ে হলুদ রঙের টিপ লাগিয়ে পাত্রটিকে পিড়ি বা কুলুঙ্গীর ওপর রেখে স্থাপন করা হয়। পাত্রের এই পুরো ব্যবস্থা প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে টুসু দেবী হিসেবে পূজিতা হন। পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যাবেলায় কুমারী মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে টুসু দেবীর নিকট তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা সুর করে নিবেদন করেন ও দেবীর উদ্দেশ্যে চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, মুড়ি, ছোলা ইত্যাদি ভোগ নিবেদন করেন।'

জামিল চৌধুরী : মানব কল্যাণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

ফরিদা ইয়াসমীন

একজন জামিল চৌধুরী। যিনি ভালোবেসেছেন মানুষকে। মানুষকে নিয়ে যার ভাবনা, মানুষকে নিয়েই যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তার না আছে জীবনের মোহ , না আছে তথাকথিত উপরে উঠার কোন ভাবনা। ভাবনা শুধু একটাই কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়। আর এ কল্যাণের পুরোটা জুড়েই আছে অসহায় নারীদের সাহায্য করার পরিকল্পনা। সদা এমন ভাবনায় বিভোর থাকা মানুষ সমাজে বিরলই বলতে হয়।

আমরা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবার ১৩ জানুয়ারি শনিবার আড্ডা আলোচনার আয়োজন করে জামিল চৌধুরীকে নিয়ে। তিনি 'বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমির ' প্রতিষ্ঠাতা।

আড্ডার মাঝেই জানতে চাওয়া হয়, কীভাবে উনার মাথায় নারী উন্নয়নের ভাবনাটি আসলো। তিনি জানালেন, তাঁর দুটো মেয়ে টাঙ্গাইলের ভারতেশ্বরী হোমসে পড়তো। উনি যখন উনার মেয়েদের আনতে ভারতেশ্বরী হোমসে যেতেন তখন দেখতে পেতেন যে , কিছু নারী ও মেয়ে শিশু হোমসের বাইরে ঘোরাফেরা করে, মুড়ি বিক্রি করে,বিস্কিট বিক্রি করে। উনি তখন কৌতুহলী হয়ে সেসব নারী ও শিশুদের জীবন সম্পর্কে জানতে চান। অনেক দুঃখ নিয়ে লোকজন জানাতে থাক ,তারা গরীব বলে তাদের পয়সা নেই। তাদের মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে পড়ালেখা করানোর সামর্থ নেই। -এসব কথা জামিল চৌধুরীকে নাড়া দেয়। জামিল চৌধুরী ভাবেন, "আমি সিলেট থেকে টাঙ্গাইলে এসে মেয়েদের পড়াই, অথচ এখানকার মেয়েরা পয়সার অভাবে এই ভারতেশ্বরী হোমসে পড়তে পারে না"।

তখন থেকেই জামিল চৌধুরী ভাবতে শুরু করেন কীভাবে গরিব, এতিম ও অসহায় মেয়েদের সাহায্য করা যায়। সেই ভাবনা থেকেই উনি নিজ অর্থে জমি ক্রয় করা শুরু করেন এবং বিশ বছরে উনি আট একর জমি ক্রয় করেন নিজ অর্থে। এ কাজে তার সাথে ছিলেন তার স্ত্রী বেগম রোকেয়া চৌধুরী।

২০০২ সালে, সুনামগঞ্জের দিরাই পৌরসভার মেইন রোডে তিনি গড়ে তোলেন "বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি"(BFA)। তার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে গড়ে উঠলো দোতলা ভবন। এরপর ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। মাত্র তিনটি ক্লাস নিয়ে এবং ৯০ জন ছাত্রী ভর্তি করানোর মাধ্যমে যাত্রা শুরু হল। এ সময় উনি দেশ ও প্রবাসের কিছু বাংলাদেশী এবং চারজন ভিনদেশি সহ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নিয়ে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে কলেজ এবং নার্সিং কোর্সগুলো শুরু করেন। এভাবেই মানব কল্যাণে উনার যাত্রা শুরু।

এই ফিমেল একাডেমীর মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র, এতিম, অবহেলিত, বঞ্চিত, অটিস্টিক এবং মেধাবী ছাত্রীদের তথ্যপ্রযুক্তি ও ধর্মীয় শিক্ষায় উন্নত করা এবং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। তিনি আরো জানান যে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর মেয়েদের নার্সিং পড়তে উৎসাহিত করা হয় এবং এ পর্যন্ত ১০০০ মেয়ে এখান থেকে নার্স হয়ে বেরিয়েছে এবং তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেবা প্রদান করছে।

ফিমেল একাডেমিতে থাকার জন্য আবাসিক হোস্টেল আছে। এখানে উন্নত খাবার দেওয়া হয় , খেলার জন্য রয়েছে বিশাল মাঠ। রয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থা। ধর্মের ব্যাপারে যার যার ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করছে। ঈদ এবং পুজো পার্বণে সবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

২০০২ সালে জামিল চৌধুরী সুনামগঞ্জের দিরাই পৌরসভার মেইন রোডে গড়ে তোলেন "বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি" (BFA)। নিজস্ব অর্থে গড়ে উঠে দোতলা ভবন। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নিয়ে কাজ শুরু করেন। ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে কলেজ এবং নার্সিং কোর্সগুলো শুরু করেন। এভাবেই মানব কল্যাণে উনার যাত্রা শুরু।

জামিল চৌধুরী শ্রদ্ধা করে স্মরণ করেন বাংলাদেশের বর্তমান ও পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীদের। তিনি বলেন" সবাই আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন"। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রতি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিষ্ঠানটিকে নিবন্ধীকরণ করেছেন।

জামিল চৌধুরী কোন দলের অনুসারী নন। উনার লক্ষ্য মানব কল্যাণ । মায়ের কোল থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা ফিমেল একাডেমিতে থাকতে পারেন। এখানে বেড়ে ওঠা মেয়েরা তাদের বায়োডাটাতেও ফিমেল একাডেমীর নাম লিখতে পারেন। উনি জানান বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে এখানকার মেয়েদের পরীক্ষার ফি দিতে হয় না। সরকার থেকে মাফ করে দেয়া হয়েছে।

শুরুর দিকে কাজের কথা বলতে গিয়ে উনি আবেগে আপ্লুত হন। তখন ক্ষমতায় ছিলেন জেনারেল এরশাদ এবং স্বাস্থ্য সচিব ছিলেন মঞ্জুরুল করিম। একজন সমাজকর্মী হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সফল হন। সরকার থেকে বলা হল সারাদেশে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হোক উনি উনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সারাদেশের স্বাস্থ্য এবং চক্ষু বিষয়ক কর্মশালা চালিয়ে যাবেন। এবং আরো বলা হলো প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাকে সাহায্য করবে সারাদেশে কাজ চালিয়ে দিতে। এভাবে উনি সারাদেশে ১১৭ টি চক্ষু শিবির কর্মশালা সম্পাদন করেন সেসময়টিতে।

বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি সম্পর্কে জামিল চৌধুরী বলেন "সারা পৃথিবীতে এরকম প্রতিষ্ঠান শুধু একটাই। অন্য অনেক ভাবে আছে কিন্তু জন্মের পর থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত তাদের জীবনের সার্বিক দেখভালের জন্য আর একটাও নেই"।

বর্তমানে ৬৭২ জন ছাত্রী এবং ২৯ জন শিক্ষক নিয়ে বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

যেহেতু এটা একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সেজন্য শুরু থেকেই বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলছে। জামিল চৌধুরী সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমিকে সাহায্য করার জন্য। এবং উনি আশা রাখেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে ফিমেল একাডেমি আরো শাখা গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে।

জামিল চৌধুরী জানালেন, তার পরিবারের সবাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের মেয়েরা যেখানে অনাদরে অবহেলায় বড় হয় সেখানে জামিল চৌধুরী ফিমেল একাডেমী একটি মাইলফলক। এখানকার মেয়েরা সবাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। এখানকার মেয়েরা কখনোই পিছু হাটে না। তারা মাথা উঁচু করে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

আড্ডা আলোচনায় জামিল চৌধুরীকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ভালোবাসার গামছা পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। আলোচনায় অংশ নেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, লেখক সাংবাদিকদের মধ্যে এইচবি রিতা, সোহানা নাজনীন, রোকেয়া দীপা,রওশন হক, রিনা আবেদিন, এডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, ফরিদা ইয়াসমীন, মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, আদিবা সাজিদ, রওশন জাহান প্রমুখ।

অন্তঃসত্ত্বা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

ঘনকালো অমাবস্যার নিঝুম রাত। চারিদিকে সে এক ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁ পোকারা বিরামহীন ডেকে চলেছে। দূরে কোথাও মাঝেমাঝে হুহু করে কতগুলো কুকুর কেঁদে ওঠে। অপরদিক থেকে ক্ষুধার্ত শিয়ালের দল একযোগে হুক্কাহুয়া গলা ছেড়ে তাদের প্রতিপক্ষকে ব্যাঙ্গাত্মক জবাব দিয়ে দেয়।

চিকন মেঠো পথ। অপরিচ্ছন্ন। আবরিত দিগন্ত ছুঁয়ে ওপারের বন পেরিয়ে অন্য এক গাঁয়ে উঠে গেছে। ওদিকে আরও ঘনীভূত অন্ধকার! দূর থেকে তাকালে কালো প্রলেপে অপর্যাপ্ত আলোয় জমকালো ছবির মতোই মনে হয় তাল হিজলের সারি সারি অস্তিত্বকে।

এপারের চিকন যে মেঠো পথ, তাও আবার অতি ঘনায়মান জমকালো বনের ভিতর দিয়ে বিজন গহীনে ঢুকে হারিয়ে গেছে। এখন বর্ষার ঘোর মরশুম। সর্বত্রই জলে টইটুম্বুর হয়ে আছে। একটানা হিজল তাল বাঁশঝাড়ের প্রলম্বিত ছায়া, জলের উপর সে এক অদ্ভুত চিত্রকলার বিমূর্তরূপ ধারণ করেছে। এ এক বিস্ময়! সন্ধ্যায় বা রাতের গভীরে এদিকেই সার্চলাইটের মতো জ্বলে ওঠে আচমকা বিক্ষিপ্ত টর্চের আলো। এখানে এতো কিসের ভয়? এতদাঞ্চলের মানুষজন পারতপক্ষে কেউ এদিকে মুখ ফিরায় না। কী এক ভয়ানক আরণ্যক বিভীষিকা এখানে জমাট বেঁধে আছে। লম্বা লম্বা কয়েকটি ডিঙ্গি নৌকা একযোগে ছিপ্ ছিপ্ শব্দ তুলে রহস্যময় নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়, বাইরের কেউ জানে না। দূরে তিমির দূরত্বে পিট্ পিট্ করে আবার চুরুটের আগুনের মতো কিছু জ্বলে ওঠা কেবল!

এদিকে বনের ধার ঘেঁষে ভিতরের পরিসরে একটা মেঠোপথ চলে গেছে আঁকাবাঁকা হয়ে। সামনে কিছুক্ষণ হাটলেই তালপাতার ছাউনি ঘেরা একটা কুটীর পুরাকীর্তি বিজড়িত তাত্ত্বিকের মতো যেন ন্যুব্জ হয়ে বসে আছে। অতি অলসভঙ্গিতে ভিতরে কোনো মানুষের তরঙ্গায়িত ক্রমবর্ধমান খুক্ খুক্ শুকনো কাশির শব্দ। তার লাগাতার গলা খাকারির কারণে মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়াতে ক্ষণিকের জন্য ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডাক থেমে যায়। তারপর আবার একটানা চলে। যেমন বলা হয়েছিলো ডিঙ্গি নৌকার ছিপ্ ছিপ্ শব্দ তুলে আগমন নির্গমনের কথা। কখনও কখনও এগুলো জলপথ ধরে এ ভাঙ্গাকুটীরের একেবারে কাছাকাছি চলে আসে।

পুরাকীর্তিময় ইতস্ততঃ এই কুটীরের ঝাঁপ অনায়াসেই ফাঁক হয়ে যায়। ভিতরে তাঁর মাটির পিদিমের পরিশ্রান্ত আলোকরশ্মি কখনও এই বন মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সপ্রতিভ হয়ে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই মানুষটা তার লম্বা জিভের ভাঁজ খুলে নির্লিপ্ত হাঁই তোলে। মুখবিবরে তার দন্তবিহিন শূন্যতায় অরণ্যের বিস্তর বিভীষিকা! শিরদাঁড়া বেঁকে মাথা একেবার হাঁটুর কাছে নুয়ে আসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও।

এভাবে লোকটা বাঁকাসোজা হয়েই তার প্রত্নতাত্ত্বিক ডেরা থেকে বেরিয়ে আসে। লম্বা লম্বা বাহু ও ঠ্যাং তার। ঢিলেঢালা চামড়া চুপসে যেন টিকটিকির শরীর। বারবার নড়েচড়ে ওঠে। গায়ে মাংস বলতে নেই। হাড্ডিসার শরীরে এক হাতে কোমরে ভর করে খচ্ খচ্ শব্দ তুলে ডেরার বাইরে বেরিয়ে আসে। যেন পুরনো শকুনের প্রতিকৃতি! আর এক হাতে তার হাত পাঁচেক লম্বা পুরনো পাটের পাকানো মোটা দড়ি। ঘনঘন চোখের পাতা তার পড়ে তো আবার অতি কষ্টে উপরে ওঠে। ঠিক যেন হুতোমপেঁচার চাহনি।

তার ডেরার ভিতর কোনো নারীর অসহায় কান্নার শব্দ! মিটমিটে পিদিমের আবছা আলোর মতো কখনও তা মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ শব্দে অন্ধকার তেঁতে ওঠে। কোত্থেকে অসময়কার আগুন্তুক বাউকুড়ালির মতো ঘূর্ণায়মান বাতাস, সব কান্না, চাপা নিঃশ্বাস, হতাশা সব নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায় ছাদবিহিন আকাশে।

কাছেই যে এক প্রকান্ড তালগাছ যমদূতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় ঝপাঝপ করে জমাট অন্ধকার ফাঁক করে অতিকায় এক প্রাচীন শকুন পাখা ঝাপটে পড়িমরি করে আরামে বসে পড়ে। অতর্কিতে দুর্গন্ধের প্রচন্ড ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের অণুতে। পরমাণুতে।

ততক্ষণে প্রাগৈতিহাসিক বটগাছটাও অতর্কিতে সেই বাতাসে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে অসম্ভব প্রগলভতায় শরীর কাঁপায়। কিছু শুকনো পাতাও প্রাণহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে নিচে স্যাঁতসেঁতে ভুতুড়ে অন্ধকারে।

লম্বা কুচকিখড়ি আঙ্গুলে খসখসে আবেগে বৃদ্ধঋষি আয়েশি ভঙ্গিতে তার চোখমুখ কচলায়। চোখে মুখে তার জ্বলজ্বলে উত্তেজনা। টগবগে আবেগ।

-খালি কান্দে!

এবার উপুড় হয়ে অনুগতদড়িটার বাকী মাথাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিজের গলায় প্যাঁচ দেয়। এক প্যাঁচ, দুই প্যাঁচ। ততক্ষণে তালের ডালে কুৎসিত শকুন মনের আনন্দে ডানা ঝাঁপটায়। বটের বিস্তর ছায়া ভূতুড়ে শরীরে নড়ে ওঠে। এবার পরখ করে দেখার পর এই মাথাটার একটা গিট প্রস্তুত করে ফেলে আন্দাজ মতো। লোকটার দুই হাতের সচকিত দশটি আঙ্গুলই নিখুঁত ভঙ্গিতে কাজ করে যায় অতি দক্ষতার সাথে।

ডিঙ্গি নৌকা ছিপ্ ছিপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসে বনের ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে। বৈঠাগুলো একসময় থেমে যায়। টান টান কালো চামড়ায় মোড়ানো বুনো কতোগুলো পুরুষ তাদের গায়ে জামাকাপড় কিছু আছে কি নেই, অথবা অতি সংক্ষিপ্ত তা ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। তারা লম্বালম্বি আকৃতির কিছু একটা ধরাধরি করে এলোপাথাড়ি নেমে পড়ে চিকন রাস্তায়। টর্চের কোনো আলো জ্বলে উঠলো না এবার। কেবল কারও চাপা গোঙ্গানির শব্দমালা প্রতিধ্বনিত হলো রাত্রির দেয়ালে। আঠালো অন্ধকারের গোয়েন্দাআবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসা তার গোঙ্গানির যা রেশ, তাতে কোনো মেয়েমানুষের বুকভাঙ্গা চাপা কান্নাই জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক এই দৃশ্যপটে।

-খালি কান্দে!

আবার ঝুপঝাপ শব্দ। ধস্তাধস্তি। কর্দমাক্ত নলবনে চিতার কবলে যেমন হরিণী ছটফট করে মরে, ঠিক তেমন। হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ জাতীয় মিশেল শব্দাবলী। একাধিক পুরুষালি কণ্ঠে কর্কশ লালাভ প্রবৃত্তি জ্বলে ওঠার সেই দৃশ্যপট, শকুনের ডানা ঝাপটানির আবেশে বিমোহিত হয়। বৃদ্ধটার গলায় কুতকুত হাসির বিকৃত শব্দ বনভূমিতে বিস্তার লাভ করে প্রতিধ্বনিত হয়।

এবার বটের ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়ে মাটির কাছাকাছি। ঝুপ করে অলৌকিক শব্দ হয় আচমকা। ডালটা আবার উপরের দিকে উঠে যায়। তালগাছে বসে থাকা শকুনের খুবই কাছাকাছি উঠে যায়। আশেপাশে বনের ভিতর থেকে খচ্ খচ্ করে দাঁতাল নিশাচরেরা ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসে।

ডিঙ্গিনৌকা আবার দাঁড় ভেঙ্গে ছিপ্ ছিপ্ শব্দ তুলে জলের উপর, ওপারের অন্ধকারের ঠিকানায় মিলিয়ে যায়। প্রাগৈতিহাসিক এই মানুষটা অভিজ্ঞতায় পারঙ্গম। এবার এগিয়ে যায় তার নিজস্ব ডেরার দিকে। দরাজ গলায় আবার হাসে, হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ।

-খালি কান্দে ...!

এবার ঝাঁপ টানার শব্দ। পুষ্টিহীন হাতে তার ঝলসে ওঠে চকচকে চাকুর তীক্ষ্ণ ফলা। পিদিমের আলো নিভে যায়। বীভৎস অন্ধকার আসন্ন সূর্যোদয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, শেষবারের মতো অতিশয় ঘনীভূত হয়ে ওঠে প্রবল বিভীষিকার রং মেখে! রাত্রি সে তো ভয়াল এক রক্তাক্ত পাশবিকতায় মেতে রয়েছে কালের সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার পুঞ্জিভুত চাহিদার নীচে। জন্মের অনাবিল আনন্দ, সে তো ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র। তাজা টকটকে লাল রক্তপাতে যে জীবনের পরিসমাপ্তি, সে তো আগুনের তেজে আবার নবজীবন লাভ করে।

আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষামাত্র। তারপর অবশ্যম্ভাবী যে সূর্যোদয়টি সংঘটিত হতে যাচ্ছে, তার নবীন আলো এই কুৎসিত বনভূমিতে পৌঁছাতেও অনেক সময় নেবে। তাতে দেখা যাবে যে, সেই প্রতীক্ষিত সূর্যোদয়ের আগেই দাঁতাল নিশাচরেরা পৈশাচিক উল্লাসে নুয়ে পড়া বটের ডাল থেকে খুবলে খুবলে মোটা দড়িতে বাঁধা ঝুলন্ত মেয়েমানুষের কাঁচা মাংস খাচ্ছে! একনিষ্ঠ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েই খাচ্ছে! সাথে আরও দেখা যাবে, তারই নীচে রক্তাক্ত জঠরের একদলা অমরাপিন্ড অতি অনাদরে অবহেলায় ধূলিময় বটের নীচে পড়ে আছে সংগোপনে। উপরে ঝুলছে তার হৃদপিণ্ডবিহীন জননীর বিক্ষত রক্তাক্ত নিথর দেহ!!

প্রাগৈতিহাসিক এই পশুটি, মানুষের আদলে খবিশের মতো যার চেহারা সাথে তার অন্তরঙ্গ সাঙ্গপাঙ্গ ওরা কারা? কোত্থেকে আসে ওরা? আবার কোথায় মিলিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে?

এই মরণহীন পুরুষটা কি শুধু অন্তঃসত্ত্বা মেয়েমানুষের রক্তাক্ত কলিজা খুবলে খুবলে খায়? যমদূতের মতো তালগাছ আর প্রাচীন শুকুনের সাথে হায়েনারূপী নিশাচরদের এতো সখ্যতা কেন? জননীর গর্ভ চিঁড়ে অপরিণত ভ্রূণের আত্মারা অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমিতে কেবলই আর্তনাদ করে ফিরে হাজার প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হতে থাকে অনবরত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এই এক জগত! মানুষের সভ্যতার কোনো আলোকরশ্মি এখানে আন্দোলিত হতে পারেনি প্রাণের স্পন্দনে। তবুও এখানকার মাটি তার গর্ভে অকালে ঝরে যাওয়া ভ্রূণদের আশ্রয় দেয় অতি সযতনে।

অবশেষে তবুও একদিন নতুন প্রভাতের সূর্যের কিরণ এখানে এসে পৌঁছাবে। তখন দূরীভূত হবে সমস্ত জমাট অরাজকতা। পাথরসম অচলায়তন। প্রাগৈতিহাসিক স্থবির আদমের মৃত্যু ঘটলেও এখানে জন্ম নতুন করে নেবে নবপ্রজন্মের সৃজনশীল মানুষ আবার।

এই জন্যই এই বনভূমি হতে চায় সৃজনশীল বসুন্ধরা। সেই অনাদিকাল থেকেই প্রাণের সাড়া যাগে এখানে। এই জগত বার বার অন্তঃসত্ত্বা হয়। মানুষের জন্ম ও তাই থেমে নেই এখানে।

শিলার বন্ধু নীলা

ব্যাচেলর জীবনে এমনিতে দীর্ঘসময় হাঁটার অভ্যাস ছিল সুনীলের, কিন্তু কর্মজীবনের ফাঁদে পড়ে হাঁটার অভ্যাসটাই বদলে গেছে এখন। তবুও যান্ত্রিক নগরজীবনে এখনো মাঝেমাঝে হাঁটার চেষ্টা করেন। এখন কর্মজীবনে একটু অবসর সময় খুঁজে নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময়টা ভোর সকালে হয়ে উঠে না কখনো, তাই বাধ্য হয়ে বিকাল কিংবা সন্ধ্যায় সময় পেলে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে বেড়ান।

গাজী আরিফ মান্নান

আনমনে হেঁটে বেড়ান কখনো রাস্তার ডানে, কখনো বা বামে, এভাবেই হেঁটে বেড়ান চক্ষুদ্বয় চৌদিকে রেখে। হাঁটার মাঝেও নিজের অজান্তে মন আনন্দে সুখ খুঁজে পান। হাঁটার মধ্যে এ গলি ও গলির ধারের চিরচেনা লতা-পাতা, গাছগাছালির সঙ্গেও আনমনে ভালোলাগার কথা বলে উঠেন সুনীল। পথের গাছগাছালিও তাঁর বন্ধু হয়ে উঠছে এই সময়টুকুতেই।

একদিন ক্লান্ত দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়, একফাঁকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঘুম ভাঙতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখনো চোখে ঘুম লেগে রয়েছে। আজ আবার হাঁটার খুব ইচ্ছে হলো, হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাঁটার উদ্দেশ্যে। বাসা থেকে বেরিয়ে দ্বিধায় পড়লেন আজ কোন দিকে যাবেন, অনেকটা প্রস্তুত ভঙ্গিতে বাচবিচার না করে রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটা শুরু করলেন। এভাবে উদ্দেশ্যহীন হাঁটা চলতে থাকে, কিন্তু তখনো চোখে-মুখে ঘুমের লেশমাত্র যায়নি! তারপরও হাঁটছে তো হাঁটছে, কোথায় যে একটু বসবে সে, তাও মন সায় দিচ্ছে না আজ। হাত ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখে সময় প্রায় রাত ৯টা ছুঁইছুঁই! হঠাৎ তাঁর মন বলল আজ আর না বাসায় ফিরতে হবে। এবার অন্য রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো সুনীল।

বাসায় ফিরতে এখনো আধা কিলো পথ বাকি রয়েছে, অপ্রস্তুত রাস্তায় এরমধ্যে হঠাৎ সামনে এসে হাজির একজন বোরকা পরা মেয়ে! সামনে এসে সুন্দর করে একটি সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন? বোরকাপরা মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে। মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি? সুনীল বলল, ইয়ে মানে আপনাকে চিনতে পারিনি! মেয়েটি বলল, আমি নীলা, শিলার বান্ধবী! যেহেতু কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা তাই সুনীল তাকে চিনতে পারছে না আবার কিছু বলতেও পারছেনা। সুনীল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আপনি কেমন আছেন' 'ভালো আছি।'

এর মধ্যে সুনীলের সবকিছু মনে পড়তে শুরু করেছে। ক্লাসমেট শিলার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নীলা। যদিও শিলার সাথে এখন আর যোগাযোগ নেই, অপূর্ব সুন্দরী হওয়ায় আমেরিকান এক প্রবাসীর সঙ্গে বিয়ে হয় তার, সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সুনীল, নীলাকে দুয়েকবার দেখেছে তবে কথা হয়নি। সন্ধ্যারাতের আলো ঝলমলে রাস্তায় সুনীল আর নীলার মধ্যে কথোপকথন একপাশে দাড়িয়ে চলতেই থাকে। দুইজনেই নিজের বর্তমান পড়ালেখা, ক্যারিয়ার নিয়ে বলতে লাগলো। কথা বলতে বলতে অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। বিদায় নেওয়া আগে ফোন নম্বর আদান-প্রদান করে নিলো তারা।

দুইজনেই নিজ নিজ বাসায় পোঁছে গেলেও কেন জানি একটা টান অনুভব করতে থাকে। কর্মব্যস্ত জীবনে দুয়েক দিন অতিবাহিত হলো, কেউ কাউকে ফোন করেনি। আজ আবার সুনীল হাঁটতে বেড়িয়ে পড়ে গন্তব্যহীন শহরের রাস্তায়। হাঁটতে বেড়িয়ে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে বরাবরের মতো। আজ কেমন যেন লাগছে তাঁর, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ফুটপাতের ছোট্ট টং দোকানে ঢুকে একটা কড়া লিকারের চা খেয়ে, একটা বেনসন সিগারেট হাতে বেরিয়ে পড়লো, গিয়ে বসলো পাশের দীঘির পাড়ের বেঞ্চে। সিগারেটে আগুন জ্বেলে দুয়েকটা সুখ টান দিতে দিতেই মনে পড়লো সেই নীলা কথা! প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটি বের করে নীলার নাম্বারটি খুঁজে নিয়ে কল দিল সুনীল, একবার রিং বাজতেই নীলা ফোনটি রিসিভ করে বলল, কেমন আছেন? সুনীল কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে বুঝতে পারে সেও তাঁর ফোনের অপেক্ষায় ছিল এতোদিন! সুনীল বলে উঠলো একাএকা কি ভালো থাকা যায়! নীলাও বলে উঠলে, আমিও ভালো থাকতে পারলাম কই আর! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিজের মনের ভিতর কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠছে।

এভাবে প্রতিদিন কথা চলতে থাকে দুইজনের মধ্যে। এভাবে কথা বলতে বলতে নীলা আর সুনীলের সম্পর্কটা আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসে। তাঁরা নিজেদের গল্পকথার মধ্যে ভালোলাগার কথা, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা একে একে বলতে থাকে। একসময় নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিল আবার সরাসরি দেখা করবে। সেই মোতাবেক দুইজনই শনিবার দিনক্ষণ ও স্থান ঠিক করেছে, যেহেতু অফিস বন্ধ থাকবে।

ঠিক সকাল ৫ টায় দুইজনেই দীঘির পাড়ে পার্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো সাজগোছ করে। যথাসময়ে নীলা পৌঁছে গেল গন্তব্যে, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলো সুনীল এসেছে কিনা, কিন্তু না কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না! নীলা একটু চিন্তায় পড়ে গেল আবার সুনীলের ফোনে কল দিয়েও লাইন বিজি পাচ্ছে। ঠিক ৫:১৫টার কিছুক্ষণ পরেই রিক্সা থেকে নামলো সুনীল। নীলার সামনে এসে বলল, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, অনেক লেইট হয়ে গেছে। মুহূর্তে নীলার মনটা ভালো হয়ে গেল। সুনীল দুটো টিকেট কেটে নীলাকে নিয়ে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসলো, কুশলাদি বিনিময় শেষে সুনীল একটি সুন্দর ডিজাইনের আংটি আর নীলা টারজান ব্রান্ডের একটি ঘড়ি একে অপরকে ভালোবাসার উপহারস্বরূপ পরিয়ে দিল। গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ায় দুইজনের জন্য হালকা খাবার অর্ডার করলো। খাবার খেতে খেতে আবার গল্পকথায় হারিয়ে গেলো। এভাবে এগিয়ে যায় দুইজনের রোমান্টিক সম্পর্ক। খাওয়ার বিল মিটিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই দুইজন একে অপরকে বিদায় জানায়। সুনীল নীলাকে একটা রিকশাতে উঠিয়ে দিয়ে সেও বাসার দিকে চলে যায়।

মাস দেড়েক পর তাদের ভালোলাগা-ভালোবাসার ইতিবাচক সম্পর্কটা দুই পরিবারের সম্মতিতে একসময় প্রণয়ে রূপ নেয়।

অমূল্য

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। মনতোষ ছাতা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা রেডিমেড দোকানের সামনে। কোনও রকমে ঝোলা ব্যাগটাকে গুছিয়ে ধরে। এই ব্যাগেই আছে তার অমূল্য রত্ন। যদিও এই রত্নের মূল্য আজ কতটা পাবে সে নিয়ে সন্দিহান। তবে গত পাঁচ বছরে এই সম্পদ তাকে ঠকায় নি। মনতোষ একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কেরানির কাজ করে। সরকারী চাকরি কপালে জোটে নি। বুদ্ধি শুদ্ধি যে নেই তা নয় তবে কাঁচা বয়সেই প্রেমে পড়ে সব হারায়। কাজটা পেতেই বিয়েটা সেরে ফেলে। আজ সকাল সকাল বস কে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু মুশকিল সেজেছে এই বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সপসপে ভিজে গেছে । গা গরম করতে ফুটপাতের শেড ধরে একটু এগিয়ে সিগারেটের দোকানে যায়। কিন্তু দোকান একটা সিগারেটের জন্য পঞ্চাশ টাকার খুচরো দিল না। অগত্যা বিরক্ত হয়ে মনতোষ চলে আসে আগের স্থানে।

দোকান করতে এসেছে সাথে খুচরো তো আনা উচিত ছিল ভাবতে ভাবতে পাশ থেকে একটা গলা শুনতে পায়। 'এই যে শুনছো এদিকে এসো এখানে'। রেডিমেড দোকান আর সিগারেট দোকান দুটোর মাঝে একটা অন্ধকার ফাঁকা জায়গা ওপরে ত্রিপলের শেড করা, অন্যদিন লটারির দোকান বসে আজ বোধহয় বৃষ্টিতে উঠে গেছে। ওখানেই ভাঙা চেয়ারে ছাতা মাথায় বসে একটা লোক মনতোষকে ডাকছে। মনতোষ এগিয়ে যায়। 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ তোমাকেই বলছি এই নাও সিগারেট। এটাই খুঁজছিলে তো?' মনতোষ সিগারেটটা কিন্তু কিন্তু করে নিয়েই নেয় তারপর ধরিয়ে সুখটান দিতে শুরু করে। মনে মনে খানিকটা অবাকই হয় মনোতোষ। কেনই বা ফ্রিতে সিগারেট খাওয়ালো লোকটা কে জানে! কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মনোতোষ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'বৃষ্টিতে বাড়ি ফিরতে পারেন নি বুঝি' লোকটা মনোতোষের মুখের দিকে বিরক্তির চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কী মনে হয় বাড়ি বলে কোনো কিছু আছে?' মনতোষ উত্তর দেয়, 'আছে বইকি।' 'তাহলে বলছ ওই চার দেওয়ালের ইটের দুর্গটা তোমার কাছে বাড়ি?' 'তা আপনার কেন দুর্গ মনে হল?'

ভদ্রলোক এবার রাগ গলায় বলে উঠলেন, 'দুর্গই তো। দ্যাখো ভাইয়া ঘরের সবকটা রুমই এক একটা যুদ্ধ ঘর। ঘর ঢোকা থেকে বার হওয়া পর্যন্ত এক একটা যুদ্ধ।'

মনোতোষ বিস্মইয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কীরকম? '

'ধরো ঘরে ঢুকতে যাচ্ছ জুতো কোথায় থাকবে বাড়ির বাইরে না বারান্দায় এই নিয়ে শুরু হয় অসহিষ্ণুতা। পা ধুয়ে খাটে উঠতে যাবে গামছার অবস্থান কোথায় হবে এটা হল বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন। একটু রিলাক্স করে টিভি দেখবে চ্যানেল নিয়ে রিমোটে ক্রস ফায়ারিং, এরপর মাথা বাঁচাতে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে ইলুউশন তৈরি। গোপন আশ্রয় ব্যালকনি। অবশেষে খাবার টেবিলে একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। সেখানেও ঠিক কেউ না কেউ উল্টো করে পতাকা রাখবে মানে ওই ধর নুন কম তেল বেশি, সবজি ছিল না, দুধওয়ালা দুধ দেয় নি ইত্যাদি। সর্বশেষে খাটের উপর সন্ধি। এখন সন্ধির প্যাঁচ ঠিকঠাক না জানলে সকাল থেকে আবার যুদ্ধ শুরু। তার থেকে বরং লাইন অফ কন্ট্রোল পার না হওয়াই ভাল। কী বল?' মনতোষ সব শুনে হা হা করে হেসে উঠে। যতটা সে গম্ভীর ভালছিল লোকটিকে আসলে তো খুব রশিক। 'যদিও আমি তৃতীয় পক্ষ তবে হস্তক্ষেপ করতে দিলে ব্যবস্থা একটা করতে পারি। এই নিন দুটো ছিল একটা আপনাকে দিলাম কাজে লাগিয়ে দেখুন।' এই বলে মনতোষ ব্যাগের ভেতরে

থাকা তার অমূল্য সম্পদের একটা লোকটিকে দেয়। লোকটিও খুব অবাক হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি থামে, মনোতোষ বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

দরজায় টোকা পড়তেই তিয়াসা দরজা খোলে। খুলেই চলে যায় রান্নাঘরে। মনতোষ মৃদু স্বরে বলে, 'আজ সারাটা দিন একটা ফোনও তো করোনি, ভুলে গেছলে বুঝি?' তিয়াসা কোনও উত্তর দেয় না। হাল্কা অলিভ গ্রিন শাড়িতে দারুণ মিষ্টি দেখাচ্ছে। প্রসাধনী ব্যবহার করেনা তিয়াসা। আজও তার ব্যতিক্রম নয় শুধু একটা ছোট্ট টিপ। মনতোষ ঝোলা ব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে দুটো সবুজ পাতার সাথে ছোট্ট একটা গোলাপ বার করে রান্নাঘরে আসে, সারপ্রাইজ বলে তিয়াসার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তিয়াসা প্রতিবারের মতো প্রথমে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর আবার মনোতোষের দিকে ফিরে বুকে দুটো কিল দিয়ে চোখে চোখ রাখে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ভালোবাসার গন্ধে মো মো করতে থাকে রান্নাঘর।

কবিতার এক পাতা

প্রিয়জন

জানুয়ারী মাস। পশ্চিমে শীত জেঁকে বসেছে। এরই মাঝে দিন রাত্রির যাপিত জীবন। বাইরের কাজের জীবন, গৃহকোণে সংসারের হাজারটা কাজ। নারীর পাশে পুরুষের হাত। পরিপূরক হয়ে, সহযোগী হয়ে। অবসরে গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস। পাঠক হয়ে, শ্রোতা হয়ে যেমন, লেখক, শিল্পী, গায়ক হয়ে কেউ কেউ নিমগ্ন থাকেন শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের আনন্দভুবনে!

ঠিক ঋতুকেন্দ্রিক বা শীতের কবিতা নয়। তবুও পশ্চিম-পূর্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাঙলা ভাষার কবিদের মনের কোণে কোথাও শীতের ডাক। সেই অনুভবের প্রকাশ কোন কোন কবিতায়। কবিদের জন্য উষ্ণ ভালোবাসা। আপনাদের জন্যেও। কবিতাগুলি পড়ার জন্য বিনীত আমন্ত্রণ।

ফারুক ফয়সল

আকাঙ্ক্ষা

শামীম আজাদ

আজন্ম জন্মোন্মুখ আমি
শীতার্ত রাতে কাঁপি
আর তড়পাই
চাঁদগলা জলে পড়ে
বারবার জন্মাই!

আপন তারা খুঁজি সই
তীব্র তরল পানে
উষ্ণ সন্ধ্যা কালে
গাত্রচ্ছাল উড়াল দেয়
পৈরদাদার ভুবনে।

আমার যে হায় কেশর কাটা
বৃক্ষ ভাঙা কাল
কইলজা সাজাও
দেশ গো আমার
চাঁদ-চন্দনে গাল॥

শীতে পক্ষীমাতা ও কবুতর বাছারা

তুষার গায়েন

পড়ন্ত বিকেলে অনেকগুলো কবুতর পার্কে বসে আছে একটি গাছের নিচে
ঘন হয়ে, বৃত্তাকারে। এম্ফিথিয়েটারে নাটকের দর্শক যেভাবে উদগ্রীব হয়ে
কুশীলবকে শোনে চলমান অধ্যায়ের অন্তিমে কী বিপদাভাস আছে --
সেইভাবে কবুতরগুলো উৎকর্ণ তাদের পক্ষীমাতা এক মানবীর উদ্বেগে,
"বাছারা আমার শোনো, হেমন্তের অন্তিম দিন আজ, সন্ধ্যার পর তুষার ঝরবে
তোমাদের চক্ষু-গোলকের মতো অজস্র ছোট ছোট বল ... ঝাপসা হবে চতুর্দিক
ঝটপট দূরে কোথাও উড়ে যেও না আজ, গাছের ডালও নিরাপদ নয় আর
ঝড়ো হাওয়ার সঙ্কেত আছে !"

ছেঁড়া জামা, উস্কোখুস্কো চুল মানবী সে পক্ষীমাতা পকেট থেকে কিছু শস্যবীজ
ছুঁড়ে দেয় তার প্রিয় কবুতর বাছাদের দিকে।

কবুতরগুলো মনোযোগী হয়ে শোনে সবকিছু, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ ওর মুখের
দিকে তাকায় বিষাদে, ভাবে কোথায় পাবে দালানের কার্নিশ -- লুকোতে যে হবে
এই উড্ডয়নপ্রিয় ছোট ছোট দেহতরঙ্গ ভারী কংক্রিটের শ্বাসরোধী স্তব্ধতার নিচে!

শীত-কথা

ইকবাল হোসেন বুলবুল

কাছে আসি; শীত-মাতাল-শব্দরা ফুটে ওঠে হিয়ার ভিতর ।
নাম রাখি ড্যাফোডিল, প্রিমরোজ,
এ্যাজেলিয়া, ব্লুবেল, স্নোড্রপ...
তারা গান গায় । তারা নৃত্য করে । তারা ছবি আঁকে ।
তাদের পাপড়ি থেকে জন্ম নেয় ওম-মাখা
হাজারো চুম্বন...

কাছে আসি; সুর তোলে জলের পিয়ানো ।
ঠোঁটে বাজে শীতের লিরিক । নাম রাখি আশাবরী,
বৃন্দাবনী, মুলতানী, কলাবতী, ভৈরবী, ইমন...
সুরগুলো ফোটায় কুসুম । সুরগুলো ঠোঁটে মাখে প্রেম ।
সুরগুলো জন্ম দেয় মায়াপাখি হাজারে হাজার...

পা নিয়েই বেড়াতে গিয়েছি

কামরুল হাসান

পা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি, ডানা নিয়ে উড়তে পারিনি
অজস্র ঘুরন্ত উদ্যান ডানা ভেঙে পড়ে আছে জলে ;
যেভাবে ফানুস আমি ওড়াতে গিয়েছি ঐ চায়ের টিলায়
চাবাগানের মর্মোদ্ধার কিছুই না বুঝে, কিছুই না জেনে।

সেখানে বিকেলের পুঞ্জিভূত আলো ময়ূরপালকে,
অনন্ত নক্ষত্রবিন্দু জোনাকীর পুচ্ছে গেঁথে আছে;
তারাভরা তেমনি বাগানে অপ্সরা আলোর ঘাগরায়
না বুঝেই নেমে গেছি পাঠোদ্ধারে, রণপা লাগিয়ে।

সুস্থ সব মানুষের খুঁড়িয়ে চলার বিফল অভিলাষে
বৃক্ষেরা এগিয়ে দেয় মনোদ্বৈরথের ক্র্যাচ
আজ বনে বনে অবিরত মাইক প্রতিষ্ঠা হলে
বনভূমি জুড়ে ভাষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।
অযুত বেলুন ফুটো হয়ে পড়ে আছে শীতের টিলায়,
বনভূমে বৃক্ষ হয়ে দাঁড়াল মানুষ গূঢ় বসন্ত অভীপ্সায়!

শয্যা

মুজিব ইরম

আমারে রাখিও তুমি ঘাসের শয্যায়।

পৃথিবীর ঘাসগুলি মায়াবী ভীষণ...
এত রূপ
এতটা বাহার
নিমেষে ভুলিয়ে দেয় সঞ্চিত জখম...

আমারে দিও গো তুমি ঘাসের জাজিম
আমারে দিও গো তুমি ঘুমের আফিম।

ভাবাবেগ

রওশন হাসান

কি ভীষণ পলাতকা মেঘ
বাতাসে জানান দিয়ে যায়—
যাকে ঘিরে জীবনের আয়োজন
সে কেন মিছে চলে যায়
কিছু আনাগোনা, জানাশোনা—
সেতো রয়ে যায় গহীনে কোথাও
অচেনা হৃৎতটে বাড়ে উদ্বেগ।

বর্ষ নিলে বিদায় দ্বাদশে পুনরায়—
পুরনো কণ্ঠহারের মুক্তো ছিঁড়ে যায়
যদিও নতুন বর্ষ সৌরভে আনে শাশ্বত ভোর—
প্রজাপতি অন্য বাগানে খোঁজে আশ্রয়
ঝরে যাওয়া ফুলে আধেক ছল কুহেলিকা
স্মৃতি-বিস্মৃতি, অম্লান বিচ্ছেদ-বন্ধনডোর—
হাসিতে-আরশিতে ক্রন্দন, মায়া-মরিচীকা
ঘ্রাণে-বনে-পার্বণে জাগুক নতুন সূর্যোদয়।

একটি পরাধীনতার কবিতা

আলী সিদ্দিকী

কায়ক্লেশে তুমি পর্যন্ত আসার পর
অলিখিত আদেশ জারি ঢোল পেটায়
আর কোন গন্তব্য নেই এখানে
পথগুলো রক্তচাপা দিয়ে শুয়ে অনন্তঘুমে
মৃত রক্তে স্বপ্নেরা ডানা মেলে না;

গন্তব্য এতোটুকুই লিখিত প্রজ্ঞাপনে
রদবদলে আমার নেই সহজাত সার্বভৌমত্ব।

সময়ের সংবিধানের ধারা-উপধারায় লেখা বাটোয়ারার
আদিখ্যেতা বেড়ে যাবার পর
অধিকারের ঠুনকো অজুহাতে
রাষ্ট্রের দমনশিল্পে লোকপক্ষ জরুরি নয়
বাঁদরেরা সেখানে নন্দনতত্ত্বে চিয়ার্স খেলছে;

তুমি পর্যন্ত আসতে খুলে ফেলা সব শেকল
নিজ হাতেই আবার পরে নিয়েছি আপাদমস্তক।

বুনো আঠালির গান

রিমঝিম আহমেদ

বুকের কাছে এমন ওম কই এই শীতে! এই
নিদ্রানিবৃত্ত তল্লাটে! কিছুটা আলোর মতো, আর
কিছুটা আঁধার, এই নিয়ে ঘোরে জগত-সংসার।
যারা আছে বলে ভাবি, পাশ ফিরে দেখি- সন্তর্পণে
সরে গেছে তারা বারান্দায় ভোরের রোদের মতো।
তাদেরও যুদ্ধ আছে ভেঙে যাওয়া ভাষার সাথে। আছে
পথশেষের স্তব্ধতা। ক্লিষ্ট চোখ, মুঠো মুঠো ধূলি

সব প্রেম একদিন শিখে নেয় অন্যমনস্কতা-
পালানোর ছল। শুধু দগ্ধ বাগানের মালি হয়ে
নিজেকে পাহারা দিতে হয় নিজের অশান্ত ভস্ম।

সাদা-কালো

আল ইমরান সিদ্দিকী

তাকিয়ে থাকাকেই প্রার্থনার ভঙ্গি করে নিয়েছি।
জানালার বাইরে চিরচেনা দিনগুলি; গোধূলি ঘনছাই—

বোবা ও বধির হতে হতে সহসা যার দেখা মিলেছিল, সে
তো জলে, ধীর তমসায় মুছে যাওয়া আমারই প্রতিবিম্ব।
আঁধারে কালো কালো গাছ, প্রতিবিম্বহীন, উদ্বাহু—
আমাকে টেনেছিল ঐকতানে! এখন, মৃদু শীতে, আমি
যা-কিছু ছেড়েছুড়ে আর যা-কিছুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি
পা, উভয়ই দেখি মোহময়—

বহুবর্ণিল বসন্ত চলেই আসছে- ফুল ও পাতার সম্মিলন
দিয়ে নগ্ন ডালপালার অতুল বিন্যাসকে আড়াল করবে।

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
কার্যকরী পরিষদ
২০২২-২০২৪
মোঃ শাহীন কামালী
সভাপতি
মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
দুরুদ মিয়া রনেল
সহসভাপতি (সিলেট)
মোহাম্মদ মনির উদ্দিন
সহসভাপতি (সুনামগনজ)
শেখ জামাল হোসাইন
সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)
বসির খাঁন
সহসভাপতি (মৌলভীবাজার)
আতাউল গণি (আসাদ)
সহসাধারণ সম্পাদক
মইনুজ্জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
ইফজাল আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক
সাহিদুল হক রাসেল
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
আব্দুল এম চৌধুরী (উমেল)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
দেওয়ান এম. এ মোতাচ্ছির (মনজু)
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
আল-মোস্তাজাব
ক্রীড়া সম্পাদক
সুতিপা চৌধুরী
মহিলা সম্পাদিকা
জয়নাল উদ্দিন (লায়েক)
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
হেলিম উদ্দিন
সাধারণ সদস্য (সিলেট)
জামাল আহমদ
সাধারণ সদস্য (সুনামগঞ্জ)
মিজানুর রহমান চৌধুরী (শেফাজ)
সাধারণ সদস্য (হবিগঞ্জ)
মিজানুর রহমান
সাধারণ সদস্য (মৌলভীবাজার)

Bangladesh Law Society USA, Inc.
বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH LAW SOCIETY USA INC.
Inauguration Ceremony
2024
CULTURAL PROGRAM
DINNER
Gulshan Terrace
Gulshan Terrace Banquet Hall
5915 37th Ave Queens, NY 11377
Singer
Roksna Mirza
Ali Mahmud
HONORABLE GUEST
Soma S. Syed
New York Civil Court
Judge, Queens County
20
JANUARY
Saturday
6:00pm
Those who will be anointed
You are all cordially invited
Best Regards:
Advocate Md. Nasir Uddin Ahmed
President
917-312-8322
Advocate Mahabubar Rahman Bakul
Convener
646-318-4737
Advocate Syed Moyeen Uddin Jumal
General Secretary
917-870-5054

Abu Zafar Mahmood's call to top leaders of New York State and City

Stand up to protect CDPAP
Voters wish to see your role now

Annual gathering and dinner organized by New American Democratic Club, New American Youth Forum and New American Women's Forum at Al Aqsa Party Hall in Jamaica, New York on 13th January, 2024 evening.

NYS Congress Women Grace Meng is seen delevering her speech. NYC Public Advocate Jumaane D. Williams, NYS Senator John C. Lui and NYC Council Member Shekar Krishna is seen beside her.

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood is seen along with President of New American Democrat Club Morshed Alam and many others.

A Glims from the audience.

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood and the Congress Women Grece Meng are seen with members of New American Womens' Forum.

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
18 January 2024, Thursday, Issue 357
১৮ জানুয়ারি ২০২৪, ৪ মাঘ ১৪৩০, ৬ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

বাংলা চলচ্চিত্র পরিবেশক প্রিয়জন ফিল্মসের যাত্রা

নিউইয়র্ক

৮ জানুয়ারী ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এই আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিবেশক প্রতিষ্ঠান প্রিয়জন ফিল্মস এর যাত্রা শুরু। এ উপলক্ষে ১৩ জানুয়ারি শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী অডিটরিয়ামে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এতে প্রদর্শন করা হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত একটি চলচ্চিত্র। প্রিয়জন ফিল্মস এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, নিউ ইয়র্কের পরিচিত মুখ এবং বিশিষ্ট আইনজীবি এটর্নী মইন চৌধুরী, বিশিষ্ট ভাস্কর শিল্পী আকতার আহমেদ রাশা, জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি শামীমআরা বেগম, সাধারন সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ী, সাবেক সভাপতি শমিত মন্ডল, সাবেক সাধারন সম্পাদক দুররে মাকনুন নবনী এবং কুইন্স লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান এবং আউটরীচ অফিসার সেলিনা শারমিন। প্রদর্শনী শেষে প্রিয়জন ফিল্মস্ এর কর্নধার লিটু আনাম বলেন- বাংলা চলচ্চিত্রের যে জোয়ার শুরু হয়েছে এখন প্রয়োজন বিশ্বায়ন। প্রিয়জন ফিল্মস্ বাংলা চলচ্চিত্রের বিশ্বায়নে কাজ করে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

কমিউনিটি অপ-এড

শহর গড়তে মার্টিন লুথার কিং এর পথে হাঁটতে হবে: মেয়র

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

১৫ জানুয়ারি ডক্টর মার্টিন লুথার কিং দিবস। আমেরিকান সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের একজন, ডক্টর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, ইতিহাসে যার অবদানকে সম্মান জানাতেই এ দিনটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্মরণীয় উৎযাপনের দিন হয়ে উঠেছে। এই দিনটি সরকারী ছুটির দিন। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ প্রশাসন ডক্টর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের জীবন উদযাপন করছেন। সোমবার, জানুয়ারি ১৫, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, "এটি তার কৃতিত্বকে সম্মান করার একটি মুহূর্ত। সেই সাথে এটি তার জন্য লড়াই করার এবং তার উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগও। ডক্টর কিং এর কাজগুলিকে এগিয়ে নিতে আমাদের নতুন শক্তি খুঁজে বের করতে হবে এবং বাধাগুলি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ঐতিহ্য

মিসরের নুবিয়ান গ্রাম এলিফ্যান্টাইন দ্বীপের একাংশ। ছবি: লেখক

আলকেমিস্টের নায়কের দেশে

ইয়াসির আরাফাত

আসওয়ানে আমি যে দুই দিন ছিলাম, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শহুরে কোলাহলের মাঝে না থেকে নদীর তীরের ছোট্ট গ্রামে থাকব। সেটি ছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে পারফেক্ট চয়েজ। গ্রামটি ছিল নীল নদের একটি ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে। সেখানে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। সেই গ্রামে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন নেই। মানুষ এখনো তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ভেড়ার ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। শিশুরা সেখানে ভেড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়! এমন একটি নুবিয়ান গ্রামে পাওলো চেলোর আলকেমিস্টের নায়কের সঙ্গে দেখা হবে না, তা হয় না।

আমি যে গ্রামটির কথা বলছি, সেটি একটি নুবিয়ান গ্রাম, নাম এলিফ্যান্টাইন দ্বীপ। নুবিয়ানরা মিসরের সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায়, যাদের বসবাস দক্ষিণ মিসরে। আসওয়ান শহরটি একসময় নুবিয়ানদেরই ছিল। সেখানে তারাই ছিল সংখ্যাগুরু। নুবিয়ানরা মিসরের অধীনে থাকলেও তাদের জাতিগত চেতনা প্রবল। বলে থাকে, তারা প্রথমে নুবিয়ান, পরে মিসরীয়। তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। জামাল আল নাসের ক্ষমতায় আসার পর থেকে নুবিয়ানদের শতভাগ মিসরীয় করে তোলার প্রকল্প নেওয়া হয়। সে জন্য প্রচুর অর্থ লগ্নি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

এমন বাংলাদেশ চাইনি: খোকা

সোহানা নাজনীন

মজিবর রহমান খোকা

“আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর উচ্ছৃঙ্খলতা, লোভ, স্বার্থপরতা বেড়ে গিয়েছিল। তখন থেকে আমার কষ্ট লাগা শুরু হয়। অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে এসেছি, যুদ্ধ করেছি, কিন্তু এমন বাংলাদেশ চাইনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশটাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়া হল সেটাও একটা লজ্জার বিষয়।“ কথাগুলো আক্ষেপের সাথে জানিয়েছেন মজিবর রহমান খোকা।

নতুন বছরের শুরুতে ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার “টক অফ দ্য উইক” অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

যে কারণে ডুবলেন সিলেটের পাঁচ মন্ত্রী

দ্বাদশ নির্বাচন

চারজনেরই এপিএসরা ছিলেন বেপরোয়া। নেতা-কর্মী ও জনগণের সঙ্গেও ছিল দূরত্ব।

ইয়াহ্‌ইয়া মারুফ

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন সিলেট বিভাগের পাঁচজন। এবারের ভোটে একজন হেরে গেলেও বাকি চারজন নির্বাচিত হয়ে সংসদে আছেন। কিন্তু মন্ত্রী থাকতে পারেননি তাঁদের একজনও। এ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলছে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা।

দলের নেতা-কর্মী আর ভোটারদের পর্যবেক্ষণ-অভিযোগ বলছে, আশপাশের লোকজনের ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি-অনিয়ম ও অপকর্মে নিশ্চুপ ছিলেন মন্ত্রীরা। এর মধ্যে চার মন্ত্রীর সহকারীরাই গড়ে তোলেন দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির সিন্ডিকেট। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু লোক ছাড়া দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব তৈরি হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে দলের এমপিদের সঙ্গেও বাধে বিরোধ। এসব কারণেই প্রধানমন্ত্রী এবার আর তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মান্নানের এপিএসের নিয়ন্ত্রণে ছিল সব

২০০৮ সালে সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসন থেকে প্রথমবার এমপি হন এম এ মান্নান। এরপর ২০১৪ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ও ২০১৮ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি। শুরু থেকে সাবেক শিবির নেতা মো. হাসনাত হোসেনকে নিয়োগ দেন একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) হিসেবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

পারস্পরিক স্বার্থ এগিয়ে নিতে কাজ করবে দুই দেশ

বললেন পিটার হাস

পিটার হাস

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হওয়ার প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, তা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে কথা বলেছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে গতকাল বুধবার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথম সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত।

পিটার হাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কীভাবে ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করবে, সে বিষয়ে নতুন মন্ত্রীর সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

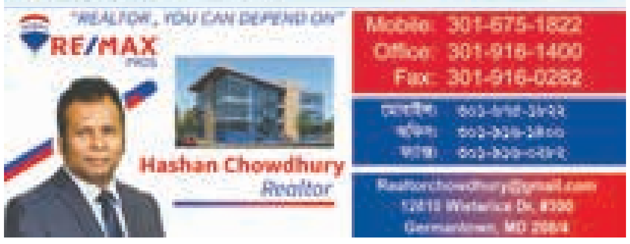

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com